www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9062201905
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫১ বর্ষ, ৪৪ সংখ্যা, ৯ ভাদ্র – ১৫ ভাদ্র, ১৪২৪ ঃ ২৬ আগস্ট – ১ সেপ্টেম্বর, ২০১৭

Kolkata : 51 year : Vol No.: 51, Issue No. 44, 26 August - 1 September, 2017 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

কিন্ডার গার্টেন অ্যান্ড নার্সারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ

মহিলারা মন্তেসরি, প্রি-প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং-এ ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন। কম্পিউটার ও ব্রতচারি সহ।

২১, কে বি বসু রোড, বারাসত, কলকাতা-১২৪

ফোন : ২৫৫২-০১৭৭

মোবাইল : ৯৮৩৬১৮৪৭১২

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : শনিবার : এবার থেকে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের সব

সদস্যই যাতে ইস্তফা না দিয়েও বিধায়ক এবং সাংসদ হতে পারেন তার জন্য বিল পাশ হল পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায়। এই সুযোগ এখন রয়েছে পুরসভার কাউন্সিলরদের।

রবিবার : উত্তর প্রদেশের মুজফফরনগরের খতৌলীতে

লাইনচ্যুত হয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল পুরী-হরিদ্বার কলিঙ্গ-উৎকল এক্সপ্রেস। ইতিমধ্যেই রেল তাদের গাফিলতির কথা স্বীকার করে নিয়েছে। পদত্যাগ করেছেন রেল বোর্ডের চেয়ারম্যান ও পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন রেলমন্ত্রী সুরেশ প্রভু।

সোমবার : একটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সমীক্ষা দেখাচ্ছে

পারিবারিক নারী নির্যাতনে দিল্লির পরেই স্থান কলকাতার। এরপর মুম্বই ও চেন্নাই। বছরে ৮৭৬টি পারিবারিক হিংসার ঘটনা ঘটে কলকাতায়।

মঙ্গলবার : দেশের সাড়ে ১৫ হাজার থানার ১৪ হাজার থানাকে

যুক্ত করা হল ইন্টারনেটের মাধ্যমে। ফলে থানাগুলির মধ্যে তথ্য আদান প্রদান অনেক সহজ হয়ে গেল।

বুধবার : হাজার বছর ধরে মুসলিম সমাজে চলে আসা চটজলদি

তিন তালাক প্রথাকে অবৈধ ঘোষণা করল ভারতের সুপ্রিম কোর্ট। জয় হল লড়াই চালিয়ে যাওয়া ভুক্তভোগী নারীদের।

বৃহস্পতিবার : ওবিসি ভুক্ত সব শ্রেণির মানুষ সংরক্ষণের সব

সুবিধা ঠিকমত পাচ্ছেন কিনা তা খতিয়ে দেখতে একটি কমিশন গঠন করল কেন্দ্রীয় সরকার। ১২ সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট দেবে এই কমিশন। এছাড়াও ওবিসিদের সংরক্ষণের সুবিধা পাওয়ার আয়ের সীমা ৬ থেকে ৮ লক্ষ টাকা করা হয়েছে।

শুক্রবার : একেই বোধহয় বলে 'ঠেলার নাম বাবাজি'। এতোদিন পাহাড় নিয়ে অনড় অবস্থান নেওয়ার পর হঠাৎ করেই সুর বদলে রাজ্য

সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চাইছেন মোর্চা নেতা বিমল গুরুঙ্গ। পর্যটনে ভরা মরসুমে পাহাড়ের অস্থিরতা ঘরে বাইরে চাপে ফেলেছে তাঁকে। কেন্দ্রীয় সরকারও পরামর্শ দিচ্ছে রাজ্যের সঙ্গে বৈঠক করার।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

তৃণমূলী অন্তর্দ্বন্দ্বে জেরবার বাংলা

পুলিশ দিয়ে পরিস্থিতির অনুসন্ধান

কুনাল মালিক

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের অন্তর্দলীয় কোন্দল, সিন্ডিকেটরাজ, উৎকোচ নিয়ে সরকারি পরিষেবা প্রদান, নেতা-নেত্রীদের অশোভন আচরণ ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ নিদারুণ অসন্তুষ্ট। অথচ পুজোর পরই ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের ঢাকে কাঠি পড়বে। অধিকাংশ ব্লকেই দলের শৃঙ্খলা তলানিতে ঠেকেছে। মূল সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা না করেই শাখা সংগঠনগুলো যে যার মতো কর্মসূচি গ্রহণ করছে। কোথাও কোথাও দলের নেতা-নেত্রীরা নিজেদের লবির লোকজন নিয়ে সভা করছেন। সব বুথেই বিজেপির নিঃশব্দ পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। তাই দলীয় নেতা-নেত্রীদের ওপর ভরসা না করে রাজ্য তৃণমূলের কর্তা ব্যক্তিরা পুলিশ-জেলা গোয়েন্দা ও নানা সোর্স নিয়োগ করে বুথ স্তরের রাজনীতির বর্তমান পরিস্থিতি জানতে চাইছেন। সূত্রের খবর বিভিন্ন থানা এলাকার ভিলেজ ও সিভিক পুলিশদের এ ব্যাপারে কাজে লাগাচ্ছেন সংশ্লিষ্ট থানার আইসিরা। বুথ স্তরে কোনও নেতা-নেত্রীর জনপ্রিয়তা কতটা, তাদের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ আছে কিনা, বুথের মানুষ আগামী দিনে জনপ্রতিনিধি হিসাবে কাকে চাইছেন। বুথে বিজেপির উত্থান কতটা, এত উন্নয়নের পরও মানুষ বিজেপির প্রতি আসক্ত হচ্ছে কেন, এই ধরনের নানা তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে থানার মাধ্যমে। সূত্রের খবর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন এবার সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কার্যালয় থেকেই পরিচালনা করা হবে। ত্রিস্তর পঞ্চায়েতে কারা টিকিট পাবেন তা নির্ভর করবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর।

দলের এই নতুন ফরমানে তৃণমূলের অনেক নেতা-নেত্রীর কপালে চিন্তার ভাঁজ দেখা দিয়েছে। কারণ বুথ স্তরের নানা তথ্য এতদিন ওপর তলার নেতারা জানতে পারতেন না। এবার অনেক তথ্য ফাঁস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তৃণমূলের পুরনো দিনের এক কর্মী এই প্রসঙ্গে বলেন, অভিষেকের বয়স কম হলে কি হবে, এতদিনে তিনি ঠিক রোগটিই ধরতে পেরেছেন। সূত্র মারফত আরও জানা যাচ্ছে, পুজোর আগেই বিভিন্ন ব্লকের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। পুরনো দিনের তৃণমূল কর্মীরা যারা অভিমান করে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছেন তাদেরকে দলের মূল স্রোতে সম্মান দিয়ে জায়গা দিতে হবে বলে জেলার উর্দ্ধতন নেতৃত্ব ইতিমধ্যেই ব্লক স্তরের নেতাদের জানিয়ে দিয়েছেন। বস্তুত সারা বাংলা জুড়ে মূল তৃণমূলের সঙ্গে এখন অস্তিত্বের লড়াইতে নেমে পড়েছে যুব তৃণমূল।

মূল তৃণমূলকে হঠিয়ে কাঁঠালবেড়িয়া পঞ্চায়েত ছিনিয়ে নিল যুব তৃণমুল

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : প্রায় একবছর ধরে বাসন্তী ব্লক গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে উত্তপ্ত। পঞ্চায়েতের কাজকর্ম প্রায় শিকেয়। এমত অবস্থায় রাজ্য তৃণমূলের শীর্ষনেতৃত্ব একাধিক বার আলোচনা করে ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের আগুনে উত্তপ্ত বাসন্তীকে সাময়িক ভাবে ঠান্ডা করলেও গোষ্ঠীদ্বন্দে জর্জরিত বাসন্তী ব্লক সর্বদাই খবরের শিরোনামে। বাসন্তী ব্লকের কাঁঠাবেড়িয়া পঞ্চায়েত গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের সৌজন্যে বার বার প্রধান পরিবর্তন হতে থাকে। তৃণমূলের

জনতার মাঝে নির্বাচিত প্রধান বুলা নাসরিন।

দ্বারা অত্যাচারিত জনগণ এবং যুবতৃণমুল কংগ্রেস কর্মীরা একতাবদ্ধ হয়ে কাঁঠালবেড়িয়া পঞ্চায়েতকে তৃণমূলের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়। ২৪ আগস্ট বৃহস্পতিবার সকালে ১৯সদস্য কাঁঠালবেড়িয়া গ্রামপঞ্চায়েতে ১৬ জন সদস্যের সমর্থনে প্রধান নির্বাচিত হন বুলা নাসরিন।

বাসন্তী যুব তৃণমূল সভাপতি আমানুল্লা লস্কর জানান বাসন্তীর মানুষ শান্তিতে থাকতে চায় যার জন্য যুব কে তাঁরা সমর্থন করেছেন। তবে সকলকে এক সাথে নিয়ে উন্নয়ণয়ের কাজে সামিল করতে চাই।

অন্তর্দ্বন্দ্বের আরও খবর

ক্যানিং হাটপুকুরিয়ায় সংঘর্ষ, গুলি, গ্রেফতার – পৃষ্ঠা ৩

বাসন্তীর চুনাখালিতে গুলি, বোমাবাজি, মৃত ১ – পৃষ্ঠা ৫

বহু প্রশ্নকে জিইয়ে রেখে

দুই রায়ে উত্তাল দেশ

ওঙ্কার মিত্র

এক সপ্তাহের মধ্যে দুদিনে সুপ্রিম কোর্টের দুই রায়ে ভারতবাসী উত্তাল। গত মঙ্গলবার হাজার বছরের বেশি সময় ধরে মুসলিম সমাজে চলে আসা চটজলদি বিবাহ বিচ্ছেদের তিন তালাক প্রথাকে অবৈধ, অমানবিক, অসাংবিধানিক ও ধর্মবিরুদ্ধ বলে রায় দিয়েছে পাঁচ সদস্যের সাংবিধানিক ডিভিশন বেঞ্চ। এর ফলে অগণিত মুসলিম মহিলাদের নারী অধিকার ও লিঙ্গ বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগঠিত লড়াই মান্যতা পেল। পর্যুদস্ত হল মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড। একদিন বাদ দিয়ে গত বৃহস্পতিবার আর এক রায়ে সংবিধানে স্বীকৃত গোপনীয়তার অধিকার প্রতিষ্ঠা পেল আধার বিতর্কের মধ্যে। তালাক-এর রায়ে যেমন কেন্দ্রীয় সরকার উৎফুল্ল তেমনই বিরোধী শিবির সোচ্চার গোপনীয়তার তত্ত্বে। মূল লক্ষ্য কেন্দ্রীয় সরকারের আধার যুক্তিকরণে বাধা দেওয়া।

রাজনৈতিক এই টানাপোড়েনের মধ্যে দুই রায়ের অভিঘাতে ভারতবাসীও দ্বিধাবিভক্ত। একদিকে মুসলিম সমাজের একটা অংশ তালাক বিতর্কে নিজেদের ব্যক্তিগত আইনের অবস্থান খুঁজে বেড়াচ্ছে আর অন্যদিকে এক দল ভারতবাসী তাদের নিরাপত্তা ও প্রতারণা থেকে বাঁচতে আধারের বিকল্প খুঁজছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও সমাজতত্ত্ববিদদের অভিমত এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কারণ অধিকার প্রতিষ্ঠার এই দুই রায়ের পিছনে রয়েছে অমীমাংসিত বহু প্রশ্ন। তাঁরা বলছেন তালাকের রায়ে মুসলিম পরিবারে কেউ তালাক দেন তাহলে সেই নারীদের

রয়ে যাওয়া প্রশ্ন

- আইনের রক্ষাকবচ পেতে গরিব মহিলাদের সহায়তা কে দেবে?
- আইন করলেই কি পুরুষদের মানসিকতা পাল্টানো যাবে?

রয়ে যাওয়া প্রশ্ন

- প্রতারণা থেকে বাঁচতে আধারের বিকল্প কি?
- বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করার উপায় কি হবে?

সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারকে ৬ মাসের মধ্যে চটজলদি তিন তালাক নিষিদ্ধ করতে আইন প্রণয়ন করতে বলেছে। কিন্তু শুধু আইন করে মুসলিম নারীদের এই অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তাঁদের বক্তব্য পণপ্রথা বিলোপের আইন হয়েছে বহুদিন, কিন্তু তাকে আজও সমাজ থেকে পুরোপুরি তাড়ানো যায় নি। তাঁদের মতে এর জন্য চাই ভারতবাসীর প্রকৃত শিক্ষা ও মানসিকতার পরিবর্তন। সেদিকটা অনুচ্চারিত রয়ে গিয়েছে বিচারপতিদের রায়ে। এমনকি তালাক প্রশ্নে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গিয়েছেন বিচারপতিরাও। যা অক্সিজেন যুগিয়েছে তালাক পন্থীদের। সমাজবিদরা মনে করেন আইন করার পরেও যদি গরিব ক্ষমতা থাকবে না বিপুল ব্যয়ে আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার। অতএব গরিব মুসলিম মহিলাদের আইনি সহায়তার দিকটিও ভেবে দেখার দরকার আদালতের।

একইভাবে নানা প্রশ্ন রয়েছে গোপনীয়তার অধিকারেও। এক অংশের রাজনীতিবিদদের মতে কেন্দ্রীয় সরকার জীবনের প্রতিটি দেনা-পাওনার সঙ্গে আধারের তথ্য যুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছে বঞ্চনা, প্রতারণা ও জঙ্গি কার্যকলাপ আটকাতে। আদালতের রায়ে যদি আধার সংযুক্তিকরণ বন্ধ হয়ে যায় তাহলে খুব সহজেই গরিব ভারতবাসীর জন্য সরকারি প্রকল্পে দেয় অর্থ বাস্তুঘুঘুদের পকেটে চলে যাবে যা এখন চলছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

ফ্ল্যাট ও নিজস্ব বাড়ি তৈরির জন্য ছোট/বড় প্লটে জমি কেনার

সুবর্ণ সুযোগ

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাখরাহাটের বুড়িরপোলে নতুন রাস্তার মোড়ে প্যারাডাইস মার্কেটের উপরে এবং বাখরাহাটে রায়পুর মোড়ে উমা সিনেমার বিপরীতে 1 BHK এবং 2 BHK বাসযোগ্য রেডি ফ্ল্যাট।

- ৪/৫ কাঠা করে হাইল্যান্ড প্লট সাঁজুয়া মহেশতলা রোড সোনার গাঁও এর সামনে (বিষ্ণুপুর থানা)
- বড় শিল্প উপযোগী হাইল্যান্ড প্লট-মল্লিকপুর রোড, বিশালক্ষ্মীতলা (নোদাখালি থানা)
- ২ কাঠা করে হাইল্যান্ড প্লট-মোহনপুর (নোদাখালি থানা)
- ২ কাঠা করে হাইল্যান্ড প্লট-বাখরাহাটে রাই কিশোরী দত্ত স্কুলের সন্নিকটে
- মধ্যবিত্তের সাধ্যসীমার মধ্যে যুক্তিগ্রাহ্য মূল্যে বিক্রয় হইবে

সত্বর যোগাযোগ করুন

প্রোঃ বোরহান মীর

অফিস-প্যারাডাইস মার্কেট, বাখরাহাট, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মোবাইল নং – 9830547678

হাজি মিঠু রানী

সরকার স্বীকৃত কাওয়ালী গায়িকা

গ্রাম ও পোঃ-বাখরাহাট (প্যারাডাইস কমপ্লেক্স), থানা ঃ বিষ্ণুপুর, জেলা ঃ দঃ ২৪ পরগনা

মোবাইল ঃ 9874173724

কারেকশন ঝড়ে টপাটপ উইকেট হারাচ্ছে মিস্টার ডিপেন্ডবল নিফটি

পার্থসারথি গুহ

অর্থনীতি

নিফটি কোন জায়গা থেকে কারেকশনে আসতে পারে তা নিয়েও 'নানা মুনির নানা মত' শোনা যায়। শেয়ার বিশেজ্ঞদের বক্তব্য, হালফিলে ১০ হাজারের ওপর থেকে ৫ দিনের সংশোধনীতে নিফটি চলে এসেছিল ৯৭০০–র কাছে। এক্ষেত্রে প্রায় সাড়ে চারশো পয়েন্ট অর্থাৎ ৪ শতাংশ কারেকশন সম্পন্ন হয়েছে এই বাজারে। তারপর আবার নিফটি সূচক ১০ হাজারকে টেস্ট করার চেষ্টা করে। বলাবাহুল্য, একে ব্যর্থ চেষ্টা বলাটাই ভালো। কারণ ১০ হাজারের আগেই নিফটি থমকে যায়। তারপরের ঘটনাপর্বে নিফটি ফের নিচে হড়কানো শুরু করেছে। শেয়ারবিদদের এও বক্তব্য, একটা সংশোধনীর পর বাজার বারংবার যে প্রত্যাঘাত করে ওপরে যেতে চাইছে তা বুঝিয়ে দিচ্ছে কতটা গনগনে মেজাজে রয়েছে ভারতের শেয়ার বাজার। এরপর আরও ১০ শতাংশ কারেকশনও হয়তো হতে পারে কোনও একটা জায়গাকে আপাত শীর্ষ অবস্থান ধরে নিয়ে। সেক্ষেত্রে নিফটির নিচের দিকের জংশন হতে পারে ৯২০০ থেকে ৯ হাজার। তবে ৯ হাজার ভাঙা খুব কঠিন। ভাঙলেও ছোট একটা ভয় দেখিয়ে ৮৮৫০ লেবেল থেকে নিফটি সূচক মুখ তুলে তাকাবে বলেই বিশ্বাস শেয়ার বিশারদদের। তবে তার থেকে বেশি কিছু আশা করা বেয়ারদের পক্ষে উচিত নয়। বরং এখন থেকেই পরিকল্পনা নিতে হবে বাজার বাড়ার সম্পূর্ণ সুবিধা যাতে ভোগ করতে পারেন। নচেৎ বাজার বাড়বে, বহু শেয়ারের দাম সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছে যাবে, কিছু সেক্টরও ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাবে কিন্তু আপনার হাতের শেয়ার নটনড়নচড়ন হয়ে থাকবে। এমনটা যাতে মোটেই না হয়, সেদিকে এখন থেকেই সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে ট্রেডারদের। চালু সেক্টরে লগ্নি করতে হবে।

আর শেয়ার বাজার থেকে ঠিকঠাক লাভ করতে হলে অর্থাৎ মালামাল হতে হলে ভালো পথপ্রদর্শক বিশেষ জরুরি। সঠিক গুরু যে কাউকেই তাঁর সাফল্যের গন্তব্যে পৌঁছে দেয়। আবার ভুলভাল 'গুরু'–র পাল্লায় পড়লে গোল্লায় যেতেও সময় লাগে না। ক্রিকেটের ক্ষেত্রে এমন জলজ্যান্ত উদাহরণ হাতের সামনেই মজুত রয়েছে। গুরু গ্রেগের আমলে তৎকালীন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের কেরিয়ারের–ই বারোটা বেজে গিয়েছিল। শেয়ার বাজারের দিকে চোখ ফেরালেও এমন অনেক সুগুরু, বদগুরু চোখে পড়বে। বস্তুত খারাপ গুরুর কুপরামর্শে বহু মানুষের তথা লগ্নিকারীর পুঁজিপাটা গড়িয়াহাটা হয়ে গিয়েছে। আবার ভালো গুরুর সুপরামর্শে ফুলেফেঁপে উঠতেও সময় লাগেনি লগ্নিজাত অর্থের। এখন প্রকৃত গুরু বেছে নেওয়াটাও অত্যন্ত কঠিন কাজ। এ যেন অনেকটা খড়ের গাঁদায় সূচ খোঁজার মতো ব্যাপার। তাও ভালো গুরু যাঁদের ভাগ্যে জুটেছে তাঁদের হালচাল পালটে গিয়েছে অর্থ বাজারের প্রেক্ষাপটে। এখন টিভি খুললে বা প্রিন্ট মিডিয়ার অর্থনীতির পাতায় চোখ বোলালে চোখে পড়বে অসংখ্য শেয়ার বিশেষজ্ঞের নাম। যথারীতি তাঁদের নানারকম পরামর্শও থাকে এসব জায়গায়। ঘটনা হল এই সব ভবিষ্যতবাণী থেকে আদৌ কেউ উপকৃত হন না। ব

রং বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে ওঠে। সেদিক থেকে দেখলে এই বাজারে খুঁজেপেতে বের করা যায় এমন কিছু নাম যাঁদের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যায় উপকৃত হয়েছেন বহু বিনিয়োগকারী। এমনকী এঁদের দ্বারস্থ হতে দেখা যায় দেশি–বিদেশি বহু লগ্নিকারী ফান্ডকেও। আগেই বলেছি এই বাজারের ধার এতটাই অদ্ভুত যে এখানে অনেকসময় বিশেষজ্ঞরাও হোঁচট খেয়ে পড়েন।

তখন ফিসফাস শোনা যায় বাজারের অন্দরে যে ওই বিশেষজ্ঞরা কোনও কোম্পানি বা প্রভাবশালীর হয়ে তাদের মত তুলে ধরেছেন। ঘুরিয়ে এভাবে তাদের সমালোচনা করা হয়। ঝড়ে বক মরার মতো মাঝে মধ্যে এক আধটা লেগে গেলে তাদের আর দেখে কে। এর মধ্যে অনেক শেয়ার বাগ্মী রয়েছেন যারা ঠুনকো খবর দেন না। তাদের কথার মধ্যে পরিপূর্ণ যুক্তি থাকে। ফলে এদের খবর সঠিক ফান্ডামেন্টাল ভিত্তিতে হয়ে থাকে। এদের কথার গ্রাহ্য করা যায়। তবে সবজান্তা মার্কা যে সব বিশেষজ্ঞ বাজার এবং শেয়ার নিয়ে আগডুম বাগডুম বকেন তাদের কথায় গুরুত্ব দিয়ে সময়ে নষ্ট না করাই ভালো। কারণ অর্থ বাজার হল অর্থনীতি সম্পর্কিত। এখানে যে কেউ নাক না গলানোই সমীচিন।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৬ আগস্ট – ১ সেপ্টেম্বর, ২০১৭

মেষ : উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সাফল্যের যোগ রয়েছে গৃহভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে সপ্তাহের শেষের দিন থেকে শুভফলের যোগ রয়েছে। সন্তানের কৃতিত্বে আনন্দ লাভ করবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে।

বৃষ : মানসিক দৃঢ়তার জোরে অসম্ভবকে সম্ভব করতে সমর্থ হবেন। যে কোন দায়িত্বমূলক কাজে সাফল্য পাবেন। লেখাপড়ায় বাধার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। সঞ্চয়ে বাধা আসবে।

মিথুন : অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। শরীরের প্রতি যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। দায়িত্বমূলক কাজের জন্য আপনি সম্মানিত হবেন। কর্মক্ষেত্রে শত্রুতার দ্বারা ক্ষতি। আত্মীয়–স্বজনদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে পারবেন।

কর্কট : নিজের চেষ্টায় উন্নতি করতে সমর্থ হবেন। স্নেহ প্রীতির বিষয়ে সময়টি শুভফলের কারক। আর্থিক বিষয়ে উন্নতির যোগ রয়েছে। কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্য আপনি সম্মানিত হবেন। কর্মক্ষেত্রে বাধা এলেও সাফল্য।

সিংহ : মাথা উঁচু করে চলতে পারবেন। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে শুভফলের যোগ রয়েছে আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে অগ্রসর হবেন না। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে।

কন্যা : বহু বাধা বিঘ্ন আসা সত্ত্বেও আপনি জয়লাভ করবেন। ব্যবসা বাণিজ্যে তেমন শুভফল পাবেন না। বেকারত্বের অবসান ঘটবে। আয় উন্নতির যোগ রয়েছে। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ হবে।

তুলা : লেখাপড়ায় ভালফল পাবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। পায়ে চোট আঘাতের যোগ রয়েছে। বুদ্ধি ভ্রংশের ফলে ক্ষতি হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সুনাম যশ বজায় থাকবে। জ্বর পীড়াদির যোগ রয়েছে।

বৃশ্চিক : ঠান্ডা জনিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। বেকারত্বের অবসান হবে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির যোগ রয়েছে। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে সময়টি শুভদায়ক। ভ্রমণ যোগ রয়েছে। পিতার পক্ষে সময়টি শুভ ফলের কারক শিক্ষায় বাধা এলেও সাফল্য পাবেন।

ধনু : উন্নত চিন্তাধারার বিকাশ ঘটবে। ভ্রমণযোগ রয়েছে। কর্মস্থলে শত্রুরা তৎপর হয়ে রয়েছে। সাবধানে চলবেন। লেখাপড়ায় আশানুরূপ ফল পাবেন না। আর্থিক বিষয়ে অনেক পরিশ্রমের দ্বারা অর্থ উপার্জন করতে হবে। ব্যবসায় উন্নতির যোগ রয়েছে।

মকর : বন্ধুদের থেকে সতর্ক থাকবেন। লেখাপড়ায় সাফল্যের যোগ বিদ্যমান। কর্মে উন্নতির যোগ রয়েছে। ঠান্ডাজনিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। আর্থিক উন্নতি কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটবে। দায়িত্ববহুল কাজে অগ্রসর হবেন। শত্রুতার যোগ।

কুম্ভ : ব্যবসা–বাণিজ্যে সাফল্যের যোগ রয়েছে। এই সময় মান–সম্মান যথেষ্ট পাবেন। আর্থিক উন্নতির যোগ রয়েছে। বন্ধুদের সাথে সাবধানে মিশতে হবে। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না। ক্রয় বিক্রয় ব্যবসায় সাবধান থাকবেন।

মীন : লেখাপড়ায় সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারবেন। খাওয়া দাওয়া সাবধানে করতে হবে। শিরঃপীড়া ও চক্ষুপীড়ার যোগ রয়েছে। আয় উন্নতির যোগ রয়েছে। কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য বজায় রেখে চলুন।

ইন্ডিয়ান অয়েলে অফিসার

নিজস্ব প্রতিনিধি : অফিসার পদে বেশ কিছু কর্মী নিয়োগ করবে ইন্ডিয়ান অয়েল। নিয়োগ হবে মার্কেটিং এবং বিজনেস ডেভেলপমেন্ট শাখায়। প্রার্থীকে অবশ্যই ইউনিভার্সিটি গ্রান্ট কমিশন দ্বারা পরিচলিত এবং সিবিএসই আয়োজিত ২০১৭ সালের নভেম্বর মাসের নেট (ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি টেস্ট) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

ইউজিসি নেট–২০১৭ (নভেম্বর) পরীক্ষায় সফল হতে হবে

শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৬০ শতাংশ (তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৫৫ শতাংশ) নম্বর এবং মার্কেটিং ম্যানেজমেন্টে স্পেশ্যালাইজেশন–সহ পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ম্যানেজমেন্ট বা এমবিএ। সেই সঙ্গে ম্যানেজমেন্ট (সাবজেক্ট কোড ১৭) বিষয়ে ২০১৭ সালের নভেম্বরের ইউ জি সি নেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে থাকতে হবে।

ফাইনাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে দরকাস্ত করতে পারেন। সে ক্ষেত্রে ২০১৮ সালের ৩০ জুনের মধ্যে ফাইনাল মার্কিশিট দাখিল করতে হবে।

বয়স : ৩০–৬–২০১৮ তারিখে ২৬ বছরের মধ্যে হতে হবে। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের স্নাতকদের ক্ষেত্রে বয়স হতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫, ও বি সিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম : ২৪,৯০০–৫০,০০০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ–সুবিধা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে নেট পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর, গ্রুপ ডিসকাশন, গ্রুপ টাস্ক এবং পার্সোন্যাল ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.iocl.com প্রার্থীর চালু ই–মেল আই ডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ নভেম্বর। অনলাইন দরখাস্ত যথাযথভাবে সাবমিটের পর পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। উল্লেখ্য, ২০১৭ সালের নভেম্বর মাসের ইউজিসি নেট পরীক্ষার জন্য অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ১১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.cbsenet.nic.in পরীক্ষা ৫ নভেম্বর। নেট–এর জন্য অনলাইন দরখাস্ত করার পর রেজিস্ট্রেশন নম্বর পাওয়া যাবে। সেই নম্বরের সাহায্যে ইন্ডিয়ান অয়েলের জন্য অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে।

বিস্তারিত জানতে দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট। প্রয়োজনে ই–মেল করতে পারেন এই ঠিকানায় : recruit2017@indianoil.in.

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় ১০৫ স্বাস্থ্যকর্মী

স্টাফ নার্স, ল্যাব টেকনিশিয়ান, টেকনিশিয়ান সুপারভাইজর

কাজের খবর

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্টাফ নার্স, ল্যাব টেকনিশিয়ান, টেকনিশিয়ান সুপারভাইজরসহ বিভিন্ন পদে ১০৫ জন স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ করবে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতি। চুক্তিতে নিয়োগ হবে ন্যাশনাল হেলথ মিশন, ন্যাশনাল টিউবারক্যুলোসিস কন্ট্রোল প্রোগ্রাম, রিভাইজড ন্যাশনাল টিউবারক্যুলোসিস কন্ট্রোল প্রোগ্রামসহ বিভিন্ন সরকারি সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্পে। প্রার্থী বাছাই করবে ডিস্ট্রিক্ট রিক্রুটমেন্ট কমিটি (এনএইচএম)। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর CMOH(SPG)/DH&FWS/4547.

শূন্যপদের বিবরণ : স্টাফ নার্স : ৩৬টি (সাধারণ ১৯, তফসিলি জাতি ৯, তফসিলি উপজাতি ২, ও বি সি–এ ৩, ও বি সি–বি ৩)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে জেনারেল নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারিতে ডিপ্লোমা। স্থানীয় ভাষায় দক্ষতা থাকতে হবে। বয়স : ৩১–৭–২০১৭ তারিখে ৬৪ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতন : প্রতিমাসে ১৭,২২০ টাকা।

ল্যাব টেকনিশিয়ান : ১৭টি (সাধারণ ৮, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি–এ ২, ও বি সি–বি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি এবং বায়োলজি বা ম্যাথামেটিক্সসহ উচ্চমাধ্যমিক। সঙ্গে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টি বা এ আই সি টিই স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে মেডিক্যাল ল্যাবরেটরি টেকনোলজিতে ডিপ্লোমা। এমএস অফিস, ইন্টারনেট–সহ কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা থাকতে হবে। প্রার্থীকে অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। বয়স : ৩১–৭–২০১৭ তারিখে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতন : প্রতি মাসে ৯,৩৮০ টাকা।

ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান (আই সি টি সি) : ১৫টি (সাধারণ ৮, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি–এ ২, ও বি সি–বি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মেডিক্যাল ল্যাবরেটরি টেকনোলজিতে স্নাতক সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাজে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স : ৩১–৭–২০১৭ তারিখে ৬০ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতন : প্রতি মাসে ১৩,০০০ টাকা।

ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান (ব্লাড ব্যাঙ্ক) : ৫টি (সাধারণ ২, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথামেটিক্স বা বায়োলজি সহ উচ্চমাধ্যমিক, সঙ্গে মেডিক্যাল ল্যাবরেটরি টেকনোলজিতে ডিগ্রি অথবা ডিপ্লোমা অথবা ল্যাবরেটরি টেকনিকসে ডিপ্লোমা অথবা মেডিক্যাল ল্যাবরেটরি টেকনোলজিতে পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা। কম্পিউটার জ্ঞান থাকতে হবে। কোনও লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্লাড ব্রাঙ্কে সংশ্লিষ্ট কাজে মেডিক্যাল ল্যাবরেটরি টেকনোলজিতে ডিগ্রি বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বা স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমাধারীদের ক্ষেত্রে ৬ মাস এবং মেডিক্যাল ল্যাবরেটরি টেকনোলজি বা ল্যাবরেটরি টেকনিকসে ডিপ্লোমাধারীদের ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার। বেতন : প্রতি মাসে ১৭,২২০ টাকা। বয়স : ৩১–৭–২০১৭ তারিখে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে।

টেকনিক্যাল সুপারভাইজর (ব্লাড ব্যাঙ্ক) : ৪টি (সাধারণ ২, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি এবং ম্যাথমেটিক্স বা বায়োলজি সহ উচ্চমাধ্যমিক। সঙ্গে মেডিক্যাল ল্যাবরেটরি টেকনোলজিতে ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা অথবা ল্যাবরেটরি টেকনিকসে ডিপ্লোমা, অথবা মেডিক্যাল ল্যাবরেটরি টেকনোলজিতে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা। কম্পিউটার জ্ঞান থাকতে হবে। মেডিক্যাল ল্যাবরেটরি টেকনোলজিতে ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা এবং ল্যাবরেটরি টেকনিকসে ডিপ্লোমাধারীদের ক্ষেত্রে ব্লাড কম্পোনেন্ট সেপারেশন ইউনিটে ১ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার। কোনও লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্লাড ব্যাঙ্কে সংশ্লিষ্ট কাজে মেডিক্যাল ল্যাবরেটরি টেকনিকসে ডিগ্রি বা স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীদের ক্ষেত্রে ৬ মাসের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার। বয়স : ৩১–৭–২০১৭ তারিখে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতন : প্রতিমাসে ১৭,২২০ টাকা।

কালা–আজার টেকনিক্যাল সুপারভাইজার : ৩টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : বিজ্ঞান শাখায় স্নাতক। স্নাতকস্তরে বায়োলজি পড়ে থাকতে হবে। সঙ্গে বৈধ টু–হুইলার ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে। প্রার্থীকে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। বয়স : ৩১–৭–২০১৭ তারিখে ৫০ থেকে ৬২ বৎছরের মধ্যে হতে হবে। বেতন : প্রতি মাসে ১০,৫০০ টাকা।

ল্যাব টেকনিশিয়ান/স্পুটাম মাইক্রোস্কোপিস্ট (আরএসটিপিপসি) : ৪টি (সাধারণ ৩, তফসিলি জাতি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : উচ্চমাধ্যমিক। সঙ্গে মেডিক্যাল ল্যাবরেটরি টেকনোলজিতে ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট কোর্স করে থাকতে হবে। উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতা, রিভাইজড ন্যাশনাল টিউবারক্যুলোসিস কন্ট্রোল প্রোগ্রাম বা স্পুটাম স্মিমার্স মাইক্রোস্কোপির কাজে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার। বয়স : ৩১–৭–২০১৭ তারিখে ২২ থেকে ৬২ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতন : প্রতি মাসে ১৬,৮৬০ টাকা।

সিনিয়র টিউবারক্যুলোসিস ল্যাবরেটরি সুপারভাইজার : ৪টি (সাধারণ ২, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্নাতক। সঙ্গে মেডিক্যাল ল্যাবরেটরি টেকনোলজিতে ডিপ্লোমা বা সমতুল। কম্পিউটার অপারেশনে অন্তত ২ মাস মেয়াদের কোর্স করে থাকতে হবে। বৈধ টু–হুইলার ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে। রিভাইজড ন্যাশনাল টিউবারক্যুলোসিস কন্ট্রোল প্রোগ্রামের কাজে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার। বয়স : ৩১–৭–২০১৭ তারিখে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতন : প্রতি মাসে ১৬,৮৬০ টাকা।

মেডিক্যাল অফিসার (এন ইউ এইচ এম) : ১১টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে কোনও শাখায় স্নাতক। সঙ্গে কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনে ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট কোর্স করে থাকতে হবে। এম এস অফিস, ইন্টারনেট এবং উইন্ডোজের ব্যবহার জানতে হবে। স্বাস্থ্য পরিষেবা – সংক্রান্ত কাজে অন্তত ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স : ৩১–৭–২০১৭ তারিখে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতন : দৈনিক ৫০০ টাকা।

প্রার্থীকে অবশ্যই দক্ষিণ ২৪ পরগনার সংশ্লিষ্ট সাব–ডিভিশনের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। এছাড়াও প্রার্থীর একটি মোটর সাইকেল এবং বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে।

অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.wbhealth.gov.in অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ৫ সেপ্টেম্বর। মনে রাখবেন, আবেদনের সময় প্রার্থীর ফটো এবং সই আপলোড করতে হবে। আবেদনপত্র পূরণ করবেন যথাযথভাবে।

অনলাইনে দরখাস্ত যথাযথভাবে সাবমিটের পর পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি পাঠাতে হবে।

দরখাস্তের প্রিন্ট আউট ও নথিপত্র ভরা খাবের ওপর প্রার্থীর না, অনলাইন রেজিস্ট্রেশন নম্বর, কাস্ট ক্যাটেগরি এবং যে পদের জন্য আবেদন করছেন তার নাম লিখে দেবেন। প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ দরখাস্তের প্রিন্ট আউট রেজিস্টার্ড বা স্পিড পোস্টের মাধ্যমে ৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায় : The Secretary, DH & FW Samity and C.M.O.H. South 24 Parganas, Administrative Building (2nd Floor), M. R. Bangur Hospital Complex, 241, Dashapran Sashmal Road, Tollygunge, Kolkata 700 033, W.B.

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন এই ওয়েবসাইট : www.spghealthgov.in বা www.s24pgs.gov.in.

দরখাস্তের প্রিন্ট আউটের সঙ্গে দেবেন

- ফি বাবদ ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে দিতে হবে ১০০ টাকা (সংরক্ষিত ক্যাটেগরির প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৫০ টাকা)। ডিমান্ড ড্রাফটটি 'District Health & Family Welfare Samity South 24 Parganas' –এর অনুকূলে "Service Branch, Kolkata"–য় প্রদেয় হতে হবে। ডিমান্ড ড্রাফটের পিছনে প্রার্থীর নাম, অনলাইন রেজিস্ট্রেশন নম্বর, কাস্ট ক্যাটেগরি এবং যে পদের জন্য আবেদন করছেন তার নাম লিখে দেবেন।
- প্রার্থীর সচিত্র পরিচয়পত্রের স্বপ্রত্যায়িত নকল।
- বয়সের প্রমাণপত্র হিসেবে মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ডের স্বপ্রত্যায়িত নকল।
- বয়সের প্রমাণপত্র হিসেবে মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ডের স্বপ্রত্যায়িত নকল।
- শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় মার্কশিট এবং সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যায়িত নকল।
- কম্পিউটার জ্ঞান–সংক্রান্ত সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যায়িত নকল।
- কাস্ট এবং ও বি সি সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যায়িত নকল।

শব্দবার্তা ৪৪

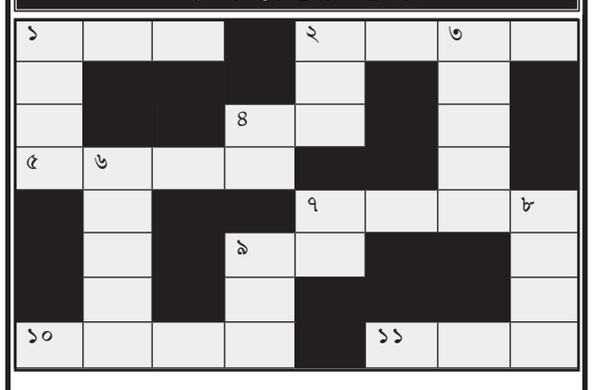

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। বলিষ্ঠ ২। তরজাজাতীয় গান, হাফ আখড়াই ৪। ওজন, বোঝা ৫। আর্দ্রতা ও শিথিলতার ভাব ৭। জীবদেহধারী দেবতা ৯। ঘর, কামরা ১০। ভালো বংশ ১১। ' — দৈবের বশে জীবতারা যদি খসে।'

উপর–নীচ

১। আকাশ ২।'পতন অভ্যুদয় — পন্থা' ৩। 'মানসুন্দরী' কবিতায় রবি ঠাকুর কবিতাকে যা বলেছেন ৪। দীপ্তি, আভা ৬। পাকিস্তানের কারাগারে বন্দিদশায় মৃত্যু হয়েছিল নির্দোষ এই 'সিং' ভারতীয় নাগরিকের ৭। খেলবার পাশা ৮। ধীরে–সস্থে, তাড়াহুড়ো না করে ৯। অনাবশ্যক তর্কবিতর্ক।

সমাধান : শব্দবার্তা ৪৩

পাশাপাশি : ১। নুরজাহান ৩। মালা ৫। গোনা ৭। মম ৯। পুণ্য ১০। ঠক্কর ১১। গগনে ১৩। অন্ধ ১৪। তাক ১৬। রদ ১৮। কন্থা ১৯। ঝরাপালক।

উপর–নীচ : ১। নুয়ানো ২। হালুম ৪। লাবণ্য ৬। নামগন্ধ ৮। মঠ ৯। পুরস্কার ১২। নেতা ১৩। অনীক ১৫। কটরা ১৭। দশক।

আলিপুর বার্তার সারকুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৮৯৮১৬৫৭৭৪৩

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – শঙ্কর ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড়** – কল্যাণ রায় ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক** – বাপ্পাদার স্টল ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস, নরেন চক্রবর্তী ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–সজল মন্ডল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত রেলস্টেশন**–কৃষ্ণ কুন্ডু, শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেশন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **কল্যাণী**–গোরা ঘোষ ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**–মহেন্দ্র বুকস্টল/শম্ভুদা ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল, নিরঞ্জন ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**–মর্নিং নিউজ বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**–জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**– খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম পাল ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন ● **ম্যাঙ্কশাল কোর্ট**– রাজনারায়ণ সিং ● **ডালহৌসি এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক** – রমেশ গুপ্তা ● **বর্ধমান** – দীনেশ জৈন ● **শিয়ালদহ** – নন্দগোপাল দাস

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

ট্রেনে কাটা প্রৌঢ় দাঁড়িয়ে দেখলো জনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : রেল লাইন পারাপার হতে গিয়ে রেলে কাটা পড়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু হল। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সকাল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ক্যানিং ষ্টেশনের কাছে। মৃতের নাম কালীপদ হালদার (৫০)। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জীবনতলা থানার মৌখালি গ্রামে বাসিন্দা কালীপদ হালদার ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ যখন আপ লাইন পার হচ্ছিলেন ঠিক তখুনি পাঁচটা কুড়ির আপ শিয়ালদহগামী লোকাল চাপা পড়েন। ট্রেনের চাকায় পড়ে কোমর থেকে পা পর্যন্ত মাংসপিন্ড দলা পাকিয়ে যায়। এই ভাবে জীবিত অবস্থায় দীর্ঘ প্রায় ৪০ মিনিট লাইনে পড়ে থেকে বোতল ধরে জলও খান কালীপদ হালদার। তারপর ক্যানিং ষ্টেশনে খবর গেলে আরপিএফ, জিআরপি যৌথ ভাবে এসে নিজেরাই কালীপদ হালদারকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। কিছুক্ষণের মধ্যেই মারা যান কালীপদবাবু। ভোরবেলা রেলে কাটা ব্যক্তিকে দেখার জন্য শয়ে শয়ে লোক জমায়েত হলেও উদ্ধারের জন্য কেউ এগিয়ে আসেননি। এ ব্যাপারে জিআরপি ও আরপিএফ এর আক্ষেপ যদি জনসাধারণ কৌতুহল না দেখিয়ে কালীপদবাবুকে হাসপাতালে নিয়ে যেতেন তাহলে হয়তো বাঁচানো সম্ভব হত।

তৃণমূলের সংঘর্ষে গ্রেফতার ৬

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ক্যানিং থানার দাঁড়িয়া হাটপুকুরিয়ার কাছে সোমবার তৃণমূলের দুই গোষ্ঠী সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। ঘটনায় যুবতৃণমূল কর্মীদের বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ ওঠে তৃণমূল কর্মীদের বিরুদ্ধে। এমনকি গুলিও চলে বলে অভিযোগ। সংঘর্ষে ছয়জন যুব তৃণমূল কর্মী আহত হন, এদের মধ্যে তিনজন গুলিবিদ্ধ হন। অভিযোগ ওঠে হাটপুকুরিয়ার তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি সিরাজ ঘরামী ও তার অনুগামীদের বিরুদ্ধে। ঘটনার তদন্তে নেমেই সোমবার রাতেই ক্যানিং থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে সিরাজ ঘরামী সহ ছয় জন কে গ্রেফতার করে। ধৃতদের মঙ্গলবার আলিপুর আদালতে তোলা হয়।

সোমবার সন্ধ্যায় এলাকার যুব তৃণমূল নেতা বারিকুল সরদারের নেতৃত্বে একটি বুথ কমিটির মিটিং ছিল। সেই মিটিং শেষে বারিকুল সরদার ও তাঁর লোকজন বাইকে করে ফেরার সময় সিরাজ ও তার দলবল যুব তৃণমূল কংগ্রেসের উপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ। ঘটনায় ছয়জন যুব তৃণমূল কর্মী আহত হন। সোমবার রাতেই তাদের ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে আনা হলে তিনজনের অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় তাদের কলকাতায় পাঠানো হয়। সোমবার রাতে সংঘর্ষে ঘটনায় সিরাজ সহ ২৩ জনের নামে ক্যানিং থানায় অভিযোগ দায়ের করেন যুব তৃণমুল কংগ্রেস কর্মীরা। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে অঞ্চল সভাপতি সিরাজ ঘরামী,আক্রাম সরদার ,রাজু সরদার,হাবিবুল্লা মোল্লা,সিরাজুল ইসলাম ঘরামী,আমিন সরদারদের গ্রেফতার করে ক্যানিং থানার পুলিশ। সোমবার রাতেই একটি গুলি ও সাতটি মোটর বাইক উদ্ধার করেছে পুলিশ।

কিশোরীর দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: গত সোমবার নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে আর ফেরেনি। এই ঘটনায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি হয়। বাসন্তী থানা থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে হোগল নদী। নদীর তীরবর্তী এলাকার রামচন্দ্রখালিতে কিশোরীর বাড়ি। দুবেলা নদীতে মাছ ধরে কষ্টের সংসার চলে ওই তরুণীর। সোমবার রাত দুটো নাগাদ হোগল নদীতে মাছ ধরতে বেরিয়েছিল। বাসন্তীর হোগল সেতুর নিচেই জাল টানছিল। তারপর থেকে খুঁজে না পাওয়া গেলে পরিবারের লোকজন মঙ্গলবার সকালে বাসন্তী থানায় নিখোঁজ অভিযোগ করেন। মঙ্গবার রাতেই নগ্ন অবস্থায় হোগল সেতুর নীচে থেকে উদ্ধার হয় কিশোরীর দেহ। তার শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন ছিল। পরিবারের অভিযোগ মেয়েকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে।

বিষ্ণুপুরে তৃণমূলের মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিজেপি ভারত ছাড়, 'মোদি গদি ছাড়ো' এই আওয়াজে বাখরাহাটের রাস্তা মুখরিত হল গত ২০ আগস্টের বিকেলে।

বিষ্ণুপুর ২ নম্বর ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি চিত্তরঞ্জন কাঁড়ারের নেতৃত্বে কয়েক হাজার মানুষের এক বিশাল মিছিল বিদ্যানগর কলেজ থেকে বাখরাহাট রায়পুর মোড় পর্যন্ত পথ পরিক্রমা করে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণা অনুযায়ী আগস্ট মাস পর্যন্ত বিজেপি ভারত ছাড় আন্দোলন হবে প্রতিটি ব্লকে ব্লকে। সেই কর্মসূচির সফল রূপায়ণ হল বাখরাহাটে। মিছিলে পা মেলালেন তৃণমূল কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা শক্তি মন্ডল, পাথরবেড়িয়া জয়চণ্ডীপুরের প্রধান বিপ্লব ঘোড়ুই, যুব তৃণমূলের ব্লক সভাপতি মজনু শেখ, এলাকার নির্বাচিত সদস্য ও কর্মাধ্যক্ষরাও তৃণমূল কর্মী সমর্থক সাধারণ মানুষ। সাধারণ মানুষের স্বতস্ফূর্ত যোগদানে মিছিলের কলেবর আরও বৃদ্ধি হয়। মিছিলের অগ্রভাগে মাইক ঘোষণায় ছিলেন যুব নেতা লাল্টু পাল।

সিন্ডিকেট ব্যাঙ্ক চকদৌলত শাখার চতুর্থবর্ষ উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ–২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত সিন্ডিকেট ব্যাঙ্কের চকদৌলত শাখা তাদের চতুর্থ বর্ষপূর্তি উদযাপনের আয়োজন করেছিল গত ২৪ আগস্ট। অনুষ্ঠানের বিষয় হিসাবে ছিল চকদৌলত–সাহেবান বাগিচা ও উমেদপুর অবৈতনিক প্রাথমিক

বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ, এলাকার কৃষি ও উদ্যান পালন ব্যবসা সংক্রান্ত ঋণ গ্রাহকদের নিয়ে আলোচনা, এবং নতুন অ্যাকাউন্ট খোলা সম্পর্কে গ্রাহকদের সচেতন করা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেনারেল ম্যানেজার শিবাকুমার খেল, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার এ এস আলগার স্বামী, শাখা প্রবন্ধক মইনুল হক, বজবজ–২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায়, যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক রজতকান্তি বিশ্বাস, কৃষি আধিকারিক শান্তনু পাল প্রমুখ। প্রসঙ্গত গত তিনবছরে সিন্ডিকেট ব্যাঙ্ক সাফল্যের সঙ্গে গ্রাহক পরিষেবা ও ব্যবসা করেছে। ইতিমধ্যেই সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে একটি পুরস্কারও পেয়েছে। নার্শারি এলাকার মানুষদের দাবি তারা নাবার্ডের সব রকম স্কিমের সুযোগ পেতে চান। জিএম এ ব্যাপারে আশ্বাস দিয়েছেন। সভাপতি স্বপন রায় বলেন, কৃষকরা যাতে লোন পেতে হয়রানির শিকার না হন এটা দেখতে হবে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন ব্রাঞ্চের ডেপুটি ম্যানেজার রওসন কুমার যাদব। সভাটি সঞ্চালনা করেন ভাগ্যধর মণ্ডল।

চিকিৎসার ভুলে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা শিশুর

আর্থিক সঙ্কটে নিঃস্ব পরিবার

কল্যাণ রায়চৌধুরী : এটা এক ধরনের ক্যান্সার। যা সাধারণত বাচ্চাদের হয়। আর শরীরে এই রোগটির সম্প্রসারণ ঘটে খুব দ্রুত বলে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকদের মন্তব্য। এহেন দুরারোগ্য অসুখের শিকার উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসতের পান্নাঝিলের বাসিন্দা রাজবীর অধিকারী। যার বর্তমান বয়েস প্রায় চার বছর। রাজবীরের বাবা সুব্রত অধিকারী বলেন, ২০১৬ সালে জ্বর, বমি, পেটব্যাথা নিয়ে মুকুন্দপুরের এক বেসরকারি হাসপাতালে এক শিশু বিশেষজ্ঞের অধীনে ছেলেকে ভর্তি করা হয়। কিন্তু সেখানে প্রাথমিক পর্যায়ে রাজবীরের গ্যাস্ট্রিক আলসারের চিকিৎসা হয়। প্রায় টানা ৬ মাস চিকিৎসার পরেও তার পরিস্থিতির উন্নতির পরিবর্তে ক্রমশ অবনতির দিকে যাওয়ায় এক পরীক্ষায় রাজবীরের পেটে টিউমারের মতো দেখা যায়। এই রিপোর্ট পেয়ে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সুব্রতবাবু জানতে পারেন, এটি আসলে 'নিউরোব্লাস্টোমা।' সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলে তিনি তা স্বীকার করেন। কিন্তু ভুল চিকিৎসার তত্ত্ব তিনি অস্বীকার করেন। তার দাবি, যখন রাজবীরের চিকিৎসা শুরু হয়েছিল তখন নিউরোব্লাস্টোমা ছিলনা। তার মন্তব্য, এই ক্যান্সারটি শরীরে দ্রুত সম্প্রসারণ করে। বেসরকারি এই হাসপাতালে রাজবীরের চিকিৎসার জন্য প্রায় এক লক্ষ টাকা বিল মিটিয়ে তাকে স্থানান্তরিত করে ভর্তি করা হয় রাজারহাটের এক বেসরকারি ক্যান্সার হাসপাতালে। সুব্রতবাবুর অভিযোগ, চিকিৎসার গাফিলতিতে তার দুধের শিশুপুত্রকে আজ মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করতে হচ্ছে। কারণ তার ছেলের অসুখের সূত্রপাত প্রায় বছর দুয়েক আগে। প্রথমে প্রতি মাসে প্রায় তিনবার করে জ্বর আসত। তখন বারাসতের এক চিকিৎসককে দেখানো হলে তিনি জ্বরের চিকিৎসা করেছেন। কিন্তু তাতে আরোগ্য না হওয়ায় তাকে মুকুন্দপুরের ওই বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা করা হয়। বর্তমানে রাজবীরের চিকিৎসা চলছে রাজারহাটের ওই ক্যান্সার হাসপাতালে। এই দু'বছরে ভুল চিকিৎসায় ক্যান্সার পৌঁছেছে যেমন চতুর্থপর্যায়ে, তেমনই সুব্রতবাবুর খরচও হয়ে গিয়েছে প্রায় কয়েক লক্ষ টাকা। ইতিমধ্যে রাজবীরের একটা বড় অপারেশন হয়ে গিয়েছে। ক্যান্সার হাসপাতালের চিকিৎসকরা জানিয়েছেন দ্বিতীয় অপারেশনের আগে দশটি কেমো দিতে হবে। সম্প্রতি তাও শেষ হয়েছে। এখন বাকি দ্বিতীয় অপারেশন। কারণ চিকিৎসকরা

জানিয়েছেন তার শরীরে এখনও অনেকগুলি ক্যান্সার সেল রয়ে গিয়েছে। যা অপারেশনের মাধ্যমে নির্মূল করতে হবে। কিন্তু উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাবে ভারতে এই অপারেশন করা সম্ভব নয়। একারণে সিঙ্গাপুরের একটি হাসপাতালে যোগাযোগ করা হয়েছে। সেখানের চিকিৎসক চন হ্যান এই অপারেশন করবেন বলে রাজবীরের বাবা জানিয়েছেন। যার ব্যয়ভার পড়বে প্রায় পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা। যা তাদের পরিবারের পক্ষে জোগার করা অসম্ভব। কারণ একটি বেসরকারি সংস্থার কর্মী রাজবীরের বাবা। ফলে এই ব্যয়ভার তার কাছে চাঁদ ধরার সামিল। তবে এই দুঃসহ অন্ধকারের মধ্যে সুব্রতবাবুদের পরিবার আশার আলো হিসেবে পাশে পেয়েছে 'সান্নিধ্য' নামে বারাসতেরই একটি সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানকে। এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক শ্যামল সরকার বলেন, 'আমি বিষয়টা জানতে পারি এ বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে। সুব্রতর বাবা গোপীনাথ অধিকারী আমার বাল্যবন্ধু। তাই খবরটা জানার পর একজন পারিবারিক বন্ধু হিসেবে তাদের পাশে দাঁড়াই।' সুব্রতবাবু বলেন, শ্যামলকাকু পাশে থাকার জন্য আমরা যেমন সাহস পাচ্ছি, তেমনই ছেলেকে বাঁচানোর লড়াইটা এতদূর আনতে পেরেছি।' সুব্রত জানান, এই সংগঠন তার ছেলের চিকিৎসার খরচ জোগাড়ে যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তা নজিরবিহীন। জানালেন, শ্যামলবাবুর হাত ধরেই তিনি সাহায্যের জন্য গিয়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রী মদন মিত্রর কাছে। দিন কুড়ি–পঁচিশ আগে ছেলের বিয়ের ব্যস্ততার মধ্যেও মদনবাবু সব কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন এবং সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। গিয়েছেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, বিদ্যুৎমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। শোভনদেব সব শুনে বারাসতের বিধায়কের পক্ষ থেকে একটি শংসাপত্র আনতে বলেন। এই শংসাপত্র আনতে গিয়ে যে তিক্ত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হলেন, তা জানান প্রতিবেদককে। বারাসতের বিধায়ক চিরঞ্জিত চক্রবর্তী মূলত একজন চলচ্চিত্রাভিনেতা। বারসতে তাকে পাওয়া রীতিমত ভাগ্যের ব্যাপার। তবে তার বিধায়কের কার্যালয় দফতরে একজন প্রতিনিধি রাখা আছে তার অবর্তমানে এ সমস্ত শংসাপত্র দেওয়ার জন্যে। কিন্তু সেই শংসাপত্র আনতে গিয়ে সেই প্রতিনিধির দুর্ব্যবহার সহ ব্যাপক হরানির শিকার হতে হয় তাকে। বলেন, 'শেষ পর্যন্ত শংসাপত্রটা পেয়েছি। কিন্তু ক্ষোভ রয়ে গিয়েছে।' ক্ষোভের সঙ্গেই তিনি কয়েকটি প্রশ্ন তুলে ধরেন প্রতিবেদকের কাছে। 'প্রশ্ন— ১) আমার বিধায়ক। তার কাছে পৌঁছতে আমার এত সময় লাগবে কেন? ২) বারাসতের বিধায়ককে প্রয়োজনে বারাসতবাসী পাবে না কেন? ৩) জরুরিকালীন ক্ষেত্রে একটা শংসাপত্রের জন্য তার প্রতিনিধির দুর্ব্যবহার সইতে হবে কেন?' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বিরল নিউরোব্লাস্টোমা ক্যান্সারে একটি প্রায় দুধের শিশু মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যা মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, বিদ্যুৎমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, প্রাক্তন মন্ত্রী মদন মিত্র সহ সর্বোপরি মুখ্যমন্ত্রীর দফতর বিষয়টি যেখানে সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করছে, সেখানে বারাসতের বিধায়কের প্রতিনিধির এহেন আচরণকে সুনজরে দেখছেন না বারাসতের মানুষ বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গিয়েছে। সম্প্রতি বারাসতের আর একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান 'সেবাতীর্থ'র উদ্যোগে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে রবিবার বারাসতের সাংসদ ডা. কাকলি ঘোষ দস্তিদারও রাজবীরের চিকিৎসায় আর্থিক সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন বলে জানা গিয়েছে। রাজবীরের বাবা জানিয়েছেন, রাজবীরকে বাঁচাতে গেলে খুব শীঘ্র এই অপারেশন করা দরকার। কিন্তু এ পর্যন্ত প্রায় ২০–২২ লক্ষ টাকা জোগাড় হয়েছে। আরও প্রায় ২৩–২৪ লক্ষ টাকার দরকার। কিন্তু শেষ পযন্ত কি অপেক্ষা করছে শিশুপুত্র রাজবীরের ভাগ্যে তা এই পরিবারের অজানা।

তৃণমূলের প্রতিবাদী সভায় মানুষের ঢল

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ শহরতলির বাওয়ালিতে বিজেপি জনসভা করার ২৪ ঘন্টার মধ্যেই বজবজ– ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপি ভারত ছাড়ো শীর্ষক প্রতিবাদী জনসভা করল। বাওয়ালি সত্যপীরতলায় এই জনসভায় মানুষের ঢল নেমেছিল। অল্প সময়ের মধ্যে যে এত কর্মী সমর্থক উপস্থিত হবে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব আশা করেননি। এই সভায়

বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অশোক দেব, ব্লক তৃণমূলের সভাপতি জসীমউদ্দিন মল্লিক, সমিতির সভাপতি স্বপন রায়, বজবজ ১ নম্বর ব্লক তৃণমূলের সভাপতি শ্রীমন্ত বৈদ্য, জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়, যুব তৃণমূলের কার্যকরী সভাপতি বুচান বন্দ্যোপাধ্যায়, সভার আহ্বায়ক কানাই সাঁতরা, দেবপ্রসাদ মিত্র প্রমুখ। শ্রীমন্ত বৈদ্য বলেন, দিলীপ ঘোষ বলেছেন আমাকে নাকি তিনি দেখে নেবেন, কিন্তু কেউ যদি আমাকে মারতে চায়, আমরা তাকে গোলাপ ফুল দেব। অশোক দেব বলেন, বিজেপির বিভ্রান্তিতে পা না দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন যজ্ঞে সকলে শামিল হোন। আগামী পঞ্চায়েত ভোটেই প্রমাণ হবে তৃণমূলের সংগঠন কত মজবুত। কানাই সাঁতরা, ডাঃ তরুণ রায়ও তথ্যমূলক বক্তব্য রাখেন। সভা পরিচালনা করেন ব্লক তৃণমূলের সভাপতি তাপস চক্রবর্তী।

আগামী দিনে আমরা ক্ষমতায় আসছি : দিলীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৯ আগস্ট দক্ষিণ শহরতলির নোদাখালি থানার অন্তর্গত বাওয়ালির সত্যপীরতলায় বিজেপি একটি জনসভার আয়োজন করেছিল। বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ, জেলা সভাপতি অভিজিৎ দাস (ববি), রাজ্য মহিলা নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়, জয় বন্দ্যোপাধ্যায় এই জনসভায় উপস্থিত ছিলেন। জেলা সভাপতি বলেন, আগামী দিনে ক্ষমতায় আসবে বিজেপি। বহিরাগত নেতারা এসে বাওয়ালিতে আমাদের কর্মীদের শাসাচ্ছে। আগামী দিনে আমরা দেখে নেব। রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, পুজোর আগেই তৃণমূলের অনেক নেতা জেলে যাবেন। পুলিশদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা নিরপেক্ষভাবে কাজ করুন। কারণ আগামী দিনে আমরা ক্ষমতায় আসছি। তিনি বলেন, সভায় আসার ব্যাপারে আমাকে আটকাবার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু দিলীপ ঘোষকে আটকানো যাবেনা। বৃষ্টিমুখর দিনেও কর্মীদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

জলে নাকাল চুঁচুড়াবাসী

রিম্পি ঘোষ: একটু বৃষ্টিতেই জনবহুল রাস্তাগুলি জলে ভেসে যায়। এমন দৃশ্যই দেখা গেল হুগলি জেলার চুঁচুড়া ষ্টেশন সংলগ্ন মেন রোডে। চুঁচুড়া ষ্টেশনের পাশে এই রাস্তায় রয়েছে অটো ষ্ট্যান্ড। অটো ষ্ট্যান্ড থেকে চুঁচুড়া খাদিনামোড়, ঘড়ির মোড়, রবীন্দ্রনগর, তালডাঙা এই কর্মব্যস্ত

জায়গাগুলিতে রোজই শতাধিক অটো যাতায়াত করে। এর পাশাপাশি এই ষ্টেশন রোড থেকে দিল্লি রোডের দিকে সুগন্ধ্যা, গোটু, আলিনগর, রাজহাট ইত্যাদি স্থানে অটো, বর্ধমান কর্ড লাইনের ধনিয়াখালি যাওয়ার বাস, ধনিয়াখালি পঞ্চায়েত এলাকাভূক্ত পোলবা–দাদপুর যাওয়ার বাস এই পথেই রোজ যাতায়াত যাতায়াত করে। চুঁচুড়া ষ্টেশনের ওপর দিয়ে ব্যান্ডেল মেইন লাইন, বর্ধমান মেইন, কাটোয়া, মেমারি, পান্ডুয়া লাইনের ট্রেন ও দূরপাল্লার বিভিন্ন প্যাসেঞ্জার এবং মেল ট্রেন যাতায়াত করে। দৈনিক লক্ষাধিক মানুষ এই সকল যানবাহন ব্যবহার করে নিজেদের কর্মস্থলে পৌঁছায়। এই কর্মব্যস্ত রাস্তায় অটো, বাস ছাড়াও রিক্সা ও টোটো ষ্ট্যান্ডও রয়েছে।

কিন্তু সামান্য বৃষ্টিতেই এই কর্মব্যস্ত রাস্তায় জল জমে জলে থৈথৈ করে। এই রাস্তা ষ্টেশন রোড থেকে শুরু করে খাদিনামোড়ে চারমাথায় গিয়ে মিশেছে। রাস্তার দুধারে বাজার থেকে শুরু করে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দোকান, ওষুধের দোকান, ডাক্তারখানা সহ শতাধিক দোকান রয়েছে। রয়েছে একটি ক্রীড়া প্রশিক্ষণ ক্লাব, একটি গ্রন্থাগার। এখানে রোজই শতাধিক মানুষ বাজার করতে, জিনিস কেনা – বেচা করতে, ক্লাবে খেলাধূলা করতে ও গ্রন্থাগারে বই পড়তে আসে।

কিন্তু রাস্তায় এইরকম জল জমে থাকায় সাধারণ মানুষের এই রাস্তায় যাতায়াত করাই দায় হয়ে পড়েছে। এই জলমগ্ন রাস্তায় যাতায়াতের অসুবিধার কারনে অনেক সময় সাধারণ মানুষ প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে রেল লাইন পারাপার করেন। এতে যে কোন মুহুর্তে ট্রেন দূর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার আশংকা দেখা দেয়। এই জলমগ্ন রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়েই বিভিন্ন ছোট ছোট ব্যবসায়ী ঠেলাগাড়িতে জিনিস রেখে দিয়েছেন। তাঁদের আক্ষেপ যে বছরের পর বছর বৃষ্টিতে এই অবস্থাই হয় এই জায়গার। এই জায়গার অবস্থার কোন পরিবর্তন নেই। বৃষ্টিতে এই দুর্ভোগ তাঁদের নিত্যসঙ্গী হয়ে গেছে।

অভিযোগে জেরবার বিধায়ক

অভিজিৎ ঘোষদস্তিদার: রাজপুর সোনারপুর পুরসভার অধীনে ৩৫টি ওয়ার্ড। এলাকার বিভিন্ন সমস্যা ও উন্নয়ন নিয়ে মানুষের ক্ষোভ বেড়েই চলেছে দিনকে দিন। সেই কারণে সরাসরি অভিযোগ করার জন্য প্রথম দরবার চালু করলেন ৩৩ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বিশ্বজিৎ দে। উপস্থিত ছিলেন সোনারপুর উত্তরের বিধায়ক ফিরদৌসী বেগম, সোনারপুর থানার আইসি পরেশ চন্দ্র রায় ও রাজপুর–সোনারপুরের পুরপ্রধান পরিষদ সদস্য নজরুল আলী মন্ডল। সভা শুরু হয় সকাল ১০ টায়। এলাকার মানুষের হাতে মাইক্রোফোন দিতে এক ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে বলেন আমাদের রাস্তাঘাটের অবস্থা খুবই খারাপ, এখনো পিচ হয়নি, এখানে অটো স্ট্যান্ডে রাতের বেলায় অটোতে বসে বিভিন্নরকম নেশা করে। আর একজন অভিযোগ করেন জলের সমস্যা নিয়ে। তার উত্তরে বিধায়ক জানান, আমরু প্রকল্পে আমরা টাকা পেয়েছি আপনাদের চিন্তার কারণ নেই, বহু জায়গায় পাইপ লাইন বসছে, বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছে যাবে। অভিযোগকারী অশোকরঞ্জন জানা বলেন, ড্রেনে নোংরা জল জমে পরিস্কার করা হয় না, দুর্গন্ধতে আমরা টিকতে পারি না।

বোড়াল

এরপর অন্য একজন বলেন, মল্লিকপাড়ায় জল জমে থাকায় ঘরে ঢুকতে পারিনা সেখানে আউটলেট নেই। পরের জন বলে–স্বস্তিকা অ্যাপার্টমেন্টের সামনে মাছের বাজার বসায় প্লাসটিক ভর্তি হয়ে যায়, দুর্গন্ধে ফ্ল্যাটের টেকা যায় না। কাউন্সিলর বিশ্বজিৎ বলে আমরা ওটাকে সরিয়ে দেবো ৭ দিনের মধ্যে। এরপর আর এক জন বিধায়কের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে বলেন– আপনি নির্বাচনের আগে এসে কথা দিয়ে গিয়েছিলেন লাইট পোস্ট লাগিয়ে দেবো এরপর ৩০ মাস হয়ে গেলো লাইটপোস্ট এখনো আসলো না। এড়িয়ে গিয়ে বিধায়ক বলেন, এখানে কোনও জলের নিকাশি ব্যবস্থা নেই, নলগড়া ও হেগলপুড়িয়া থেকে জল বার হবে। কিন্তু একটা সমস্যা হয়েছে এই জলকে বার করতে গেলে ওখানে একটা মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে সেই জমির উপর দিয়ে জলের পাইপ নিয়ে গিয়ে নিকাশি ব্যবস্থা করতে হবে, তাই আলোচনা চলছে। আইসি পরেশ বাবু বলেন, আপনারা এলাকায় মদ, জুয়া ও গাজা বা চুরি যা কিছু হোক না কেন আমাকে ফোন করলেই আমি ব্যবস্থা নেব, আপনাদের নাম গোপন থাকবে। কিন্তু কেউ ভুল খবর দিলে আমি তদন্ত করে তাকে আমি গ্রেপ্তার করবো। এরপর আরো অনেক অভিযোগ ছিলো মানুষের। যেমন ছাত্র ছাত্রী ও অফিস যাত্রীদের যাতায়াতের জন্য অটো একমাত্র ভরসা, বাস চলছিলো কিন্তু সেটি বন্ধ হয়ে যায়। এ থেকে বোঝা যায় এলাকার মানুষের প্রচুর ক্ষোভ রয়েছে উন্নয়ন নিয়ে।

ভক্তসমাগমে তারাপীঠে কৌশিকী অমাবস্যা

অভীক মিত্র, তারাপীঠ : রবিবার ২০ই আগস্ট রাত্রি ১:৫১ থেকে সোমবার ২১শে আগস্ট রাত্রি ০০:০৯ পর্যন্ত চলে কৌশিকী অমাবস্যা। অন্য অমাবস্যার থেকে একটু আলাদা ভাদ্রমাসের 'কৌশিকী অমাবস্যা'। কথিত আছে, আজকের দিনে কঠিন ও গুহ্য সাধনা করলে আশাতীত ফল পাওয়া যায়। সাধক কুন্ডলিনী চক্রকে জয় করতে পারে। আজকের রাতকে বলা হয় 'তারা রাত্রি'। এক বিশেষ লগ্নে স্বর্গ ও নরকের দ্বার মুহূর্তের জন্য খুলে যায়। সাধক নিজ ইচ্ছায় নিজের সাধনার মধ্যে ধনাত্মক, ঋণাত্মক শক্তি আতস্থ করে সিদ্ধিলাভ করেন। ১২৭৪ খ্রিস্টাব্দে কৌশিকী অমাবস্যায় তারাপীঠ মহাশ্মশানে শ্বেত শিমূল বৃক্ষের তলায় বামাক্ষ্যাপা সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। কথিত আছে যে, পুরাকালে শুম্ভ ও নিশুম্ভ সাধনা করে ব্রহ্মাকে তুষ্ট করায় ব্রহ্মা বর দেন কোনো পুরুষ তাদের বধ করতে পারবে না। তাদের এমন এক নারী বধ করবে যার জন্ম মাতৃগর্ভ থেকে। অসুরী ভাইদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ দেবতারা যৌথভাবে ডাকলেন করুণ আর্তি নিয়ে – 'কালিকা তুমি ওদের রক্ষা করো ।' কালী ডাক শুনে পার্বতী ক্রোধিত, অপমানিত ও ক্ষুব্ধ হয়ে কঠিন তপস্যায় বসলেন মানস সরোবরে। তপস্যার সময় ঠান্ডা মানস সরোবরের জলে স্নান করে নিজের দেহের সব কৌশিকা ত্যাগ করেন এবং পূর্ণিমা চাঁদের মতো গাত্র বর্ণ ধারণ করেন । তাই কালো কৌশিকাগুলি থাকে সৃষ্টি হয় এক অপূর্ব সুন্দর কৃষ্ণবর্ণ দেবীর, নাম 'কৌশিকী'। এই তিথিতে শুম্ভ ও নিশুম্ভকে বধ করা হয়। তাই নাম 'কৌশিকী অমাবস্যা'। কথিত আছে, আজকের দিনে মর্তলোকে দেবী তারা আর্বিভূতা হন। সাধক বামাক্ষ্যাপা পঞ্চমুন্ডির আসনে বসে সিদ্ধিলাভ করেন। তারা দেবীকে বজ্রাযানে 'নীল সরস্বতী' বলা হয়। বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের মানুষ ভক্তি ভরে পুজো দেন। তারা মায়ের ইচ্ছায় মনোস্কামনা পূর্ণ হয় বলে প্রতি বছর উত্তরোত্তর ভক্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সে উপলক্ষ্যে বাসানো হয়েছিল ছয়টি ওয়াচ টাওয়ার, মন্দির চত্বরে লাগানো হয়েছে সিসিটিভি,

নির্মাণ হয়েছিল সার্চলাইট, মনসুবা মোড় থেকে তারাপীঠ মন্দির পর্যন্ত প্রায় তিন কিমি রাস্তায় লাগানো হয়েছিল পর্যাপ্ত আলো। ১৭ আগস্ট থেকে রামপুরহাট স্টেশনে বিশেষ ক্যাম্প করছিল জিআরপিএফ ও আরপিএফ। ২০ আগস্ট 'কৌশিকী অমাবস্যা'র পূণ্যলগ্নে রামপুরহাট বিজেপি যুব মোর্চার প্রতিনিধি চিন্ডু বীরবীংশীর নেতৃত্বে রামপুরহাট স্টেশনে বিজেপি স্টল থেকে সমস্ত আগত তারা মায়ের ভক্তদের ঠান্ডা জল, সরবত, চা, বিস্কুট প্রদান করা হয় । উত্তরবঙ্গে বন্যা দুগর্তদের মঙ্গল কামনায় পুজো করে সেবাইতরা।

উত্তরবঙ্গে বন্যার জেরে বাতিল ছিল একাধিক দূরপাল্লার ট্রেন। তারই প্রভাব পড়েছিল এবারের কৌশিকী অমাবস্যায় তাই ভক্তসমাগম কিছু কম।

২০ আগস্ট রামপুরহাট স্টেশন থেকে তারাপীঠ মন্দিরে পুজো দিতে যাবার সময় বোলোরো গাড়ির সঙ্গে অটোর ধাক্কায় উল্টে যায় অটো মারা যায় রামপুরহাটের কসাইপাড়ার অটোচালক সাফরা শেখ। জখম হয় সাত ভক্ত। তারা কলকাতার শোভাবাজারের বাসিন্দা। আহতরা সকলেই রামপুরহাট মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এছাড়াও ২১ আগস্ট সকালে রামপুরহাট মনসুবা মোড়ে ট্রেকারে স্টেশনে আসার পথে ট্রাক্টরের সঙ্গে সংঘর্ষে উল্টে যায় ট্রেকারটি। দুর্ঘটনায় মারা যায় হারাধন সাঁতরা এবং আহত ৩ জন মহিলা সহ ১২ জন রামপুরহাট মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মৃত এবং আহত সকলেই বর্ধমানের করজ গ্রামের বাসিন্দা।

২১ আগস্ট দ্বারকা ব্রিজের নীচ থেকে এক অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের মৃতদেহ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। যুবকের পরিচয় জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। পথ দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছে দুইজন এবং আহতদের চিকিৎসা চলছে রামপুরহাট মহকুমা হাসপাতালে। কিছু বিক্ষিপ্ত দুর্ঘটনা ছাড়া নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হলো তারাপীঠে 'কৌশিকী অমাবস্যা'।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫১ বর্ষ, ৪৪ সংখ্যা, ২৬ আগস্ট – ১ সেপ্টেম্বর , ২০১৭

যুগপৎ সুপ্রিম সিদ্ধান্ত

তিন ত্বলাক নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের উপর্যুপরি পরেই আবার সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকার হরণ নিয়ে শীর্ষ আদালতের রায়। সব মিলিয়ে এই সপ্তাহটা স্মরণীয় হয়ে থাকবে সুপ্রিম সিদ্ধান্তের জন্য। বিশেষ করে তিন ত্বলাক নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট যে পর্যবেক্ষণ করেছে ও নিপীড়িত মহিলাদের সুরক্ষার্থে যে প্রতিবিধান দিয়েছে দলমতনির্বিশেষে সকলেই তাকে স্বাগত জানিয়েছে। আক্ষেপের বিষয় হল পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এই বিষয় কোনও মতামত দেননি। যিনি সব ব্যাপারে ফেসবুক–ট্যুইটার ইত্যাদি সোশ্যাল সাইটের মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া দেন, ভালো–মন্দ মতামত তুলে ধরেন তাঁর এই নীরবতা বিস্ময়কর তো বটেই। দীর্ঘদিন ধরে তিনবার ত্বলাক বলার মাধ্যমে স্ত্রীকে ডিভোর্স করার যে প্রথা চলে আসছিল তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল মুসলিম রমণীরা। এক শ্রেণির পুরুষের এই চাপিয়ে দেওয়া নিয়ম তাঁদের জীবনে সাঁড়াশির মতো নেমে এসেছিল। এই বদ্ধ সমাজ ব্যবস্থা থেকে তাঁরা যে মুক্তি চান তার বড়রকমের বহিপ্রকাশ ঘটেছিল গত উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে। বস্তুত ওই ভোটে বিজেপির এই বিশাল নিরঙ্কুশ জয়ের পিছনে মুসলিম রমণীদের বড়সড় সমর্থন ছিল বলে মনে করে রাজনৈতিক মহল। এটা তো আর ভোটের গিমিক দিয়ে মন জয় করা নয়।

দীর্ঘদিন ধরে উপেক্ষিত একটি অংশকে ন্যায়াধিকার প্রদানই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। এ নিয়ে শীর্ষ আদালতে গিয়েছিল বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারই। শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টের রায়ে তার ওপর শিলমোহর চাপল। সত্যি কথা বলতে শুধু ধর্মের নামে এভাবে মহিলাদের ওপর এধরনের বঞ্চনা মধ্যযুগকেও হার মানায়। এদিক থেকে কেন্দ্রীয় সরকার পদক্ষেপ করে ও সুপ্রিম কোর্ট তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিয়ে সঠিক কাজই করেছে। তবে এই রায়ের মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু বল ঠেলেছে কেন্দ্রের দিকেই। আগামী ৬ মাসের মধ্যে নরেন্দ্র মোদী সরকারকে তিন ত্বলাক নিয়ে একটি গ্রহণযোগ্য আইন সংশোধনীর মাধ্যমে তুলে ধরতে হবে। এর জন্য অনেক রাজনৈতিক প্রতিকূলতা ও ঝুঁকির মধ্যে দিয়ে এগোতে হবে সরকারকে। তবে মুসলিম রমনীদের বাইরে হিন্দু ও অন্যান্য মহিলাদের স্বাধিকারের ব্যাপারেও মনোযোগী হতে হবে এই সরকারকে। ধর্মের নামে না হোক অনেক জায়গাতে এখনও মহিলাদের চরম অনাদর ও অসম্মানের মধ্যে দিয়ে চলতে হয়। এদিকেও সমান তৎপর হতে হবে সরকারকে। এর পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্টের অপর যে সিদ্ধান্ত তারিফ কুড়িয়েছে তা হল অহেতুক মানুষের মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করা যাবে না। বে–আব্রু করা যাবে না মানুষের যাবতীয় তথ্যাবলী। সেজন্য সব ক্ষেত্রে আধার চাপিয়ে দেওয়ার কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত চাপে পড়তে পারে।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

ধীরে গৃহস্থ ব্যক্তি সত্য মৃদু প্রিয় ও হিতকর বাক্য বলিবেন। তিনি নিজের যশ খ্যাপন করিবেন না এবং পরনিন্দা পরিত্যাগ করিবেন।

জলাশয়াশ্চ বৃক্ষাশ্চ বিশ্রামগৃহমধ্বনি।

সেতুঃ প্রতিষ্ঠিতো যেন তেন লোকত্রয়ং জিতম।।

যে ব্যক্তি জলাশয় খনন, বৃক্ষরোপণ, পথিমধ্যে বিশ্রাম–গৃহ ও সেতু নির্মাণ করিয়া সাধারণের জন্য উৎসর্গ করেন, তিনি ত্রিভুবন জয় করিয়া থাকেন। বড় বড় যোগিগণ যে পদ প্রাপ্ত হন, তিনিও এই সকল কর্ম করিয়া সেই পদলাভের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন।

ইহাই কর্মযোগের এক অংশ গৃহস্থের কর্তব্য ও কাজকর্ম। উক্ত তন্ত্রগ্রন্থেই আর কিছু পরে অপর একটি শ্লোক দৃষ্ট হয়ঃ

ন বিভেতি রণাদ যো বৈ সংগ্রামেহপ্যপরাঙ্মুখঃ।

ধর্মযুদ্ধে মৃতো বাপি তেন লোকত্রয়ং জিতম।।

যিনি যুদ্ধে ভয় পান না, যিনি সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ বা যিনি ধর্মযুদ্ধে মৃত হন, তিনি ত্রিভুবন জয় করেন। যদি স্বদেশের বা স্বধর্মের জন্য যুদ্ধ করিয়া

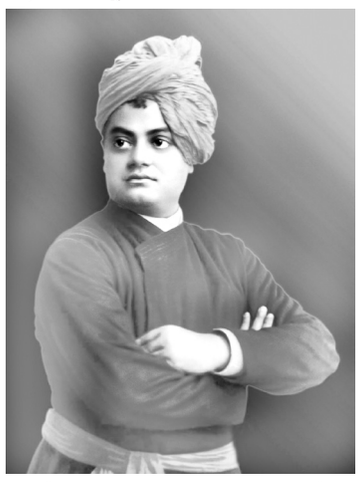

গৃহস্থের মৃত্যু হয়– যোগিগণ ধ্যানের দ্বারা যে পদ লাভ করেন, তিনিও সেই পদ লাভ করিয়া থাকেন। ইহাতে স্পষ্ট দেখাইতেছে যে, একজনের পক্ষে যাহা কর্তব্য, অপরের পক্ষে তাহা কর্তব্য নয়, পরন্তু শাস্ত্র কোনটিকেই হীন বা উন্নত বলিতেছেন না। বিভিন্ন দেশ–কাল–পাত্রে বিভিন্ন কর্তব্য রহিয়াছে এবং আমরা যে অবস্থায় রহিয়াছি, আমাদিগকে তদপযোগী কর্তব্য পালন করিতে হইবে।

এই সমুদয় আলোচনা হইতে এই একটি ভাব পাওয়া যাইতেছে যে, দুর্বলতামাত্রই সর্বথা ঘৃণা ও পরিত্যাজ্য। আমাদের দর্শন, ধর্ম বা কর্মের ভিতর–আমাদের সমুদয় শাস্ত্রীয় শিক্ষার ভিতর–এই বিশেষ ভাবটি আমি খুব পছন্দ করি। যদি তোমরা বেদ পাঠ কর, দেখিবে–তাহাতে 'অভয়' শব্দটি বার বার উক্ত হইয়াছে। কোন কিছুকেই ভয় করিও না ভয় দুর্বলতার চিহ্ন। এই দুর্বলতাই মানুষকে ভগবানের পথ হইতে বিচ্যুত করিয়া নানা পাপকর্মে টানিয়া লয়। সুতরাং জগতের ঘৃণা ও উপহাসের দিকে আদৌ লক্ষ্য না রাখিয়া অকুতোভয়ে নিজ কর্তব্য করিয়া যাইতে হইবে।

ফেসবুক বার্তা

সেই রিফিউজিদের মনে করিয়ে দিল ফেসবুক।

ব্যথার স্থানে মলম না লাগালে উপশম হয় কি?

নির্মল গোস্বামী

ধন্যবাদ রাজ্যের রাজ্যপাল মহাশয়কে। কারণ তিনি যদি ফোনে মুখ্যমন্ত্রীকে (মুখ্যমন্ত্রীয় বয়ান অনুযায়ী) ধমক না দিতেন তাহলে বোধ হয় ধূলাগড় সহ অন্যান্য ঘটনার মতো বাদুড়িয়া–বসিরহাটের ঘটনার কথাও কেউ জানতে পারতাম না। কারণ রাজ্যপালের ফোন কান্ডের পর্বে দুদিন অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল। স্থানীয় বা বহিরাগত একটি গোষ্ঠীর উন্মত্ত জনতার তান্ডব ঘটে গিয়েছে, থানা ঘেরাও করে শত শত মানুষ বসে আছে। বাড়ি ভাঙচুর হয়ে গিয়েছে আর যা যা ঘটার সম্ভাবনা থাকে তা সবই ঘটে গিয়েছে। আমরা ১০০ কিমি দূরের লোকেরা তার কিছুই জানতে পারিনি। মুখ্যমন্ত্রী পূর্বের ঘটনার মতো পরে বোধহয় অস্বীকার করতেন যে কিছুই ঘটেনি বা ছোট ঘটনা কিংবা সাজানো ঘটনা।

ধন্য বঙ্গের এক শ্রেণির মিডিয়া। তারা চোখে কানে ঠুলি গুঁজে বসে আছে। কারণ খবর প্রচার না করে তারা মনে করেছে মহান কর্তব্য পালন করেছে। যুক্তি সরাসরি প্রচার করলে আঁচ অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে পড়তে পারত। তাই তারা ব্ল্যাক আউট করেছে। কিন্তু এই করে কি পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িক গোলযোগ আটকানো যাচ্ছে? উত্তেজক খবর ঠিকই পৌঁছে যাচ্ছে। বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে। ক্যানিং–এর খবর প্রচার হয়নি, কিন্তু তারপর ধূলাগড়ের খবর প্রচারিত হয়নি। কিন্তু বসিরহাটে হল। এমনি ভাবে পশ্চিমবঙ্গ জুড়েই প্রতিনিয়ত কোথাও না কোথাও ঝামেলা হয়েই যাচ্ছে তার খবর প্রকাশিত হয়নি। খবর প্রকাশ হোক বা না হোক ঘটনা স্রোত বন্ধ হয়নি এবং যতই শান্তি সম্প্রীতির বাণী প্রচারিত হোক দাঙ্গা বন্ধ হবে না। কারণ সমাজে যখন উপাদান মজুত থাকে তখন তার কার্যকারিতাও থাকবে।

বসিরহাট ঘটনায় নাকি বিস্ফোরকের কাজ করেছে একটি ১৮ বছরের কম বয়সী ছেলের ফেসবুক পোস্ট। একটি বিশেষ ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত লাগে। সেজন্য দেশের আইনে তার বিচার হবে। শাস্তি হবে। তার জন্য অন্য সম্প্রদায়ের শত বাড়ি ভাঙচুর, লুঠ করতে হবে? আগুন লাগাতে হবে কেন? এই প্রশ্নটা উহ্যই থেকে যাচ্ছে। আমাদের সরকার মিডিয়া–রাজনৈতিক দলগুলো কেউ সমস্যার শিকড়ে পৌঁছাতে চাইছে না। আরএসএস সহ হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের উসকানিতেই নাকি এই সব হচ্ছে। তাহলে খুব স্বাভাবিক ভাবেই কেন তা প্রচারের আলোয় আনছে না সরকার? কারা বাংলার সম্প্রীতি নষ্ট করছে তা দেশের মানুষ দেখুক। ক্যানিংয়ের বাড়ি ভাঙচুরের ঘটনা প্রকাশে আপত্তি কেন? হাওড়ায় প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর জিজ্ঞাসায় জানা গেল সরকার ৩৫০টা বাড়ি তৈরি করে দিয়েছে ধূলাগড়ে। অথচ আগে ঘটনার কথা অস্বীকার করেছে সরকার। সরকারের গোপনীয়তাই জনমনে সন্দেহের সৃষ্টি করছে। আসল ঘটনা চাপা দেওয়ার প্রয়াস সর্বত্র। সব কিছু দেখে শুনে মনে হয় যেন সর্বত্র একটা চাপা ভীতি কাজ করছে। একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের নাম কেউ মুখে আনতে চাইছে না। সে যত বড় ধর্মনিরপেক্ষ সমালোচক হবে যে ওই শব্দটা উচ্চারণ না করবে। রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রেও নেতাদের ক্ষেত্রেও এ জিনিস ঘটে চলেছে। কিন্তু হিন্দু সংগঠনের নাম জিভের ডগায় সব সময় মজুত থাকে। প্রকৃত সমস্যাকে যত এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে তত সমস্যা বাড়বে। আর বাড়ছেও তাই। এক শ্রেণির দুষ্কৃতীরা উৎসাহিত হচ্ছে। সাহস পাচ্ছে। হিংসা মানুষের মনে থাকে। বাস্তবের কোনও ইন্ধন পেলে তা দ্বিগুণ হয়ে ফেটে পড়ে। এখানে যার মনে হিংসা ছিল তার কোন দোষ নেই। নেকড়ে, বাঘের ভেড়াকে খাওয়ার জন্য যে কোনও অজুহাতই যথেষ্ট। এখানেও তাই যারা ধর্মের নামে উগ্রতাকে মনে মনে লালন করে তারা সুযোগের অপেক্ষায় থাকে মাত্র।

মাসখানেক আগের ঘটনা বজবজ ২ নং ব্লকের চকেটবাটি গ্রামের ঘটনা। গ্রামের শীতলা পুজো হয় প্রতি বছর। এ বছরও প্রতিমা নিয়ে মাইক বাজাতে বাজাতে মিছিল করে যাচ্ছে গ্রামবাসী। পথের কিছু অংশ বিশেষ গোষ্ঠী অধ্যুষিত। জনৈক নেতার নির্দেশে একদল উন্মত্ত যুবক মাইক বাজিয়ে যাচ্ছে কেন এই অজুহাতে ঝামেলা পাকালো। মাইক ফেলে দিয়ে প্রতিমা ভেঙে দিল। উভয় পক্ষের দুজন আহত হল। থানায় মিটমাট হল। এ খবর কিন্তু প্রচারিত হয়নি।

আর এই বিদ্বেষী মানসিকতা আবহমানকাল ধরে চলে আসছে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এ দেশে বিভিন্ন বহিরাগত যোদ্ধারা এসেছে। লুঠ করেছে, ধর্ষণ করেছে, উপাসনাস্থল ভেঙেছে, আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। এর জন্য কি কোনও প্ররোচনার প্রয়োজন হয়ে ছিল। রাজারা বাহুবল হতে দেশ জয় করতেই পারে। কিন্তু অন্য ধর্মের প্রতি কত ঘৃণা বা অবজ্ঞা থাকলে তবে উপাসনাস্থল ধ্বংস করে। সেখানকার সম্পদ লুঠ করে। কিন্তু এ সব কাজে পরধর্ম সহিষ্ণুতার প্রকাশ পায় কি? সব ইতিহাস বলতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে। ঔরঙ্গজেব ভারতে স্থায়ী শাসন কায়েম করেন। ইতিহাসে মুঘল সম্রাটদের মধ্যে তিনিই ছিলে একনিষ্ঠ ইসলাম। কোরান নির্দেশিত পথেই তিনি জীবন অতিবাহিত করতেন। তাহলে তিনিই যখন অন্য ধর্মালম্বীদের ওপর আক্রমণ চালালেন কেউ সমালোচনা করে বলেনি যে এটা সম্রাট কোরান বিরোধী কাজ করছেন। তিনি তো ধর্মপ্রাণ মুসলমান ছিলেন। ধর্মগুরুরা তাকে অন্য ধর্মের প্রতি অত্যাচার করা থেকে বিরত করলেন না কেন?

ফলে যুদ্ধ, রক্তপাত, অগ্নিসংযোগ, লুঠ এই সবই ইসলাম আগ্রাসনের সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছে। ভারতে আদিবাসীরা বসবাস করে। তাদের ভাষা ধর্ম আলাদা। তাদের সঙ্গে তো শত শত বছরেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনা ঘটেনি? ভারতে অনেক ধর্ম সম্প্রদায় বাস করে। কোন সম্প্রদায় বিক্ষোভ দেখায় পাকিস্তানের ঝান্ডা নিয়ে? বরকতির মতো ধর্মগুরু সাংবাদিক ডেকে বলতে পারে যে আমাদের আলাদা দেশ ভাগ করে দাও। তাহলে তারা মনে মনে কেমন জাতীয়তার চর্চা করে এ দেশকে কি সত্যিই নিজের দেশ মনে করে পাশের দেশ থেকে এসে আমাদের নাগরিকদের ঘরবাড়ি পোড়াচ্ছে, লুণ্ঠন করছে, থানা জ্বালাচ্ছে, পুলিশ মারছে, তাহলে মনে তাদের কত হিংসা জমে আছে ভারতের প্রতি। এই যে মনে পুঞ্জিভূত হিংসা জমে আছে এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে সব রাজনৈতিক দল ও প্রশাসনকে, তবেই শান্তি আসবে। এই হিংসার কোনও উল্লেখ থাকবে না, এই হিংসার বিরুদ্ধচারণ করব না, কারও নাম মুখে নেব না, শুধু সংঘ পরিবারকে গালাগাল দিয়ে সম্প্রীতি আসবে না। উত্তর প্রদেশের সপা নেতা আজম খান হুমকি দিয়ে বলেন, যে একবার ২৪ ঘন্টার জন্য পুলিশ প্রশাসন তুলে নিক, তারপর আমরা বুঝে নেব। এ কথার মানে কি? অন্য কোন সংগঠনের নেতা কোন দিন কি এই দাবি করেছে? করে নি। কারণ তারা জানে এটাই আমাদের দেশ, সকলেই আমাদের প্রতিবেশি। কারও প্রতি বিশেষ হিংসা বা বিদ্বেষ মনে জমা হয়ে নেই।

ভারতের কোনও অংশ থেকে কি লাখ লাখ মুসলিম বিতাড়িত হয়েছে কোনও দিন? হয় নি। কিন্তু স্বাধীন ভারতে কাশ্মীর থেকে তিননাথ ঠাকুর সম্প্রদায়কে ভিটেমাটি ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে— থানা, প্রশাসন, আদালত, সংবিধান কেউ কিছু করতে পারেনি। কাশ্মীরি বিচ্ছিন্নতাবাদীরা বলেছে আমাদের লড়াই ইসলাম প্রতিষ্ঠার লড়াই। এরপর যারা প্রকৃত সত্য চেপে রাজনীতির লাভ কষতে ব্যস্ত সেই সব নেতারা ভবিষ্যৎ ভারতের ললাট লিখনটা ঠিক বুঝতে পরছেন না। যখন বুঝবেন বড় দেরি হয়ে যাবে। এবং কী মূল্য চোকাতে হবে তারজন্য তা ভবিষ্যৎই বলবে।

গার্হস্থ্য হিংসা প্রতিরোধ আইন কি এবং কেন?

ড. কেশব চন্দ্র মণ্ডল

ভারতবর্ষ একটি সামন্ততান্ত্রিক দেশ। গ্রাম–প্রধান ভারতবর্ষের সমাজব্যবস্থা এখনও পিতৃতান্ত্রিক। পরিবারে উপার্জনশীল পুরুষের দাপট এখনও বিদ্যমান। সমাজে নারী আজও কেবল 'ভোগের বস্তু' হিসাবে গণ্য হয়। ভারতবর্ষের সংবিধানে সমানাধিকার ও সমতার নীতি স্পষ্ট অক্ষরে লেখা থাকলেও তা কেবলমাত্র সমাজের বিত্তবান, শিক্ষিত ও শহুরে মুষ্টিমেয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। নারী আজও গৃহবন্দিনী। সে শিক্ষা, রাজনীতি ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুরুষের চেয়ে বহু যোজন পিছিয়ে, সংবিধানের ৭৩ ও ৭৪তম সংশোধনের মাধ্যমে ত্রি–স্তরীয় পঞ্চায়েত ও পুরসভাগুলিতে নারীদের জন্য এক–তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণ করা হলেও তা কেবলই 'বিধিবদ্ধ' স্তরেই সীমাবদ্ধ; নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন বাস্তব রূপ লাভ করেনি। মহিলা সংরক্ষণ বিল গত দুই দশকের বেশি সময় ধরে কংগ্রেস–সিপিএম জোট থেকে বিজেপি সরকারের আমল পর্যন্ত সংসদের এক কক্ষ থেকে আর এক কক্ষে দোল খাচ্ছে। অথচ রাজনীতির পুরুষ কারাবারীরা মুখে বড় বড় বুলি উড়িয়ে চলেছেন। দেশবাসীকে বোকা বানানোর সুকৌশলে বাধা পড়েছে শিক্ষিত ভারতবাসীর বিবেকবোধ ও চেতনাশক্তি।

যাই হোক, সমাজে নারী নির্যাতন, বধূ হত্যা, ইভ টিজিং, নারী পাচার ও রাস্তাঘাটে, অফিসে এমনকি গৃহ পরিবেশেও প্রত্যহ নারীর সম্ভ্রম হানি ঘটে চলেছে। ঘরে–বাইরে কটুক্তি, গালাগালি, প্রহার, বঞ্চনা, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত হাড়ভাঙা খাটুনি যেন নারীর ভাগ্য লিখন। আর কর্মরতা মহিলাদের তো সমস্যা আরও প্রকট। তাঁকে তিন ধরনের দায়িত্ব–কর্তব্যের মধ্যে দিনপাত করতে হয়। এগুলি হল প্রোডাকটিভ ওয়ার্ক, রিপ্রোডাটিভ ওয়ার্ক ও পারিবারিক দায়িত্ব– যেমন স্বামী–সন্তানের যত্ন করা, বৃদ্ধ শ্বশুর–শাশুড়ির যত্ন করা, কাপড় কাচা, বাসন মাজা, ঘর মোছা, বাথরুম পরিষ্কার করা, ঝুল ঝাড়া, খাবার বানানো, খাবার বানানো, খাবার দেওয়া, এঁটো পরিষ্কার করা— আরও কত কি? তার উপর রান্না ভালো না হলে, চায়ে চিনি কম হলে, খেতে দিতে দেরি হলে, পাড়া বেড়িয়ে বাড়ি আসতে দেরি হলে, পয়সা চাইলে, বাপের বাড়ি যেতে চাইলে, স্বামীর মুড বুঝে কথা না কইলে প্রহার জোটে মহিলাদের কপালে। স্বামীর সেবা বা যত্ন আত্তির অভাব ও শ্বশুড়–শাশুড়ির সেবা যত্নের ঘাটতি হলে তো আর কথাই নেই। সরাসরি ভিটে ছাড়া হতে হত। তার উপর রয়েছে স্বামীর যথেচ্ছাচার যেমন শালী বা বান্ধবীদের নিয়ে ঘোরা, রাত্রে বাড়ি না ফেরা, জুয়ো খেলা, মদ্যপান করা, দীঘা–পুরীতে বেড়াতে যাওয়া–আরও কত কী? এসব মুখ বুঝে সহ্য করতে হয় নারীকে।

অপরদিকে শিক্ষার ক্রমবিস্তার নারীর মনে ধীরে ধীরে এনে দেয় প্রতিবাদের ভাষা। আর তা থেকেই বাড়ে বিপত্তি। শুরু হয় 'তিন তালাকের মতো নিষ্ঠুর বিবাহ বিচ্ছেদ; হিন্দু মহিলাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয় বাপের বাড়িতে; তাদের অনাহারে রাখা হয়, সোনা–গয়না কেড়ে নেওয়া হয়— বাড়তে থাকে অত্যাচারের মাত্রা ও পরিমাণ এবং পদ্ধতিও। এই সংকটজনক অবস্থা থেকে নারীকে রক্ষা করবার জন্য ২০০৫ সালে প্রণীত হয় 'দ্য প্রোটেকশন অব উইমেন ফ্রম ডোমেসটিক ভায়োলেন্স অ্যাক্ট' এবার দেখা যাক এই আইনের মাধ্যমে কিভাবে মহিলাদের গার্হস্থ্য হিংসা থেকে রক্ষা করা হয়েছে। প্রথমে আসব গার্হস্থ্য হিংসা বলতে কি বোঝায় তা জানব।

ন্যাশনাল কোয়ালিশন এগেইনস্ট ডোমেসটিক ভায়োলেন্স–এর মতে, ''গার্হস্থ্য হিংসা হল একজন অন্তরঙ্গ সঙ্গী বা পারিবারিক সদস্য অথবা অতি পরিচিত ব্যক্তি কর্তৃক অপর সঙ্গী, নিকটজন বা ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে ভীতিপ্রদর্শন, শারীরিক নির্যাতন, মারধর, কটুক্তি, যৌন অত্যাচার, অথবা অমর্যাদাকর আচরণ, যেটা কিনা তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে বা বশে রাখতে বা নিজ আয়ত্তের মধ্যে রাখতে সম্পাদন করা হয়।'

আর ২০০৫ সালে প্রণীত 'দ্য প্রটেকশান অব উইমেন ফ্রম ডোমেসটিক ভায়োলেন্স অ্যাক্ট' অনুযায়ী গার্হস্থ্য হিংসা বলতে বোঝায় ''যখন কোনও পুরুষ কর্তৃক কোন মহিলার ক্ষতি করা হয় যেমন তার স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা জীবন ও অঙ্গ–প্রত্যঙ্গের ক্ষতিসাধন করা হয়, তা শারীরিক বা মানসিক যাই হোক না কেন; অথবা যে কোনও প্রকার যৌন, মৌখিক, আবেগগত বা অর্থনৈতিক নিপীড়ন করা হয়; আর যে কোনও প্রকার মূল্যবান বস্তু বা সম্পত্তি অথবা পণ/যৌতুক কিম্বা অন্য কোন সম্পত্তি লাভের জন্য তার পরিবারের মহিলা সদস্য বা স্ত্রী এবং তার আত্মীয়–স্বজনদের উপর জোর করা হয় বা বলপ্রয়োগ করা হয়; অথবা কোন নিষ্ঠুর আচরণ করা হয়; অথবা ভীতি প্রদর্শন বা হয়রানি করা হয় অথবা কোনও মহিলাকে বা তার আত্মীয় পরিজনদের ভয় দেখানো হয় বা অন্যায় অত্যাচারের মাধ্যমে বেদনার্ত করা হয়।''

এক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন 'শারীরিক নির্যতন' বলতে বোঝায় এমন কোনও কাজ বা আচরণ যার ফলে কোনও মহিলার শরীরে যন্ত্রণা বা ক্ষতের সৃষ্টি হয়, অথবা তার জীবন, অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ বা স্বাস্থ্যের ক্ষতিসাধন হয় অথবা তার স্বাস্থ্যের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যহত হয়। এর মধ্যে পড়ে আক্রমণ করা, ভীতি প্রদর্শন করা (criminal intimidation) অথবা বেআইনিভাবে গায়ে হাত তোলা। আর 'যৌন নির্যাতন' বলতে বোঝায় যে কোন প্রকার বিকৃত যৌন আচরণ, অপমান বা অবমাননাকর আচরণ যেটা নারীর মর্যাদা হানি করে, অপরপক্ষে, 'আবেগগত অত্যাচার' হল যে কোনওপ্রকার অপমান, উপহাস, অবমাননা, নাম ধরে ডাকা, গালাগালি দেওয়া বিশেষ করে সন্তান না হওয়া বা পুত্র সন্তান জন্ম না দেওয়ার কারণে। বারংবার ভয় দেখানো ও শারীরিকভাবে আক্রমণ করাও গার্হস্থ্য হিংসার অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হয়।

'অর্থনৈতিক নির্যাতন' বলতে বোঝানো হয়েছে— বর্তমান দেশের আইন, সমাজব্যবস্থা ও প্রথা অনুযায়ী সমস্ত প্রকার বা যে কোনও প্রকার আর্থিক সম্পদ থেকে বঞ্চিত করতে বাড়িভাড়া না দেওয়া, স্ত্রীধন বা অন্যান্য সম্পত্তি থেকে নারীকে বঞ্চিত রাখা। এছাড়াও যদি কোনও মহিলাকে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, শেয়ার, বন্ড বা সঞ্চয়পত্র এবং এই ধরনের অন্যান্য সম্পত্তি যাতে নিপীড়িত মহিলার আগ্রহ আছে বা সে পারিবারিক সম্পর্কের সূত্রে ভোগ করার অধিকারিনী, তা থেকে যদি বিচ্ছিন্ন রাখা বা বঞ্চিত করা হয়, তাহলে সেটা অর্থনৈতিক নির্যাতন বলে পরিগণিত হবে। এছাড়াও নিপীড়িত ব্যক্তি যদি পারিবারিক কোনও সুযোগ–সুবিধা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয় অথবা যৌথভাবে ব্যবহৃত বাড়ি থেকে তাকে বঞ্চিত করা হয় বা তার প্রবেশাধিকার বা ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়, তা গার্হস্থ্য হিংসা বলে গণ্য হবে।

উপরোক্ত বিষয়ে যদি কোনও মহিলার অধিকার ভঙ্গ হয় তবে সে নিজে অথবা আত্মীয় স্বজন ও পরিচিত ব্যক্তির মাধ্যমে ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রোটেকশান অফিসারকে খবর দিতে পারেন প্রতিকারের উদ্দেশ্যে।

চলবে...

দরিদ্র মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের আর্থিক সাহায্য আনোয়ার সাহেবের

সুভাষ চন্দ্র দাশঃ প্রত্যন্ত সুন্দরবনে যেখানে জলে কুমির ডাঙায় বাঘ। পড়াশোনার ইচ্ছা থাকলে ও খুব বেশিদূর যাওয়া হয় না। দারিদ্রতার জন্য পড়া ছেড়ে জীবিকা নির্বাহের জন্য বিভিন্ন কাজকর্মের সন্ধান–এ যেতে হয়। সেই প্রথায় আমূল পরিবর্তন আনতে রবিবার সকালে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের নির্দেশখালীতে ধর্ম–বর্ণ নির্বিশেষে জনাদশেক দরিদ্র

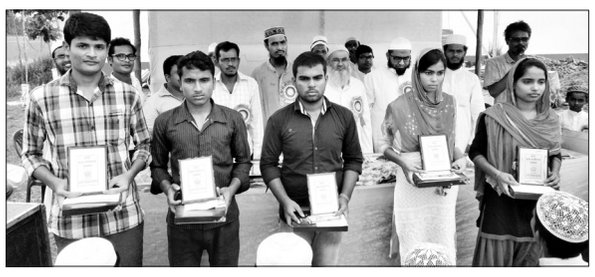

মেধাবী ছাত্র–ছাত্রীদের কে আর্থিক ভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন চুনাখালী ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন এর কর্ণধার আনোয়ার হুসেইন কাসেমী সাহেব। উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর পড়াশোনা বন্ধ হওয়ার মুখে ছাত্র–ছাত্রীরা বিশ্বনাথ দাস,ভাস্কর দাস,খালেক শেখ,শঙ্কর সরদার,ফিরোজা মোল্লা,সাবেনা জমাদার–রা জানান আজ আমাদের নুন আনতে পান্তা ফুরিয়ে যায়,সেখানে উচ্চশিক্ষা লাভ দুর অস্ত। সেইখানে দাঁড়িয়ে আনোয়ার সাহেবের মতো মহান ব্যাক্তি এগিয়ে না এলে আমরা অন্ধকারে হারিয়ে যেতাম। আনোয়ার সাহেবের এই মহান দান কোন দিন ভোলার নয়। এদিন দরিদ্র ছাত্র–ছাত্রীদের আর্থিক সাহায্য প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লন্ডন থেকে আগত হাজী আনোয়ার মিঠা সাহেব,গুজরাটের হজরত মাওলানা আরিফ সাহেব,হাজী মানজারা সালাহ উদ্দিন (গুজরাট),সুন্দরবনের সমাজসেবী ও কবি ফারুক আহমেদ সরদার সহ বিশিষ্টরা।

এদিন আনোয়ার সাহেব জানান – দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়ানোই আমার মূল লক্ষ্য আজ এই সুন্দরবনে অসংখ্য দরিদ্র অসহায় মানুষের বসবাস সাধ্যমতো সহযোগিতা করার চেষ্টা করবো

দুঃস্থদের বই ও আর্থিক সাহায্য প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের মহেশপুর থেকে প্রয়াত অধ্যাপক তথা স্বাধীনতা সংগ্রামী ডঃ সুধীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্যের একনিষ্ঠ ছাত্র তথা বিশিষ্ঠ সমাজসেবী অমল পন্ডিত ডঃ সুধীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য মেমোরিয়াল ট্রাষ্টের পক্ষ থেকে ক্যানিংয়ে এসে ৮ দুঃস্থ কৃতী ছাত্র–ছাত্রীকে পাঠ্যপুস্তক ও অর্থ সাহায্য করলেন। কোন অনুষ্ঠান ছাড়াই রবিবার ক্যানিংয়ের সঞ্জয় পল্লীতে বাংলা বিভাগের বিশিষ্ট শিক্ষক যাদব চন্দ্র বৈদ্যের বাড়িতে দুঃস্থ ছাত্র–ছাত্রীদের হাতে সাহায্য তুলে দেন। অমল বাবু বলেন ২০১২ সালের ১৫ই আগষ্ট আমাদের প্রিয় স্যার ডঃ সুধীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য আমাদের ছেড়ে পরলোক গমন করেন সেই দিনটি কে স্মরণীয় করে রাখতে আমাদের এই ছোট প্রয়াস।

বীরভূম

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু ছাত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ১৯ আগস্ট সকালে বাড়ি থেকে সাইকেলে করে পরীক্ষা দিতে যাবার সময় দ্রুতগামী বাসের ধাক্কায় ঘটনাস্থলে মারা যায় বীরভূমের বোলপুরের লালপুলের টুম্পা দাস (১২) নামে তারাশঙ্কর বিদ্যাপীঠের নবম শ্রেণীর এক ছাত্রী। এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া। পুলিশ বাসটিকে আটক করলেও চালক পলাতক।

আত্মঘাতী ১, আশঙ্কাজনক ১

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরভূমের চিনপাইয়ের নারায়ণপুর গ্রামে চিনপাই উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্রী কেকা খাতুন (১৪) বাবা বকায় গলায় ওড়নার ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে।

অন্যদিকে অরবিন্দপল্লিতে এদিনই পারিবারিক অশান্তির জন্য প্রতিবন্ধী মেয়েকে নিয়ে বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করলো পেশায় রাজমিস্ত্রি বাবা। আশঙ্কাজনক অবস্থায় সিউড়ি সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সমরেন্দ্র মন্ডল ও তার প্রতিবন্ধী মেয়ে শম্পা মন্ডল।

শান্তিনিকেতনে বধূ খুনের অভিযোগ আটক তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ফের বধূ খুনের অভিযোগ উঠলো বীরভূমের শান্তিনিকেতনে। গত ১৯ আগস্ট শ্বশুরবাড়ি থেকে উদ্ধার হয় বধূ সবিতা মিশ্রর দেহ। বোলপুরের সবিতার সঙ্গে চারমাস আগে শান্তিনিকেতনের রাজা মিশ্রের বিয়ে হয়েছিলো। সবিতার পরিবারের অভিযোগ, সোনার আংটি ও ৩০ হাজার টাকার জন্য চাপ দিতো শ্বশুরবাড়ির লোকজন। অভিযোগ দায়ের করা হলে স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির ৩ জনকে আটক করে শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ।

নেশার জন্য পথবাতি চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : নেশা করার জন্য ল্যাম্প পোস্টে লাগানো পথবাতি চুরি করে রহিম খান নামে এক ব্যক্তি। হাতেনাতে ধরা পড়ে যাওয়ায় গনপিটুনি খেল সে। বীরভূমে সিউড়ির ২ নং ওয়ার্ডের সমন্বয়পল্লীর বাসিন্দারা ২০ আগস্ট দুপুরের ঘটনা। নেশার জিনিস পাওয়া যায়। এরপর সিউড়ি থানার পুলিশ তাকে থানায় আটক করে।

বিডিওকে স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিনিধি : পাঁচ দফা দাবিতে বীরভূম জেলার রাজনগর ব্লকের বিডিওকে স্মারকলিপি দিলো রাজনগর ব্লকের ৫০ জন ভিআরজি বা গ্রামীণ সম্পদ কর্মীরা। তাদের অভিযোগ, ২০১৬ সালে তাদের ১৩ দিনের কাজ দেওয়া হয়েছিলো তারপর আর কাজ দেওয়া হয় নি। পাঁচ দফা দাবিগুলি হলো – (১) কাজের নিশ্চয়তা (২) প্রতি মাসে সম্পূর্ণ কর্ম দিবস (৩) প্রতি মাসে অন্যান্য প্রকল্পের কাজে নিযুক্ত করা (৪) নিয়োগপত্র প্রদান ও স্থায়ীকরণ (৫) পিএমএওয়াইজি কাজে নিযুক্ত করা।

জামানত জব্দ বিরোধীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি : সদ্য বীরভূম জেলার নলহাটি পুরসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। ১৬টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১৪টি জিতেছে তৃণমূল, ১টি করে জিতেছে ফরওয়ার্ড ব্লক ও নির্দল প্রার্থীরা।

পুরসভা ভোটে তৃণমূলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলে সরব হয়েছিলো বিরোধীরা। বহিরাগত দুস্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত হয়েছিলো সাংবাদিকরাও। নলহাটি পুরসভা নির্বাচনে বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডে ১০০ ভোট না পাওয়ায় জামানত জব্দ হয়েছে বিরোধীদের। যা ভবিষ্যতে চিন্তার বড়ো কারণ হতে চলেছে পঞ্চায়েত নির্বাচনে। মত রাজনৈতিক মহলের।

উপডাকঘরে পোস্টার

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত একমাস ধরে কোনো কাজ হচ্ছে না তার প্রতিবাদে ২০ আগস্ট বীরভূমের রামপুরহাটের ১৪ নং ওয়ার্ডের রেলপাড় উপডাকঘরে পোস্টার লাগায় দেওয়া হয় ১৪নং ওয়ার্ড কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে। কমিটির সম্পাদক শাহাজাদ হোসেন (কিনু) সমস্যার সমাধান না হলে আন্দোলনের হুমকি দেয়।

উত্তরবঙ্গে বন্যার জন্য ত্রাণ সংগ্রহ

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তরবঙ্গে বন্যা কবলিত মানুষজনের পাশে দাঁড়াতে ত্রাণ শিবির অনুষ্ঠিত হলো বীরভূম জেলার বিভিন্নপ্রান্তে। মুরারই যুব সংঘের উদ্যোগে মুরারই নতুন বাজারে ২০ আগস্ট দুপুরে এক ত্রাণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছি। সেখানে গ্রামবাসীরা মুড়ি, চিঁড়ে, বিস্কুট, পানীয় জল, জামাকাপড়, টাকা, জামাকাপড় দেন বন্যা দুর্গত মানুষজনের জন্য। উপস্থিত ছিলেন মুরারই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সমাজসেবী দুলাল বিন, মহিলা সমিতির নেত্রী নূরজাহান বেগম এবং মুরারই যুব সুরক্ষা সংঘের সকল সদস্যরা। মুরারই যুব সুরক্ষা সংঘের সম্পাদক সমাজসেবী সাবিরুল ইসলাম বলেন, '২০০০ সালে বীরভূম জেলার মুরারই এ যে ভয়াবহ বন্যা হয়েছিলো তাতে মুরারই এর লক্ষাধিক মানুষের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিলো। আমরা দেখেছিলাম রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে ত্রাণ এসেছিলো আমাদের জন্য। আজ উত্তরবঙ্গের মানুষের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ, আমাদের উচিত তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া। তাই আমরা আমাদের পক্ষ থেকে এই ছোট্ট প্রয়াস।' এছাড়াও সদাইপুর, মল্লারপুর, সিউড়ি থানার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় ত্রাণ শিবির।

চন্দননগরে তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : চন্দননগর শাখার তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির শিক্ষক সম্মেলন চন্দননগর নৃত্যগোপাল স্মৃতি মন্দির হলে রবিবার ২০ আগস্ট অনুষ্ঠিত হল। শিক্ষার জগতে বা প্রতিষ্ঠানে সুস্থ ও সুন্দর পরিবেশ গঠন করার জন্য এগিয়ে এল প্রাথমিক তৃণমূল শিক্ষক সংগঠন। এর সঠিক উদ্যোগের মাধ্যমে আয়োজন করল চন্দননগর শাখা ৩য় বার্ষিক প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন। হুগলির প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান নির্মলেন্দু অধিকারী বলেন, আমাদের মূল উদ্দেশ্য শিক্ষার প্রসার করা, শিক্ষা সবার জন্য তাই যারা শিক্ষক হয়ে শিক্ষার প্রসার না ঘটিয়ে শিক্ষাকেই কলুষিত করছে আমরা তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবো। বর্তমানে শিক্ষক, শিক্ষিকাদের বেতন প্রতিমাসের পয়লা তারিখে ব্যাঙ্কের মাধ্যমে হচ্ছে। শিক্ষিকাদের মাতৃত্ব ছুটি আগের থেকে বাড়িয়ে ৭৩০ দিন হয়েছে। অপরদিকে শিক্ষকদের পিতৃত্ব ছুটি ৩০ দিন এসেছে। এমনকি রাজ্যের প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে পোষাক ও জুতো দেওয়া হয়েছে। তপশিলী জাতি, উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের পোস্টম্যাট্রিক স্কলারশিপ বন্দোবস্ত রয়েছে।

তবে এখনও পর্যন্ত কয়েকটি ব্যাপারে অসুবিধার মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে। সেগুলি ফিরিয়ে আনতে পদক্ষেপগুলির আলোচনা চলছে। যেমন–শিক্ষক–শিক্ষিকাদের পেশাগত সমস্যা বাড়ি থেকে বহুদূর যাওয়া করতে হয়। এই পরিস্থিতিতে বদলি ব্যবস্থা করা। মেডিকেল ১০০০ টাকা প্রদান করা। নতুন শিক্ষক শিক্ষিকাদের বকেয়া বেতন শীঘ্রই চালু করা। এতো সকলেরই জানা ই–পেনশন পোর্টলের মাধ্যমে অবসরের পরই পেনশন ব্যবস্থা যাতে চালু হয়। হুগলির চেয়ারম্যান নির্মলেন্দু বাবু বলেন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য–কর্মসংস্থান সবদিকেই উন্নতির প্রতিধ্বনি আনছে নতুন সরকার তাই জনচেতনা ও মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও জন উন্মেষের মূল হাতিয়ার শিক্ষা ও তার প্রসারে এই সম্মেলন যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। অনুষ্ঠানে প্রায় ৬০০ জন প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষিকা উপস্থিত ছিলেন। এই মহৎ ও স্বচ্ছ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন হুগলির সাংসদ ডাঃ রত্না দে নাগ, কৃষি বিপণন মন্ত্রী তপন দাশগুপ্ত, সংগঠনের সভাপতি গুড্ডু প্রসাদ, সাধারণ সম্পাদক জয়ন্ত কুমার দাস, চন্দননগর পুরনিগমের মেয়র রাম চক্রবর্তী, সংগঠন জেলার সভাপতি মনোজ চক্রবর্তী, ভদ্রেশ্বর পুরসভার চেয়ারম্যান মনোজ উপাধ্যায়, সংগঠন সহ–সভাপতি সুভাষ চন্দ্র দাস, রমেশ দুবে, তৃণমূল যুবনেতা শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

বারুইপুর প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে রক্তদান

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ১৫ আগস্ট বারুইপুর প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় । সাংবাদিকদের নিমন্ত্রণে উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সৈকত ঘোষ ও থানার আই সি অরূপ ভৌমিক , বারুইপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, , আইএনটিটিইউসি দক্ষিণ ২৪ পরগনা সভাপতি শক্তিপদ মন্ডল, বারুইপুর পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম দাস। এছাড়া বারুইপুর ও সোনারপুরের কাউন্সিলরদের মধ্যে ছিলেন মিলু গুহ ঠাকুরতা,প্রীতম দাস, মোজাফফর আহমেদ ও সোনালী রায় । শুরু হয় উদ্বোধনী সংগীত দিয়ে । সেদিন সাংবাদিক ছাড়া এলাকার সাধারণ মানুষ স্বতঃপ্রনোদিত ভাবে রক্তদান করেন। প্রায় ৪০ জনের মতন এই শিবিরে রক্তদাতাদের ভিড় হয়েছিলো।

বারাসত হাসপাতালে ডেঙ্গু নির্ধারণ ইউনিট

পার্থ ঘোষ : বারাসত জেলা হাসপাতালে রোগীদের কল্যাণে নতুন প্রকল্প উদ্বোধন করলেন বারাসতের সাংসদ কাকলী ঘোষ দস্তিদার। যার মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য হল রক্তের উপাদান পৃথকীকরণ ইউনিট এবং FNAC ইউনিট। এতদিন ডেঙ্গু রোগীদের চিকিৎসা করানো যেত না এই হাসপাতালে এবং ক্যান্সার রোগ নির্ণয়ের জন্য পরীক্ষা করাতে রোগীদের আরজি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যেতে হত। নতুন এই প্রকল্পের উদ্বোধনে অনেকটাই সুবিধা পাবেন রোগীরা। পুরো রক্ত বা রক্তের উপাদান আলাদা করে প্রয়োজন অনুযায়ী পাবেন দূরদূরান্তের রোগীরা। এছাড়া হাসপাতালে চালু হল ন্যায্য মূল্যের চশমার দোকান। প্রায় ৬২ শতাংশ কম খরচে চোখের সমস্যায় আক্রান্ত রোগীরা এখান থেকে চশমা নিতে পারবেন। প্রকল্প উদ্বোধন করে সাংসদ বলেন, ''ভারত সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তুঘলকী আচরণ সত্ত্বেও রাজ্য সরকারের সদিচ্ছার ফলে সাধারণ মানুষের জন্য পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।'' এছাড়া বারাসত হাসপাতালে দীর্ঘদিন ধরে সমস্যা ছিল পানীয় জলের। একটি পাম্প হাউস থেকে জল সরবরাহের কাজ করা হত। আরও একটি গভীর নলকূপ পুজোর পর বসানো হবে বলে কাকলী দেবী জানান। হাসপাতালে এছাড়া এদিন সাধারণ রোগীদের সাহায্যের জন্য পুলিশ সহায়তা কেন্দ্র গর্ভবতী মহিলাদের জন্য আশাকর্মী দ্বারা পরিচালিত দিবারাত্র ব্যাপী আশা হেল্প ডেস্ক এরও উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের উপস্থিত ছিলেন হাসপাতাল সুপার সুব্রত মন্ডল ও বারাসাতের পুরসভার পুরপিতা সুনীল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলে রক্তাক্ত বাসন্তী, গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি : তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলে ফের উত্তপ্ত বাসন্তী। বৃহস্পতিবারের পর নতুন করে শুক্রবারও সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে যুব ও মূল তৃণমূল কর্মীরা। বাসন্তী থানার চুনাখালী গ্রাম পঞ্চায়েতের খাঁ পাড়ায় দুপক্ষের মধ্যে ব্যাপক বোমাবাজী ও গুলির লড়াই হয়। ঘটনায় মিঠুন দাস(২৮)নামে এক মূল তৃণমূল কর্মী গুলিবিদ্ধ হন। তাঁকে বাসন্তী ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় দুপক্ষের অন্তত আরও সাতজন গুরুতর আহত হয়েছে। আহতদের ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল ও বাসন্তী ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে চিকিৎসার জন্য।

শুক্রবার দুপুরে হঠাৎ একদল যুব তৃণমূল কর্মী বাসন্তীর চরাবিদ্যা এলাকা দিয়ে চুনোখালী ঢোকার চেষ্টা করছিলেন, অভিযোগ সেই সময় বাসন্তীর বড়িয়া এলাকায় স্থানীয় বিধায়ক জয়ন্ত নস্করের অনুগামী মূল তৃণমূল কর্মীরা রাস্তায় লাঠিসোটা নিয়ে এসে তাদের প্রতিরোধ করে। চুনোখালী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় যুব তৃণমূল কংগ্রেসের নাম করে যাতে দুষ্কৃতীরা এলাকায় সন্ত্রাস না ছড়াতে পারে তার জন্যই প্রতিরোধ গড়ে তোলেন তারা। অভিযোগ এরপর যুব তৃণমূল কর্মীরা মূল তৃণমূল কর্মীদের লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়ে ও গুলি চালায়। পাল্টা জয়ন্ত নস্করের অনুগামীরাও বোমা, গুলি ছোঁড়ে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। অভিযোগ এরই মধ্যে সওকাত মোল্লা নামে এক যুব তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয় জয়ন্ত নস্করের অনুগামীরা। এলাকায় গোষ্ঠী সংঘর্ষের খবর পেয়ে বাসন্তী থানার পুলিশ এলেও প্রথমে ঢুকতে পারে নি ঘটনাস্থলে। পরে বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে লাঠি চালিয়ে হটিয়ে দেয় দুই পক্ষকেই। এরপর সংঘর্ষে আহতদের উদ্ধার করে পুলিশই নিয়ে যায় হাসপাতালে। পুলিশের তাড়া খেয়ে পালানোর সময় এলাকায় একটি বন্ধুক ফেলে পালিয়ে যায় তৃণমূল কর্মীরা। পুলিশ ওই বন্দুক সহ এলাকা থেকে প্রচুর গুলির খোল ও তাজা বোমা উদ্ধার করে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্তও এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা থাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

চুনোখালী গ্রামে চলছে পুলিশি টহল

ডাকাতির ছক বানচাল

বেশ কয়েকদিন ধরে এক ডাকাতের দল গড়িয়ায় পাঁচপোতা আসা যাওয়া করছিলো ডাকাতি করার জন্য । রাতের বেলায় ডাকাতি করার ছক কষেছিলো। সোনারপুর থানার দুঁদে পুলিশ অফিসারেরা গন্ধ পেয়ে ফাঁদ পেতে বসেছিলো । রাতের বেলায় চারজন ডাকাত ডাকতির জন্য রওনা হয় ঠিক সেই সময় ঘাপটি মেরে থাকা পুলিশের দল ঝাপিয়ে পড়ে। চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে ডাকাত দল টিকে । সোনারপুর থানায় নিয়ে আসে । উদ্ধার হয় একটি পিস্তল একটি কার্তউজ ৫টি তাজা বোমা, ও দুটি মোটর সাইকেল। চারজনের নাম উদয় সরকার (২২) গড়িয়ার বাসিন্দা,সোমনাথ সাউ (২৪)কুমড়োখালী,মহঃ ইকবাল (২৩)তপসিয়া, সুকুমার রায়(২৫)কসবার বাসিন্দা। পুলিশ সুত্রের খবর– অনেক বার বিভিন্ন যায়গায় ডাকাতি করেছে।বারুইপুর আদালতে তোলা হলে আদালত লুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয়।

উত্তাল দেশ

প্রথম পাতার পর

বাড়তে থাকবে বেআইনি অনুপ্রবেশ থেকে ভুয়ো পরিচয়পত্রের রমরমা কারবার। এইভাবেই প্রতিদিন বঞ্চিত হচ্ছেন একশোদিনের কাজ থেকে শুরু করে প্রান্তিক মানুষের জন্য বরাদ্দ অনুদান। রাজনৈতিক ফড়েরা যা নিয়ন্ত্রণ করছে কোনও রক্ষাকবচ না থাকায়। এইভাবেই প্রতিদিন সীমান্ত পেরিয়ে অনুপ্রবেশকারীর দল বৈধ নাগরিক হয়ে উঠছে এই দেশের। নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে। অধিকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি এ ব্যাপারেও মতামত জানাতে বিচারকদের অনুরোধ করছেন সমাজবিদরা। তা না হলে অধিকার প্রতিষ্ঠার আইনি রক্ষাকবচ হয়ে উঠবে সুযোগ সন্ধানীদের হাতিয়ার।

এতদ্বারা যোগ্য ঠিকাদারদের অবগত করা হচ্ছে যে, NIT NO 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40/kul/South 24 Pgs./2017, Dated 24/08/2017 তে MPLAD (প্রতিমা মণ্ডল) প্রকল্পে মোট 23 টি Tubewell খননের জন্য Tender ডাকা হয়েছে।

উক্ত Tender গুলোর শেষ সময় সীমা 08/09/2017 বেলা 4.00 টা পর্যন্ত ধার্য করা হয়েছে।

উক্ত বিষয়ে বিশদ জানতে কুলতলী নির্বাহী আধিকারিকের করনে যোগাযোগ করুন।

নির্বাহী আধিকারিক
কুলতলী পঞ্চায়েত সমিতি
দক্ষিণ ২৪ পরগনা

669 on 24/08/2017

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

ভাঙড়–২ সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প দক্ষিণ ২৪ পরগণার অধিনে আগামী ২০১৭ বর্ষের জন্য প্রকল্পের খাদ্য সামগ্রী ও অন্যান্য সামগ্রী গুদামজাত করণের জন্য স্টোরিং এজেন্ট এবং স্টোরিং এজেন্টের গুদাম থেকে প্রকল্পের ৩০২টি অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রে খাদ্য সামগ্রী ও অন্যান্য সামগ্রী পরিবহনের জন্য টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। উক্ত বিষয়ে উপরোক্ত কার্য্যালয় থেকে টেন্ডার পেপার সরবরাহ করা হবে আগামী ২৫/০৮/২০১৭ তারিখ হইতে ১৫/০৯/২০১৭ তারিখ পর্য্যন্ত প্রতি কার্যদিবসে বেলা ১২টা থেকে দুপুর ২টো পর্য্যন্ত এবং টেন্ডার পেপার গ্রহণ করা হবে কেবলমাত্র ইংরাজী ১৮/০৯/২০১৭ তারিখ বেলা ৩টে পর্য্যন্ত। টেন্ডার খোলার দিন এবং স্থান টেন্ডার পেপার দেওয়ার সময় জানানো হইবে।

স্বাক্ষর
সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প আধিকারিক
ভাঙড়–২, সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প
দক্ষিণ ২৪ পরগণা

১১৯৮(২)/জেতসদ/দক্ষিণ ২৪ পরগণা/২৪.০৮.১৭

একটি মানবিক আবেদন

মহাশয়/মহাশয়া,

আপনারে অবগতির জন্য জানাই বারাসত পুরসভার ৪নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা সুব্রত অধিকারীর একমাত্র পুত্র মাত্র ৩ বছর ৮ মাস বয়েস, দুরারোগ্য নিউরোব্লাস্টোমা ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে 'টাটা মেডিকেল সেন্টারে' চিকিৎসাধীন। (TATA ID : MR/17/00394). ইতিমধ্যে ছোট শিশুটির একটি বড় অপারেশন করা হয়েছে এবং ১০টি কেমোথেরাপি দেওয়া হয়েছে শিশুটিকে। কিন্তু এখনো অনেকগুলি ক্যান্সার Cell তার দেহে রয়ে গেছে। যা অপারেশন করে নির্মূল করতে হবে, কিন্তু উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাবে ভারতে এই কঠিন অপারেশন করা সম্ভব নয়। তাই যোগাযোগ করা হয়েছে সিঙ্গাপুরে একটি হাসপাতালে, সেখানেই সম্ভব এই চিকিৎসা। কিন্তু প্রয়োজন ৪৫ লক্ষ টাকা, যা তার পরিবারের পক্ষে জোগাড় করা অসম্ভব। রাজবীরের পরিবার তাই আজ আপনাদের স্মরণাপন্ন। আপনারাই পারেন ছোট্ট শিশুটির প্রাণ বাঁচাতে। এগিয়ে আসুন বন্ধুরা রাজবীরকে বাঁচাতেই হবে, আপনাদের সাহায্য পেলেই সেটা সম্ভব।

–সাহায্য পাঠান এই ঠিকানায়–
Subrata Adhikari
Mob: **9830575251**
Sarada Apartment, 5No. Pannajhil
Nabapally, Barasat, Kol–**125**
A/c.No. : **016051100000301**
IFSC Code : YESB**0000160**
Yes Bank, Omega Building Salt Lake, Sec–V, Kol–**091**

ধন্যবাদান্তে–
শ্যামল সরকার
সম্পাদক
বারাসত 'সান্নিধ্য'
সমাজ কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান
গভঃ রেজিঃ নং–এস/২এল/৩৪৬৮৪
নবপল্লী, বারাসত, কোলকাতা–১২৬
Mob.: 9830811123

http:/milaap.org/fundraisers/babyrajvircancerfund

জয়নগর ১ নং সুসংহত শিশু বিকাল সেবা প্রকল্প, দক্ষিণ ২৪ পরগনার অধীনে ১) বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী (চাল, ডাল, লবণ, তেল ইত্যাদি) ও অন্যান্য সামগ্রী মজুতকরণের নিমিত্ত মজুতকারী এবং ২) ওই সমস্ত সামগ্রী প্রকল্পের অন্তর্গত অঙ্গওয়াড়ী কেন্দ্রগুলিতে পরিবহনের নিমিত্ত পরিবহনকারী নিয়োগের জন্য অভিজ্ঞ ও আগ্রহী সংস্থার নিকট হইতে পৃথক সিলকরা খাম দরপত্র আহ্বান করা হইতেছে। আগ্রহী সংস্থার প্রতিনিধিরা বিস্তারিত বিবরণের জন্য এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের পর হইতে ২১ দিন পর্যন্ত নিম্নলিখিত আধিকারিকের কার্যালয়ে সমস্ত সরকারী কাজের দিন বেলা ১২টা হইতে বিকাল ৩টা পর্যন্ত যোগাযোগ করিতে পারিবেন।

স্বাক্ষর
শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক
জয়নগর ১নং সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প
বহড়ু সুপার মার্কেট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
দূরভাষ–০৩২ ১৮–২২৩৬৮৫

১১৭৮(২)/জেতসদ/দক্ষিণ ২৪ পরগনা/২২.০৮.২০১৭

মহানগরে

লার্ভা ধ্বংসই একমাত্র উপায়

এক মিলনেই কেল্লা ফতে স্ত্রী মশাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি : কীটনাশকে শেষ রক্ষা হবে না, একথা আঁচ করতে পেরে এক সময় পুরুষ মশাকে নপুংসক বানিয়ে মশা দমনের ফন্দি এঁটেছিলেন এ দেশের মশা বিশেষজ্ঞ মহল। তাঁরা ভেবেছিলেন, এক্স-রে অথবা রাসায়নিক পদার্থ মেটাপা, মিথোট্রিক্সেট, হেম্পা, অ্যাফোলেট কিংবা আমাইনোপ্রোটিন দিয়ে ছেলে মশাদের নির্বীজ করে দিলেই মেয়ে মশাদের কপাল পুড়বে। ইমপোটেন্ট ছেলেদের সঙ্গে যৌন মিলনে মেয়েদের মা হওয়ার প্ল্যান শিকেয় উঠবে। আর তাতেই কলকাতায় দিনে রাতে মশার দাপট কমে যাবে। দুর্ভাগ্যবশত, গত শতাব্দীর সাতের দশকের মাঝামাঝি সময়ে নয়া দিল্লিতে এই কৌশলে ফাইলেরিয়ার প্রধান বাহন কিউলেক্স মশার বংশবৃদ্ধি প্রতিরোধ করতে গিয়ে পুরোপুরি ব্যর্থ হন 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একাদশ গবেষক। ব্যর্থতার কারণ? যৌন মিলনের ব্যাপারে মেয়ে মশাদের তীব্র অনাসক্তি। মানুষের জগতে যেমন একবার গর্ভবতী হওয়ার জন্য একজন মহিলা বারবার তার স্বামীর যৌন-সংসর্গ চায়, একটি মেয়ে মশা তা চায় না। মেয়ে মশারা সারা জীবনে পুরুষ-সঙ্গ চায় মাত্র একবার। আর সেই এক মিলনেই আমৃত্যু প্রেগন্যান্ট থাকার গ্যারান্টি পেয়ে যায় মেয়ে মশারা।

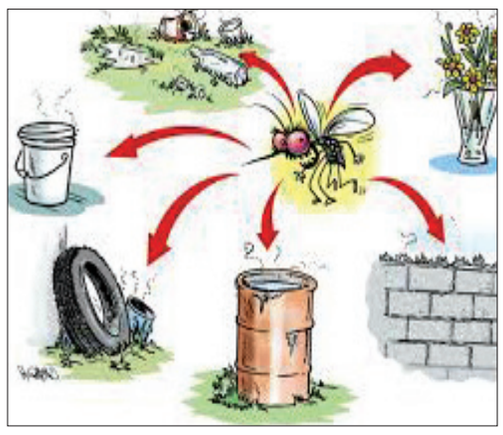

গবেষণাতে জানা যাচ্ছে, জন্মানোর দু'দিনের মধ্যে মা হওয়ার ইচ্ছে জাগে একটি মেয়ে মশার। আর তাই যে কোনও একজন পুরুষ মশার সঙ্গে ঝট করে জীবনের একমাত্র মেটিং-পর্ব সেরে ফেলে মেয়ে মশারা। আর সেই মেটিং-এর ফল হিসেবে ছেলে মশার দেহ থেকে মেয়ে মশাদের দেহে এসে হাজির হয় অসংখ্য শুক্রাণু। আর মেয়ে মশারা তার দেহের ভেতরে থাকা এক বিশেষ ধরনের থলির ভেতরে অতি যত্নে জমিয়ে রাখে ওইসব শুক্রাণু। পরে সেই থলি থেকে সে তার প্রয়োজন মতো শুক্রাণু দিয়ে নিজেকে আজীবন গর্ভবতী করে রাখে। ইমপোটেন্ট ছেলেদের লেলিয়ে দিয়ে মশা জন্ম নিয়ন্ত্রণের আইসিএম এবং হু'র গবেষক দলের ওই প্ল্যানটি ভণ্ডুল হয়।

মশার ব্যাপারটাই বেশ মজার। পুরুষ মশাদের সঙ্গে মিলন পর্ব শেষ হওয়ার দু'দিনের মাথায় মেয়ে মশারা প্রথম বার ডিম পাড়ে। তারপর রক্ত খেয়ে দু-তিনদিন বাদে আবার মেয়ে মশারা ডিম পারে। আর ডিম পাড়ার এই বিষয়টি চলতে থাকে দু-তিনদিন পরপর, জীবনভর। কেউ ডিম পাড়ে পাঁচবার, কেউ ছয়, কেউ সাত আবার কেউ কেউ আরও আরও বেশি। আবার ডিম পাড়ার ক্ষমতা একেকজনের এক এক রকম। কিউলেক্স প্রজাতির একটি মশা একেকবারে গড়ে ২০০টি ডিম পাড়ে। অ্যানোফিলিস স্টিফেনমাই পাড়ে গড়ে ১২৫টি করে। ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়ার দুই বাহক এডিস ইজিপ্টাই ও এডিস অ্যালবোপিকটাস পাড়ে যথাক্রমে ১৫০টি ও ১০০টি ডিম। গবেষণাতে জানা যাচ্ছে, পরিবেশের তাপমাত্রা ১৬-১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকলে এই মশার ডিম থেকে অ্যাডাল্ট হতে সময় লাগে একমাস। আবার তাপমাত্রা ২০-২২ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকলে সময় লাগে আরও কম ১৮ দিন, তাপমাত্রা ২৪-২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকলে ১৫ দিন আর ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার অধিক হলে মশার ডিম-লার্ভা-পিউপা-অ্যাডাল্ট হতে সময় লাগে মাত্র ১০ দিন গড়ে সাত দিন।

মশা দমনের সঠিক ছক তৈরিতে কলকাতা পুর সংস্থার কাছে এইসব তথ্য অত্যন্ত জরুরি। পতঙ্গবিদদের একটাই বক্তব্য, মশাবাহিত সমস্ত ধরনের রোগের সংক্রমণ প্রতিরোধের একমাত্র সঠিক উপায় মশা নিয়ন্ত্রণ এবং এই মশা নিয়ন্ত্রণের একমাত্র পথ মশার ডিম বা লার্ভা নিধন। মশার আঁতুড়ঘর খুঁজে খুঁজে বের করে সঠিক কৌশলে মশার লার্ভা মারতে হবে। কলকাতা মহানগরে শীতের সময় অর্থাৎ নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি এই চার মাস মহানগরের গড় তাপমাত্রা ১৯-২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ঘোরাফেরা করে। আর বছরে বাকি আট মাস ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপরে থাকে। এর অর্থ, শীতকালে কলকাতার ম্যালেরিয়ার প্রধান বাহন অ্যানোফিলিস স্টিফেনসাই মশাদের নিধন করতে হবে ১৫ দিন পরপর, অর্থাৎ মাসে দু'বার। কিন্তু মার্চ থেকে অক্টোবর এই আট মাস মশার লার্ভা নিধন কাজটি করতে হবে অবশ্যই সাতদিন পর পর অর্থাৎ মাসে চারবার। আর কাজ ভালো হলে ফল মিলবে হাতেনাতে। কাজেই শুধু চিকিৎসা নয়, মশার ডিম ও লার্ভা খোঁজা ও নিধন করা মশা দমনের একমাত্র উপায় মহানগরবাসীর।

বাংলাদেশী রোগী কমছে কলকাতার হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিনিধি : সর্বনাশের শুরু হয়েছিল গত ফেব্রুয়ারিতে ক্যালকাটা হাসপাতালে রোগীর আত্মীয়দের ভাঙচুর দিয়ে। এরপর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রকাশ্যে এসেছে শহরের বেসরকারি হাসপাতালের সেবার নামে ব্যবসা করার নানা ঘটনা। মূলত এর ফলেই বাংলাদেশী রোগীরা চলে যাচ্ছেন দিল্লি এবং দক্ষিণের শহরগুলিতে। গত মার্চ মাস থেকে প্রায় ১৫ শতাংশ কমে গিয়েছে বাংলাদেশী ও প্রতিবেশি রাজ্য থেকে আসা রোগীর সংখ্যা। আমরি হাসপাতালের তিনটি ইউনিট ঢাকুরিয়া, মুকুন্দপুর ও সল্ট লেকে গত মার্চ থেকে বাংলাদেশী রোগীর সংখ্যা হওয়া উচিত ছিল ৬৫০০ জন। তা কমে গিয়েছে ১৫ শতাংশের বেশি। জানালেন আমরির সিইও। তিনিও মনে করেন সরকারের রোষানলে পড়ে বদনাম ছড়িয়ে পড়াই এর কারণ। রুবি হাসপাতালেও একই ছবি। সেখানকার জিএম (অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) জানান প্রতিমাসে দেখাতে আসা ৪৫০ জন বাংলাদেশী রোগীর মধ্যে ভর্তি হল ৩০ জন। গত মার্চ থেকে সেই গড় সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২০ জনে। তিনিও এর জন্যে ছড়িয়ে পড়া বদনামকেই দায়ী করেছেন।

কলকাতার বেসরকারি হাসপাতালের ধারাবাহিক দীর্ঘদিনের রোগগুলি বেরিয়ে পড়তেই অবিশ্বাস ছড়িয়ে পড়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। ফলে এইসব হাসপাতালের আয়ে বড় ধাক্কা লেগেছে গত ছয় মাসে। শুধু ভিনদেশি বা ভিন রাজ্যের নয় খোদ এ রাজ্যের মানুষও এখন শহরের বেসরকারি হাসপাতালের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলছেন। প্রতিদিন এ রাজ্যের শয়ে শয়ে রোগী পাড়ি দিচ্ছেন চেন্নাইয়ের পথে। রাজনৈতিক নেতাদের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা কলকাতার ঝাঁ চকচকে চিকিৎসা পরিষেবার সৌধ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধাক্কায় টলমল করছে। এখনও নিজেদের না বদলালে যে কোনও সময়ে ভেঙে পড়বে।

'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ৭৫ বর্ষপূর্তিতে প্রকাশনা বিভাগের আলোচনাচক্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ৭৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের প্রকাশনা বিভাগের পক্ষ থেকে আজ এখানে এক আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়। বিশিষ্ট বক্তাদের মধ্যে ছিলেন আকাশবাণীর সংবাদ বিভাগের পূর্বতন মহানির্দেশক ডঃ পি কে বন্দ্যোপাধ্যায়, পিআইবি কলকাতার অতিরিক্ত মহানির্দেশক দেবাঞ্জন চক্রবর্তী, পিআইবি কলকাতার প্রাক্তন অতিরিক্ত মহানির্দেশক শান্তনু পালধি, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সহ-অধ্যাপক ডঃ আশিস কুমার দাস, ওই বিশ্ববিদ্যালয়েরই মাস কম্যুনিকেশনের অধ্যাপক দেবজ্যোতি চন্দ, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের ফিল্ড পাবলিসিটি দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা এ কে লাখরা প্রমুখ।

'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সাধারণ মানুষের অবদানের এক ঐতিহাসিক চিত্র ব্যাখ্যার মাধ্যমে আলোচনাচক্রে উপস্থাপিত করেন ডঃ আশিস কুমার দাস। ঔপনিবেশিকতার হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার কাজে তাঁদের এই অবদান যে অবিস্মরণীয় সেকথারও উল্লেখ করেন তিনি। ডঃ পি কে বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্যে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ যে রাজনৈতিক প্রেক্ষিত তৈরি হয়েছিল তার অনুসরণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর চিন্তাভাবনাকে অবলম্বন করে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য পূরণের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে বলে মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, ভারতে তরুণ ও যুবকদের সংখ্যা এখন যথেষ্ট এবং তাঁরা তথ্যপ্রযুক্তির বলে বলীয়ান। সুতরাং, আগামী ২০২২ সালের মধ্যে এক নতুন ভারত গঠনের সঙ্কল্পকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ার কাজে তাঁরা বিশেষভাবে দক্ষ। দেশের সার্বিক কল্যাণে সঙ্কল্পেই সিদ্ধিলাভ'এই আন্দোলনের অংশীদার হয়ে ওঠার জন্য তিনি আহ্বান জানান সকলের কাছে। আলোচনায় অন্যান্য বক্তারাও সমর্থন জানান ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মতামতকে।

লাখরা তাঁর বক্তব্যে জানান যে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের তাৎপর্য দেশের সকল নাগরিকদের মধ্যে প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশে বেশ কিছু কর্মসূচির আয়োজন করছে ফিল্ড পাবলিসিটি দপ্তর। দারিদ্র্য, অপরিচ্ছন্নতা, দুর্নীতি, সাম্প্রদায়িকতা, সন্ত্রাস এবং জাতি ও বর্ণগত ভেদাভেদ থেকে দেশকে মুক্ত করার কাজে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের শক্তি ও মানসিকতাকে কাজে লাগানোর আহ্বান জানান তিনি। প্রকাশনা বিভাগের উপ-নির্দেশক খুরশিদ মল্লিকের আনুষ্ঠানিক ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর সমাপ্তি ঘোষণা করা হয় এদিনের আলোচনাচক্রের।

বিচারপতির অভাব

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতবর্ষের প্রাচীন হাইকোর্টগুলির অন্যতম ক্যালকাটা হাইকোর্ট। অথচ অপেক্ষাকৃত নবীন হাই কোর্টগুলিকে যে সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে না, সেটাই ক্যালকাটা হাইকোর্টে বড় সমস্যা। এখানে অর্ধেকেরও বেশি বিচারপতি পদ খালি। ৭২ জন বিচারপতি থাকার কথা। কিন্তু এখন আছে মাত্র ৩২ জন। আগামী ২৫ দিনের মধ্যে তা কমে দাঁড়াবে ২৭-এ। প্রসঙ্গত, বর্তমানে হাইকোর্টে বিচারপতি নিয়োগের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রকের হাতে।

সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার এসএন আগরওয়াল উদ্বোধন করছেন গার্ডেনরিচ-এর ইএসআই রেলওয়ে কেন্দ্রীয় হাসপাতালের অত্যাধুনিক অপারেশন থিয়েটার। ইতিমধ্যেই এই হাসপাতালের বিভিন্ন জিনিস হয়েছে যেমন সার্জিক্যাল আইসিইউ, বার্ন এবং ট্রমা আইসিইউ ইত্যাদি। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন চিফ মেডিক্যাল ডিরেক্টর সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে ডঃ পুরান মাল, সাউই ইস্টার্ন রেলওয়ের মেডিক্যাল ডিরেক্টর রূপা মিত্র সহ অন্যান্য ডাক্তাররা।

রাষ্ট্রীয় সম্মান পেলেন না এবি সিং

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২০ আগস্ট নেতাজি গঠিত আইএনএ-র যোদ্ধা উত্তরপ্রদেশের অমর বাহাদুর সিং-এর জীবনাবসান ঘটে। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ১০২ বছর। ১০১ বছরের যোদ্ধা সৈনিক স্বাধীনতার কাণ্ডারী কলকাতায় এসেছিলেন গত বছর। আসানসোলে তাঁকে 'স্বাভিমান সম্মানে' সম্মানিত করা হয়। কলকাতায় আলিপুর বার্তার ফেসবুক লাইভে তিনি সেই সময়ের নেতাজির সঙ্গে স্বাধীনতার লড়াইয়ের বিবরণ দেন। তিনি বলেন, ১৪ এপ্রিল যখন মৈরাঙে স্বাধীন সরকার গঠন করেছিলেন নেতাজি তখন আনন্দে আত্মহারা সব সৈনিক। সেই বিবরণ দিতে গিয়ে চোখ জলে ভরে উঠেছিল এই প্রবীণ সৈনিকের। কিন্তু দেশের জন্য সীমাহীন আত্মত্যাগ করেও স্বাধীন ভারতভূমিতে তেমন স্বীকৃতি মেলেনি। দেশ জুড়ে আজাদ হিন্দের প্রতি মানুষের সমর্থন ও ভালবাসায় স্বাধীনতা ত্বরান্বিত হলেও এই বীর সেনানীরা পরবর্তী সরকারগুলির চরম নিগ্রহের শিকার হন। কর্নেল এবি সিং তাদেরই একজন। অখন্ড ভারতের স্বাধীনতার জন্য লড়ে যাওয়া এবি সিং -দের আমরা যথাযথ সম্মান দেখাতে পারিনি। মৃত্যুতেও কোনও রাষ্ট্রীয় মর্যাদাও মিলল না কর্নেলের। নীরবেই সম্পূর্ণ হল শেষকৃত্য। কোনও প্রথম সারির সংবাদমাধ্যমও মনে রাখল না তাঁর দেশের প্রতি আত্মত্যাগকে। কলকাতায় এসে তিনি আরও চাঞ্চল্য কর কিছু তথ্য দিয়েছিলেন। তিনি আমাদের কাছে দাবি করেছিলেন ২০০৩ সাল পর্যন্ত নেতাজির সাহচর্য লাভ করেছেন। উত্তরপ্রদেশের নেপাল সীমান্তে মুজিয়ানায় একটি আশ্রমে যে সন্ন্যাসী তাকে ডেকে নিয়েছিলেন তিনি ছিলেন স্বয়ং নেতাজি। কিন্তু তার পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান।

জিএসটি রেট নিয়ে কলকাতা প্রেস ক্লাবে একটি বই প্রকাশ হল। বিশিষ্ট আইনজীবী সুভাষ রায় রচিত ও সম্পাদিত বইটি প্রকাশ ঘটান প্রখ্যাত আইনজীবী ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত। কলকাতা হাইকোর্টের বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সুরঞ্জন দাসগুপ্ত সঞ্চালনা করেন এই অনুষ্ঠানের। -ছবি : উৎপল কুমার রায়

ঝুলনযাত্রা উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৩ থেকে ১২ আগস্ট পর্যন্ত সন্ধ্যায় দমদম নাগের বাজার ১০, যুগীপাড়া রোডের ''রাধা বিনোদ জিউর'' মন্দির প্রাঙ্গণে অমল চৌধুরী ও শিখা চৌধুরীর সুষ্ঠু পরিচালনায় ভগবান শ্রীশ্রী কৃষ্ণের শুভ ঝুলনযাত্রা উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। সন্ধ্যারতির পর বিভিন্ন দিনে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন শিক্ষক রামমোহন ভট্টাচার্য। অশোক ভট্টাচার্য, পার্থসারথী গোস্বামী, রঘুপতি দাস মোহান্ত প্রমুখ। সাথে পার্কাসন ও তবলা বাজান ফাল্গুনী ভট্টাচার্য ও পীযূষ ঘোষ। ভাগবত পাঠ করেন ডঃ হারান বন্ধু ব্রহ্মচারী, বিনয়কৃষ্ণ গোস্বামী, রাধারমন দাস ও প্রাণেশ দাস বাবাজী। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শ্যামল চৌধুরী। শেষে ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

জন্মাষ্টমী মহোৎসব

হীরালাল চন্দ্র : গত ১৪ আগস্ট সন্ধ্যায় ''প্রয়াসের'' উদ্যোগে ৪০/১এ, মহেন্দ্র গোস্বামী লেনে ভক্তিমাতা ছবি গোস্বামীর পৌরহিত্যে ও সম্পাদিকা শম্পা মুখার্জীর সুষ্ঠু পরিচালনায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ স্মৃতি বিজড়িত জাগ্রত গৃহদেবতা ''রাধাকৃষ্ণ'' মন্দির প্রাঙ্গণে ভগবান শ্রীশ্রী ''কৃষ্ণের'' শুভ জন্মদিন উপলক্ষ্যে ''জন্মাষ্টমী'' মহোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল। প্রথমে সন্ধ্যারতির পরে শ্রীকৃষ্ণের মহান ঐতিহাসিক জীবনী ও প্রেমলীলা সম্বন্ধে সারগর্ভ ভাষণ দেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সরোদবাদক ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ শীল। বিশেষ অতিথি ছিলেন সোমনাথ মুখোপাধ্যায়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন প্রতিভাময়ী শিল্পী শিপ্রা রায়, সুমা দাস, মৌমিতা চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। সাথে তবলা বাজিয়ে মোহিত করেন সমীর রায়। কবিতা পাঠ করেন শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। শেষে ভক্তদের প্রসাদ দেওয়া হয়।

পারিজাত সংঘের থিম চলো রাজস্থান

নিজস্ব প্রতিনিধি : দুর্গা পূজার কলকাতার থিমের তাপ গ্রাম-মফঃস্বলের পূজাতেও ছাপ ফেলেছে। সাবেকিয়ানাতে থেমে থাকতে রাজি নয় গ্রাম বাংলার পূজাগুলো। দক্ষিণ শহরতলির নোদাখালি থানার অন্তর্গত বারাতলা এলাকার পারিজাত সংঘ এবছর তাদের ৩১ তম বর্ষে নিবেদন করছে— চলো রাজস্থান। মরুভূমির মাঝে প্রাচীন দূর্গে দূর্গা প্রতিমা বিরাজ করবে। থার্মোকল, প্লাই ও বালি-রঙ দিয়ে গড়ে উঠবে মণ্ডপ। থিম সৃজনে থাকছেন রঞ্জিত প্রামাণিক, প্রতিমা গড়বেন উত্তম জানা। প্রসঙ্গত গত বছর গোপাল ভাঁড় ও কৃষ্ণচন্দ্রের রাজবাড়ি গড়ে নোদাখালি থানা সমন্বয় কমিটির স্বল্প বাজেটের পূজায় শ্রেষ্ঠ শারদ সম্মান অর্জন করেছে পারিজাত সংঘ। সংঘের সম্পাদক তপন হালদার জানালেন, এবছরও মানুষ আমাদের সার্বিক পূজার আয়োজনে আনন্দ পাবেন। প্রতিদিনই থাকবে নানা বৈচিত্র্যমূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মিনি রাজস্থানে এই সংগঠনের অন্যতম সদস্য অরবিন্দ মণ্ডল।

ছাত্র জীবন থেকে জ্যোতিষশাস্ত্র চর্চা করা দরকার : চিন্ময় রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি দক্ষিণ কলকাতার সুজাতা সদনে জ্যোতিষীদের এক সম্মেলনে প্রখ্যাত চলচিত্র অভিনেতা চিন্ময় রায় জ্যোতিষ শাস্ত্রের উপর আলোকপাত করে এক নাতিদীর্ঘ বক্তব্য বলেন, ''ছাত্র জীবন থেকে জ্যোতিষশাস্ত্র চর্চা করা দরকার, জ্যোতিষ বিদ্যা বিজ্ঞানসম্মত। পড়াশুনাতে জ্যোতিষশাস্ত্র আবশ্যিক করা দরকার। অন্যান্য বিজ্ঞান চর্চার সাথে অন্তত ২টি পাতা জ্যোতিষচর্চার জন্য আবশ্যিক করা দরকার। যার ভাল লাগবে সে ভবিষ্যৎ জীবনে যাতে জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উপর নজর রেখে যথার্থ জ্যোতিষ হয়ে উঠবে। এটা স্পিডের যুগ। যে যত জোরে দৌড়াবে তার তত কৃতিত্ব। কিন্তু কার পক্ষে কতটা দৌড় সার্থক হবে তা জ্যোতিষশাস্ত্র নির্ধারণ করতে পারে। জ্যোতিষ শাস্ত্র অত্যন্ত জটিল। এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে হলে যথেষ্ট ধৈর্য দরকার। জ্যোতিষীর মধ্যকার বিজ্ঞান চর্চা না হওয়ায় জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর বিশ্বাসযোগ্যতা বড় কম। উত্তমকুমারের জ্যোতিষীতে আস্থা ছিল। উত্তম কুমারের হাতে ছিল পদ্মফুলের মতো- শ্যুটিং করতে গিয়ে এটা দেখেছি।'

জ্যোতিশাস্ত্র কি বিজ্ঞান? এ ব্যাপারে আলোকপাত করার জন্য আলিপুর বার্তার প্রবীণ সাংবাদিক দুর্গাদাস সরকারকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। শ্রীসরকার এ প্রসঙ্গে বলে, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড নিয়মের গণ্ডিতে বাধা। সমগ্র জগত নির্দিষ্ট নিয়মে নির্দিষ্ট সময় নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। মানুষ ব্রহ্মাণ্ডের অঙ্গ। কাজেই মানুষের চলাফেরার নির্ঘন্ট নিয়মেই বাধা। জ্যোতিষশাস্ত্র সেই সময়ের গণনা করে চলার ভবিষ্যৎ আগাম

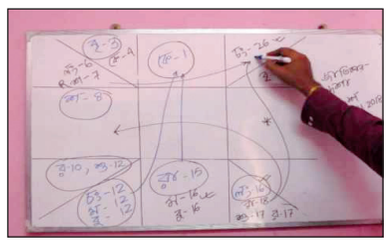

বলে দিতে পারে। তবে দেখা যায় অনেকের ভবিষ্যৎ মেলে না। আবার অনেকের ক্ষেত্রে মিলে যায়। অ্যাস্ট্রোনমিতে অঙ্ক করে বহু বছর আগে থেকেই বলা যায় গ্রহণ, সূর্যাস্ত, সূর্যোদয় ইত্যাদি। এদের ভবিষ্যৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে মেলে, তাই অ্যাস্ট্রোনমিকে বিজ্ঞান হিসাবে মানতে কারোর আপত্তি থাকে না। কিন্তু জ্যোতিষীদের ক্ষেত্রে দেখা যায় ভবিষ্যৎবাণী মিললে দুহাত তুলে নাচে, না মিললে চুপ করে যায়। এটাই যদি বিজ্ঞানের মানদণ্ড হয় তবে তো আবহবিদ্যাকেও বিজ্ঞান বলা যায় না। কারণ আবহবিদদের বেশির ভাগ কথাই মেলে না। অনেক ডাক্তার রোগীর রোগ নির্ণয় না করতে পেরে ভুল চিকিৎসা করে থাকেন। তাহলে কি বলতে হবে শাস্ত্র কিংবা চিকিৎসা শাস্ত্র বিজ্ঞান সম্মত না, না বলা হবে যারা যথার্থ বলতে না পারে তারা যথার্থ শিক্ষিত নয়। জ্যোতিষীর বেলাও তাই।'' অধ্যাপক অর্জুন চক্রবর্তী বলেন, নবাংশু বর্গ চক্র চর্চা করলে পূর্ব জন্মের কথা জানা যায়। পন্ডিত অনিমেষ শাস্ত্রী বলেন, মনগড়া কথা বললে চলবে না। শাস্ত্র থেকে নিংড়ে যেটা বের হবে সেটাই ঠিক মতো কাজে লাগাতে হবে। সব জ্যোতিষীদের এক ছাদের তলায় আসতে হবে। জ্যোতিষচর্চার মধ্যে আছে অংক, ডিগ্রি, রং। কোনও দেবতা নেই। আচার্য সত্যানন্দ বলেন, জ্যোতিষ শাস্ত্র অত্যন্ত কঠিন বিষয়, প্রাচীন যুগে আয়ুর্বেদ আর জ্যোতিষী ছিল প্রধান বিদ্যা, অধ্যাপক সোমনাথ চক্রবর্তী বলেন, জ্যোতিষ বিচার পদ্ধতির মান্যতা আনতে হবে। সভা শেষে বিদ্যুৎ চক্রবর্তী কয়েকটা জ্যোতিষীর টোটকা উপহার দেন।

মাঙ্গলিকী

বার্ষিক মিলনোৎসব

হীরালাল চন্দ্র : গত ৫ আগস্ট সন্ধ্যায় নাগের বাজার ৪৩, গোরক্ষবাসী রোডে ''দমদম প্রতাপাদিত্য নগর স্বাস্থ্য ও জনকল্যাণ কেন্দ্রের'' উদ্যোগে নিজস্ব ভবনে বার্ষিক উৎসব ডাঃ শান্তিরঞ্জন রায়ের পৌরোহিত্যে এবং সম্পাদক অধীর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুষ্ঠু পরিচালনায় সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। সঙ্গীত পরিবেশন করেন নূপুর ভট্টাচার্য, মল্লিকা রায়, স্মৃতি পাল, বাবুসোনা মুখোপাধ্যায়, তৃপ্তি দাস, পবিত্র পাল, শর্মিলা বন্দ্যোপাধ্যায়, ধ্রুব সাহা প্রমুখ। তবলা বাজান শীবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। নৃত্যে ছিলেন সায়নী রায় কবিতা। কবিতা পাঠ করেন সুপ্রভা পাল ও নক্ষত্র দেব। ভাষ্য পাঠ করেন নিমাই মুখোপাধ্যায়। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কর্মসচিব ফাল্গুনী ভট্টাচার্য। সংস্থার জনসেবামূলক কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : ১। আর্ত ও পীড়িত মানুষের সেবা, ২। প্রণম্য মনীষীদের জন্ম উৎসব। ৩। প্রজাতন্ত্র দিবস পালন, ৪। শিশুদের পোলিও খাওয়ানো, ৫। বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা, ৬। বিনা পারিশ্রমিকে চিকিৎসকদের দ্বারা রোগীদের পরিষেবা, ৭। অর্থ সংগ্রহ, ৮। প্রতিমাসে তিনশত রোগীর চিকিৎসা, ৯। পুরুষ ও মহিলাদের যোগব্যায়াম শিক্ষাদান, ১০। স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির ও মরনোত্তর চক্ষু ও দেহদান কর্মসূচি। চিকিৎসকদের নাম : ডাঃ পিকে চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ এস কে রুদ্র, ডাঃ এস কে সাহা, ডাঃ রাজীব সিং, ডাঃ শান্তিরঞ্জন রায় প্রমুখ।

কবি সুকান্ত জন্ম জয়ন্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি সোনারপুর বঙ্গ শিশু সাহিত্য অঙ্গনের উদ্যোগেগোড় খাড়া মালির বাগানে কবি সুকান্ত ৯২তম জন্ম জয়ন্তী উদযাপন হোল। সংবর্ধিত করা হয় সোনারপুর থানার আইসি পরেশ চন্দ্র রায় ও অতন্দ্র প্রহরী পুরস্কার ভূষিত করা হয় প্রাক্তন মেজর ও কবি সমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে। এদিন কবি সুকান্ত সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক গোবিন্দবাবু বলেন– কবি সুকান্ত জন্মেছিলেন ৪২ নং কালীঘাটে মহিম হালদার স্টিটের বাড়িতে। ১৩৩৩ সালে ৩০শে শ্রাবণ এবং তিনি যক্ষা রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক ১৩৫৪ সাল ২৯শে বৈশাখ। রাজ্যে সুকান্তর জন্ম বা মৃত্যু বার্ষিকী অনুষ্ঠান করতে খুব একটা দেখা যায় না। তিনি ছিলেন মানুষের আর্তনাদ, ভয়াল ও দুর্ভিক্ষের কবি। কবিতার দলীয় শ্লোগান লিখেছিলেন। অল্প বয়সে রাজনীতি কর্মী হয়ে ওঠেন। তাঁর লেখা ছাড়পত্র, পূর্বাভাস, ঘুম নেই, মিঠে করা, অভিযান, হরতাল, রানার, কবিতা দুর্গত মানুষের নিয়ে লেখা। কবিতা পাঠ করে শোনালেন –শোনরে মালিক, শোনরে মজুতদার। তিনি কঠোর বামপন্থী মনোভাবাপন্ন হলেও তাঁর মধ্যে কোন গোড়ামি ছিলো না। এর পর আই সি পরেশ বাবু বলেন এখনো পর্যন্ত পুরো স্বাধীনতা আমরা পাইনি। আজ যদি নেতাজির অন্তর্ধান না হোত তবে পুরো স্বাধীনতা আমরা পেতাম। সেদিন শিশু সাহিত্য অঙ্গনে দূরদূরান্তে থেকে আসা বহু সাহিত্যিকের সমাগম হয়। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা তথ্য সাংস্কৃতিক আধিকারিক তাপস ভাওয়াল, রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত কবি সুনির্মল চক্রবর্তী ও শিশু সাহিত্যিক অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন পুরকাইত, নরেন্দ্রপুর কলেজের অধ্যাপক ডঃ গোবিন্দ সরকার ও এক ঝাঁক বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সংস্থার সম্পাদক সুবল চন্দ্র নস্কর।

ফিনিক এর নাটক ঝাঁসি ব্রিগ্রেড

নিজস্ব সংবাদদাতা : ৬ আগস্ট কাঁচরাপাড়া ফিনিক নাট্য গোষ্ঠীর উদ্যোগে বর্তমান সময়ে নারী নির্যাতনের প্রেক্ষাপটে ঝাঁসি ব্রিগ্রেড নামে একটি মনো' নাটক তপন থিয়েটার হলে পরিবেশিত হোল। কাঁচরাপাড়া,হালিশহর,নৈহাঋই প্রভৃতি অঞ্চলের নাট্যপ্রেমী তরুণ প্রজন্মকে সঙ্গে নিয়ে ফিনিক নাট্য সংস্থা সেই ১৯৭৯ সাল থেকে কাঁচরাপাড়া অঞ্চলে সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল গড়ে তুলেছ এবং নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে স্থানীয় এলাকায় জনমত গড়ে তোলার ব্যাপারে কার্যকারী ভূমিকা পালন করে চলেছে। বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় প্রেক্ষাগৃহ হয়ত পূর্ণ হয়নি তা ছাড়া গড়পড়তা বাঙালি যাদের হাতে একটু সময় থাকে সান্ধ্যকালীন কূটকাচালি ভরা নানা রকম সাংসারিক ষড়যন্ত্রমূলক বাংলা সিরিয়ালের দুর্নিবার আকর্ষণ ছেড়ে থিয়েটার হলে আসতে খুব একটা ইচ্ছা প্রকাশ করেনা।এর ফলে নিম্নগামী বাংলা সিরিয়ালের মান নাট্যপ্রেমীদের কাছে গভীর চিন্তার বিষয়।বিভিন্ন সময়ে ফিনিকের পরিবেশিত সামাজিক অবক্ষয়ের নাটক দেখার জন্য দক্ষিণ ২৪ পরগণার দুর্গম অঞ্চলে,মেদিনীপুর বা অন্যান্য শহরে বহু মানুষ ভিড় করে এবং আন্তরিকভাবে এদের অভ্যর্থনা জানায়। ঝাঁসি ব্রিগ্রেডের নাটকের মূল বিষয়বস্তু জীবনের চলার পথে নানা প্রতিকূলতার সাথে নিজেদের ফেলে আসা জীবনে অনেক দু:সময়ের দিনগুলো ভুলে গিয়ে নিজেদের অর্থনৈতিক ভাবে সাবলম্বী হয়ে ওঠার জন্য কলকাতার একটি মেসে ঝাঁসি ব্রিগ্রেড নামে একটি নারীবাহিনী তৈরি করে সমাজে নারীদের প্রতি নানা বঞ্চনা ও যৌন শিকারের বিরুদ্ধে লড়াই করে নিজেদের একটা বিধান তৈরি করেছে যা হয়ত সমাজের স্বীকৃত আইনের মধ্যে পড়েনা। তাদের মেসের ঝাঁসি ব্রিগ্রেডের সামিমা নামে এক সদ্যসার যৌন নির্যাতনের ঘটনা সকলের হৃদয় ছুঁয়ে যায় তার জন্য চূড়ান্ত শাস্তির নিদান দেয়। সামিমা কলকাতা শহরে ব্যাঙ্কে কর্মরত তার গ্রামের এক পরিচিত সুনীলের কথার ওপর বিশ্বাস করে চাকরির প্রলোভনে পা দিয়ে তার সাথে নিভৃতে সাক্ষাৎ করে।গ্রামের সেই দাদা সামিমার অসহায়তার সুযোগ নিয়ে অন্ধকার ঘরে মাদকদ্রব্য মিশিয়ে তার চরম সর্বনাশ করে। সমাজের তথাকথিত আইন তার এই চরম লাঞ্চনার কোন প্রতিকার করতে পারেনি। সামিমা মেসে এসে তার গ্রামের পরিচিত সুনীলের চরম লালসার স্বীকার হয়ে সর্বস্ব খুইয়ে লজ্জায়,অপমানে আত্মঘাতী হওয়ার উপক্রম করে।

সেদিন ঝাঁসি ব্রিগ্রেডের সদস্যরা তাকে নানাভাবে বুঝিয়ে একাজ করা থেকে বিরত করে এবং সেদিন শপথ নেয় যেভাবে হোক নানা ছলনায় ভুলিয়ে নারী ভোগকারী সুনীলকে এই মেসে নিয়ে চরম শাস্তি দেবে। এই কাজে পাঞ্জাবী মেয়ের অভিনয় করা চোস্ত হিন্দি ও বাংলা কথোপকথনে পারদর্শী রুনাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

এরপর নির্দিষ্ট দিনে নানা অছিলায় ভুলিয়ে ঝাঁসি ব্রিগ্রেডের মেসে সুনীলকে হাজির করা হয়। সুনীলের কৃতকর্মের স্বীকারোক্তির পর চরমশাস্তি হিসাবে তার পুরুষাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করে সারাজীবনের মতো ঘটনার কথা মনে রাখার জন্য ঝাঁসি ব্রিগ্রেড এই ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে অভিনয়ে অংশগ্রহণ করা এক দর্শক ঝাঁসি ব্রিগ্রেড আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া কতটা যুক্তি তা প্রশ্ন রাখেন। প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত থাকা দর্শকের কাছে পুলিশ প্রশাসন,নিরপেক্ষ বিচারক,বুদ্ধিজীবী,রাজনীতিবিদদের কাছে সমাজে তৈরি করা আইনে নারীরা কতটা সুরক্ষিত এই প্রশ্ন থেকে যায়। তাহলে সমাজে বিকৃত যৌনলালসা থেকে নিজেদের হাতে চরমপন্থা গ্রহণ করা সমাজের চোখে কি খুব অপরাধ এই প্রশ্ন থেকে যায়। সমগ্র নাটকটি যুগোপযোগী বলে মনে হয়েছে।

অভিনয়ে অংশগ্রহণকারী কলাকুশলীরা তাদের নাটকের চরিত্রগুলি সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছে। নাটকের রচনা করেছেন শিবশঙ্কর চক্রবতী,প্রয়োগ কাবেরী মুখার্জী, আলো মনোজ প্রসাদ,আবহ নগেন দত্ত, রূপসজ্জা তীর্থ দত্ত, সামগ্রিক পরিকল্পনা কনক মুখার্জী। বিভিন্ন চরিত্রে অংশগ্রহণ করেছে অমিতা সেন,রুনার ভূমিকায় ববিতা অধিকারী, পর্ণার ভূমিকায় দীপ্তি দাস, তৃষার ভূমিকায় মৌসুমী অধিকারী, সামিমার ভূমিকায় শতাব্দী নন্দী,সুনীলের ভূমিকায় কনক মুখার্জী এবং দর্শকের ভূমিকায় তীর্থ দত্ত।

'বাজলো তোমার আলের বেণু' সমৃদ্ধ 'সেতু'–র আগামী অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির জগতে 'সেতু' আজ এক উজ্জ্বল নাম। সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা হলেন সুখ্যাত আবৃত্তিকার কবি উদয় চক্রবর্তী। প্রতি বৃহস্পতিবার সংগঠনের সদস্যরা নিজেদের সংস্কৃতি চর্চার জন্য বসেন কুঁদঘাটের ৬০ বছর পার করা রবীন্দ্র নিকেতন পাঠাগারের উপরের সভাঘরে। আর ষান্মাসিক হিসাবে বছরে দুবার এঁরা সাহিত্য সংস্কৃতির আসর করেন (সাধারণতঃ) জীবনানন্দ সভাঘরে। এবারে প্রাক শারদ আসর হবে ৫ই সেপ্টেম্বর জীবনানন্দ সভাঘরেই। বিকাল ৫টা থেকে রাত্রি ৯টা অবধি চলবে আসর। সংগঠনের সদস্য সদস্যারা আসরে অংশগ্রহণ করবেন তাঁদের গল্প কবিতা পাঠের মাধ্যমে, সঙ্গীত ও শ্রুতিনাটক পরিবেশনের মাধ্যমে ('সেতু'র বিশেষত্ব হল সদস্যবৃন্দের নিয়মিত শ্রুতিনাটক চর্চা)। সংগঠনের সভাপতি বাগ্মী নিমাই মিত্র অনুষ্ঠানে প্রথম থেকে শেষ অবধি উপস্থিত থাকবেন। আর অবশ্যই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন 'সেতু'র উপরে যাঁর আশীর্বাদের হাত রয়েছে, প্রাজ্ঞতার আলোকে যিনি সদাই সাহিত্য সংস্কৃতির জগতে 'পথ' দেখান, সেই সর্বজন শ্রদ্ধেয় কবি রত্নেশ্বর হাজরা। অনুষ্ঠানে কয়েকজন আমন্ত্রিত কবি/লেখক/সঙ্গীত শিল্পী ও অংশ গ্রহণ করবেন। এই অনুষ্ঠানের মিডিয়া পার্টনার হিসাবে আলিপুর বার্তা। অনুষ্ঠানটি সম্পূর্ণই আমন্ত্রণমূলক।

যোগাযোগ : উদয় চক্রবর্তী

মোবাইল : ৯৩৩৯২৮৯০১৫।

আরও : বরিষ্ঠ কবি, গল্পকার শ্রীসৌরীন চ্যাটার্জী মহাশয়কে এবারের অনুষ্ঠানে বিশেষ সংবর্ধনা জানানো হবে।

ইতালি ও রয়্যাল স্কটিশ আকাদেমিতে

শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রথম দুই বাঙালি ভাস্কর

সুমিত দাশগুপ্ত

রোহিনীকান্ত নাগ : (১৮৬৬–১৮৯৫) উনিশ শতকে কিশোর রোহিনীকান্ত নাগের ইতালি যাত্রার মধ্য দিয়ে ইউরোপে কোনও বাঙালি শিল্পীর প্রথম শিল্প শিক্ষার সূচনা। রোহিনীকান্ত নাগের জন্ম ঢাকা জেলার মহেশ্বরদী পরগনার বারদী গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে। শৈশব থেকেই তিনি ছবি আঁকার প্রতি যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন। তিনি যখন সরকারি আর্ট স্কুলে চারুকলা বিভাগে ভর্তি হন তখন সেখানকার অধ্যক্ষ ছিলেন উইলিয়াম হেনরি জবিন্স এবং সহকারী অধ্যক্ষ ছিলেন ওলিন্টো গিলার্তি। এই গিলার্তি তেল রং, প্যাস্টেল ও এচিং এই তিন মাধ্যমে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। তিনি ১৮৮৬ থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত প্রায় দুই দশক কলকাতায় ইউরোপীয় শিল্পকলা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁরই উপদেশে তাঁর তিন উপযুক্ত শিষ্য চিত্রী শশীকুমার হেস, চিত্রী ও ভাস্কর রোহিনীকান্ত নাগ ও ভাস্কর ফণীন্দ্রনাথ বসু ইউরোপে যান উচ্চতর আকাডেমিক শিল্প শিক্ষাগ্রহণ করার জন্য।

রোহিনীকান্ত ১৮৯০ সালের মার্চ মাসে প্রায় বাইশ বছর বয়সে 'রুব্যাটিনো' জাহাজে ইতালির পথে পাড়ি দেন। সেখানে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী ফ্রান্সিসকো ক্রিসপির সাহায্যে রোমের রয়্যাল আকাদেমিতে ভর্তি হন। ১৮৯১ সালে ফাইন আর্টের বার্ষিক পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য তিনি যে পদক ও অর্থ পুরস্কার পান তার সংবাদ কলকাতায় তৎকালীন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বেশ কয়েক বছর পর রোমের ইনস্টিটিউট অব ফাইন আর্টস–এর এক প্রতিযোগিতায় তিনি দ্বিতীয়বার পদক লাভ করেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল ভারতে একটি বৃহৎ পরিসরে চারুকলা সংস্থা গঠনের। ১৮৯২ সালে কলকাতায় 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি প্রমোন অব ফাইন আর্টস অ্যান্ড ন্যাশনাল গ্যালারি' নামে বাঙালি শিল্পীদের যে প্রথম চারুকলা সংস্থা গঠিত হয় তিনি তার অন্যতম আহ্বায়ক ছিলেন। ইউরোপে থাকাকালীন চারুকলা গঠনের যে আবেদন সংবাদপত্রে প্রচারিত হয় সে আবেদনে গঙ্গাধর দে, গিরীশচন্দ্র পাল, ললিতমোহন বসু, প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পীদের সাথে রোহিনীকান্ত নাগের নামও প্রচারিত হয়।

পরবর্তী জীবনে দীর্ঘ প্রায় পাঁচ বছর ইতালিতে থাকার পর ১৮৯৫ সালের এপ্রিল মাসে 'পেশোয়ার' জাহাজে করে যখন তিনি কলকাতায় ফিরলেন তখন তিনি দুরারোগ্য যক্ষা রোগে আক্রান্ত। প্রথমে তিনি 'জেনারেল হাসপাতালে' ভর্তি হন কিন্তু চিকিৎসা কোনও উন্নতি না হওয়ায় ল্যান্সডাউন রোডের বাড়িতে স্থানান্তরিত হন এবং এখানেই ১৩ মে ১৮৯৫ সালে প্রয়াত হন। এর দু'বছর পর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজ খরচে ইতালি থেকে শিল্পীর চিত্র ও ভাস্কর্য ভারতে আনার উদ্যোগ নেন। বর্তমানে কেবলমাত্র জোড়াসাঁকো ঠাকুবাড়িতে তাঁর করা কয়েকটি ছবি রাখা আছে।

ফণীন্দ্রনাথ বসু (১৮৮৮–১৯৯৬)

অসাধারণ প্রতিভাধর শিল্পী ফণীন্দ্রনাথ বসুর জন্ম ১ মার্চ, ১৮৮৮ সালে ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুরের বহর গ্রাম। বাবা তারানাথ বসু রায়চৌধুরী ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁর ছোটবেলা কাটে বাবার কর্মস্থল রাজশাহী জেলার মহকুমা শহর নওগাঁ–এ। স্কুলে পড়ার সময়েই তিনি চারুকলার প্রতি আগ্রহী হন। যশস্বী ব্যারিস্টার পি মিত্র বালক ফণীন্দ্রনাথের শিল্প প্রতিভা লক্ষ্য করেন এবং তাঁর পিতাকে পরামর্শ দেন তাঁকে আর্ট স্কুলে ভর্তি করার জন্য। ১৯০২ সালে চোদ্দ বছর বয়সে তাঁর পিতা তাঁকে রণদাপ্রসাদ দাশগুপ্তের জুবিলি আর্ট আকাদেমিতে ভর্তি করে দেন। এখানে পাঁচ মাস শিক্ষালাভের পর তিনি সরকারি চারুকলা বিদ্যালয়ে যোগ দেন। তখন সরকারি চারুকলা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন আর্নেস্ট বিনবিল্ড হ্যাভেল। এক বছরের মধ্যে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁর প্রতিভার পরিচয় পান।

বিদ্যালয়ে সহকারি অধ্যক্ষ ইতালিয়ান ওনিন্টো গিলার্তি তাঁকে ইতালি যাওয়ার পরামর্শ দেন। পরে অবশ্য তিনি তাঁকে নির্দেশ দেন– ''ইংল্যান্ড যাও তুমি, কিছু ইংরেজি তোমার জানা ইংরেজি তোমার জানা আছে সুবিধা হলে সেখানেই হবে। ইটালিতে অনেক অসুবিধা। তাড়াছা ইটালিয়ান ভাষাও শিখতে হবে তোমাকে।'' রাজশাহী জেলার দুবলহাটি রাজার ছেলেদের বদান্যতায় ছবি এঁকে অর্থ জোগাড় করে এবং মাসিক পঁচাত্তর টাকার প্রতিশ্রুতি নিয়ে ১৯০৪ সালে মাত্র ষোল বছর বয়সে কিশোর ফণীন্দ্রনাথ ইংল্যান্ডের উদ্দেশে রওনা দেন।

লন্ডনে পৌঁছে ফণীন্দ্রনাথ 'রয়েল কলেজ অব আর্ট'এ বিনা বেতনে ভর্তি হওয়ার সুযোগ না পেয়ে চলে যান এডিনবরায়। এডিনবরায় 'রয়্যাল ইনস্টিটিউশনে' তিনি ভর্তির সুযোগ পান। ১৯০৯ সালে সেখান থেকে চলে আসেন 'এডিনবরা কলেজ অব আর্ট'এ। এখানে এসেই তিনি স্থির করেন তিনি ভাস্কর্যের পাঠ নেবেন। তাঁর দায়িত্ব নিয়েছিলেন বিখ্যাত অধ্যাপক ভাস্কর পার্সি পোর্টসমাউথ এআরএসএ। তিন বছর শিক্ষালাভ করে ১৯১১ সালে তিনি আর্ট কলেজের ছাত্রপত্র ও সঙ্গে 'স্টুয়ার্ট প্রাইজ' নিয়ে বেরিয়ে আসেন। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ১০০ পাউন্ডের 'ট্রাভেলিং স্কলারশিপ' দেন। এর সঙ্গে তদানীন্তন ভারত সচিবের নির্দেশে দেওয়া বাংলা সরকারের মাসিক বৃত্তিও ছিল। ১৯১১ সালে ফণীন্দ্রনাথ পূর্ব ইউরোপ যাত্রা করেন। এক বছরে তিনি ইতালি, ফ্রান্স, প্যারিস ভ্রমণ করে।

ফণীন্দ্রনাথ বসুর ব্রোঞ্জের তৈরি ভাস্কর্য "Boy in Pain" (1913)

ফণীন্দ্রনাথ বসুর ভাস্কর্য

প্যারিসে তাঁর সঙ্গে বিশ্ববিখ্যাত ভাস্কর রঁদ্যার সাক্ষাৎ হয়। বৃদ্ধ রঁদ্যা তাঁকে পেয়ে খুশি হয়ে বলেছিলেন 'তোমার শিক্ষার যদি কিছু থাকে তবে তা নিশ্চয়ই পাবে আমার কাছে।' ফণীন্দ্রনাথ থেকে গেলেন 'ওতেল বিরঁ–এতে এবং শিক্ষাগ্রহণ করেন। এডিনবায় ফিরে এসে নিজের স্টুডিও তৈরি করেন। পেশাদারি ভাস্কর্য রচনার সঙ্গে বিভিন্ন প্রদর্শনীতেও অংশগ্রহণ করতে থাকেন তিনি। ১৯১৩ সালে রয়্যাল স্কটিশ আকাদেমি ও ১৯১৪ সালে লন্ডনে রয়্যাল আকাদেমির প্রদর্শনীতে তিনি অংশগ্রহণ করেন। তাঁর রচিত 'দি বয় অ্যান্ড দি ক্র্যাব' ও 'দি হান্টার' প্রদর্শিত হয় লন্ডনের রয়্যাল আকাদেমিতে।

ওই বছরেই রয়্যাল আকাদেমির প্রদর্শনীতে এসেছিলেন স্যার উইলিয়াম গোকম্ব জন। প্রখ্যাত এই ভাস্কর ফণীন্দ্রনাথে 'দি হান্টার' ভাস্কর্যটি দেখে মুগ্ধ হয়ে কিনে নিয়েছিলেন। বরোদার মহারাজ সায়াজীরাও গায়কোয়াড় তখন ব্রিটেনে। ভাস্কর স্যার উইলিয়াব গোকম্ব জনের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠতা। সেই সূত্রে স্যার উইলিয়ামের বাড়িতে গিয়েছিলেন সায়াজীরাও।

তাঁর ড্রইংরুমে নানা পাথর ও ব্রোঞ্জের মূর্তির মধ্যে দেখতে পান ফণীন্দ্রনাথের 'হান্টার'। কথা প্রসঙ্গে জানতে পারেন ভাস্কর্যটির রচয়িতা একজন ভারতীয়, বিস্ময়াবিভূত হয়ে পড়েন সায়াজীরাও গাড়কোয়াড়। তিনি এডিনবরায় ফণীন্দ্রনাথের স্টুডিওতে গিয়ে উপস্থিত হন এবং ওই 'হান্টার'এর একটা 'রেপ্লিকা' চান যেটি তিনি বরোদার আর্ট গ্যালারিতে রাখতে চান। ফণীন্দ্রনাথ তাকে দ্বিতীয় একটি 'হান্টার' করে দেন। এছানাও সায়াজীরাও–এর অনুরোধে বরোদার লক্ষ্মীবিলাস প্যালেস গার্ডেনের জন্য আটটি ব্রোঞ্জের মূর্তি ফণীন্দ্রনাথ তৈরি করে দেন। ১৯১৪ সালে সায়াজীরাও–এর অনুরোধে কয়েকদিনের জন্য বরোদায় এসেছিলেন ফণীন্দ্রনাথ কিন্তু ব্রোঞ্জ ঢালাইয়ে অসুবিধা দেখা দেওয়ার ফিরে যান এডিনবরায়। সেখান থেকে গায়কোয়াড়ের কাজ করেছিলেন। বরোদায় ফণীন্দ্রনাথের করা বেশ কিছু ভাস্কর্য রয়েছে মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কাজ দুটি হল Boy with Falcon এবং On the way to temple. ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, পার্থ–এর সেন্ট জনস চার্চে সংরক্ষিত বিপুল পরিমাণ স্মরণীয় ভাস্কর্যের বাইরে একমাত্র ফতেসিং মিউজিয়াব এবং বরোদার মিউজিয়াম ও পিকচার গ্যালারিতে তাঁর কাজ সংরক্ষিত আছে। স্কটল্যান্ডের সমৃদ্ধ জনপদ পার্থ শহরে প্রাচীন সেন্ট জন চার্চে সাধু জনের অর্ধনগ্ন মূর্তিটি ও এর সঙ্গে খ্রিষ্ট জীবন ও নিউ টেস্টামেন্টের নানা আখ্যানের প্যানেল ও রিলিফ কাজগুলি ফণীন্দ্রনাথের রচনার এক উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

বরোদায় সায়াজীরাও গায়কোয়াড় অর্ধ শতাব্দীর রাজ্যকাল পূর্তি উৎসব উপলক্ষে তাঁকে 'রাজশিল্পকর' খেতাবে সম্মানিত করেছিলেন। আড়াই হাজার টাকা সম্মানস্বরূপ দিয়েছিলেন এবং পাঁচ বছরের জন্য মাসিক একশো টাকা বৃত্তি নির্ধারিত করেছিলেন। ১৯১৬ সালে ফণীন্দ্রনাথ সে দেশের এক মহিলাকে বিবাহ করেন ও এডিনবরায় বাড়ি কিনে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। নতুন দিল্লির অলংকরণের জন্য অ্যাসিস্ট্যান্ট আর্কিটেক্ট মনোনীত হয়েছিলেন ফণীন্দ্রনাথ।

কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল–এর জন্য ভারত সরকার তাঁকে 'কমিশন' দেন, কিন্তু অজ্ঞাত কারণে দুটি প্রস্তাবই তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯২৫ সালের ১৮ মার্চ ডাবি–ই এস ফ্লেজারের সভাপতিত্বে রয়্যাল স্কটিশ আকাদেমি অভিজ্ঞানপত্র তুলে দেন ফণীন্দ্রনাথের হাতে। অর্থাৎ এ আর এস এ এসোসিয়েট অব দি রয়্যাল স্কটিশ আকাদেমি। স্কটিশ আকাদেমির দীর্ঘ তালিকায় তিনি প্রথম ভারতীয়, নির্বাচনে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন গ্লাসগোর খ্যাতনামা ভাস্কর বেন্নোসেজ। নির্বাচনে ফণীন্দ্রনাথের পক্ষে ভোট ছিল ৩১ বিপক্ষে ৮।

১৯২৬ সালে ১ আগস্ট মাত্র সাঁইত্রিশ বছর পাঁচ মাস বয়সে স্কটল্যান্ডে পিবলস শহরে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর রচিত ভাস্কর্যগুলি হল— The Hunter, The Boy and the crab, Boy in pain, The end of the day, The snake charmer, To the temple, To the Well, The sadhu.

গ্যালারি থেকে সুমিত দাশগুপ্ত

কালার কন্ট্যুর

সম্প্রতি কালার কন্ট্যুর গগনেন্দ্র প্রদর্শনশালায় তাদের দ্বিতীয় সম্মেলন প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন চিত্রী দিপ্তীশ ঘোষ দস্তিদার। প্রদর্শনী কক্ষে দশজন চিত্রীর শিল্পকর্মের সমাবেশ দেখা গেল। এরা প্রত্যেকেই বিড়লা আকাদেমির আর্ট ক্লাসের ডিপ্লোমা অর্জন করেছেন। প্রত্যেকের কাজেই স্বতন্ত্র ভাবনার পরিচয় পাওয়া গেল। প্রীতি সাউ জলরঙে কোলাজধর্মী কাজ করেছেন যা দর্শককে আকর্ষণ করে। ঝুম্পা কর ফিগারেটিভ ছবিকে এক নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করেছেন। কৃষ্ণকলি মুখার্জীর বাস্তবধর্মী কাজ ভাল লাগে। অভীক চৌধুরী তেলরঙে কিছু দৃষ্টিনন্দন ক্রিয়েটিভ ছবি এঁকেছেন। সুজিত সেনের ছবিতে অন্যধরণের চিন্তাভাবনার বহিঃপ্রকাশ দেখা গেল। অভিজিত বাংগাল এর জলরঙের কাজটিও প্রশংসাযোগ্য। অপূর্ব পালের কাজে দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। পূজা রায় বাস্তবধর্মী ছবির সঙ্গে তার কল্পনার এক সুন্দর সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। ইনডোর ও আউটডোর দুধরনের বিষয় নিয়েই তিনি কাজ করেছেন যেখানে রঙের ব্যবহারও যথোপযুক্ত হয়েছে। মৌসুমী সরকার এর কাজে বিষয়বস্তুর সঙ্গে রঙের প্রয়োগের এক সুন্দর মেলবন্ধন দেখা গেল। সোনালী সরকারের কাজেও এক অন্য মাত্রা সংযোজিত হয়েছে।

ডঃ সুবিমলেন্দু বিকাশ সিনহার চিত্র প্রদর্শনী

সম্প্রতি আকাদেমি অফ ফাইন আর্টসের নর্থ গ্যালারিতে ডঃ সুবিমলেন্দু বিকাশ সিনহার এক প্রদর্শনী হয়ে গেল যার শিরোনাম ছিল 'ভার্স অফ লাইন' যেখানে ড্রইং পেইনটিং, গ্রাফিক্স ও ভাস্কর্য সব মাধ্যমের কাজ দেখার সুযোগ ঘটল। সুবিমলেন্দু বাবুর কাজের বিশেষত্ব হল তার দ্রুতগতির লাইন ড্রইং। তার বিষয় হল মূলত নারী এবং কিছু উদ্ভিদ ও জীবজন্তু। তিনি কয়েক বছরের মধ্যে প্রায় দু হাজার সাতশো এইরকম ড্রইং করেছেন। প্রদর্শনীতে বেশ কয়েকটি পেইনটিং, কিছু ভাল গ্রাফিক্সএর কাজ এর নিদর্শন পাওয়া গেল। এছাড়াও টেরাকোটায় নির্মিত কয়েকটি সুন্দর ভাস্কর্যের উপস্থিতিও লক্ষ করা গেল। সুবিমলেন্দু বাবুর শিল্পশিক্ষা সরকারী চারুকলা মহাবিদ্যালয়ে পেইনটিং নিয়ে ডিপ্লোমা এবং পরে রবীন্দ্রভারতী থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পেইনটিং এবং আধুনিক নন্দনতত্ত্বে। হাঙ্গেরি থেকে তিনি চবি রেস্ট্রোরেশনের শিক্ষা নিয়ে এসেছেন। নন্দনতত্ত্বের ওপর তার লেখা বেশ কয়েকটি বইও প্রকাশিত হয়েছে। একসময়ে ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজের প্রিন্সিপ্যালের দায়িত্ব পালন করেছেন। গর্ভনমেন্ট আর্ট কলেজে রিডারএর পদেও তিনি কর্মরত ছিলেন। তিনি কলকাতার কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছবি ও মূর্তি রেস্ট্রোরেশনের দায়িত্বও পালন করেছেন।

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা **কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১**

আমাদের প্রতিনিধি ● উত্তর ২৪ পরগনা : কল্যাণ রায়চৌধুরী –৯০৫১২০৮৪৬০/ হুগলি : মলয় সুর –৮৪২০৩৩২৭৯৬/ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর : পুলক বড়পন্ডা – ৯৬৩৫৯৮৫৫৭০/বীরভূম: অভীক মিত্র–৮১১৬৪৮৭০৪৬

হোয়াইট ওয়াশের রেশ অব্যাহত

একদিনের সিরিজেও দাপট কোহলিদের

অরিঞ্জয় মিত্র

টেস্টে শ্রীলঙ্কাকে নাস্তানাবুদ করেও যেন শান্তি হচ্ছে না টিম কোহলির। ৫ ম্যাচের একদিনের সিরিজেও সেই এক দাপট দেখাতে শুরু করেছে তারা। যথারীতি সিরিজে লিড নেওয়া শুরুও হয়ে গিয়েছে। আর টেস্টে ভারতের জয়ের অন্যতম দুই কাণ্ডারী শিখর ধাওয়ান ও অধিনায়ক বিরাট যেন এই সিরিজে তাঁদের পুরনো মেজাজ আরম্ভ করেছেন। প্রথম ওয়ান ডে জয়ে এই জুটি যথারীতি তাঁদের টপ ফর্ম প্রদর্শন করেছেন। শিখর ধাওয়ান যেভাবে সেঞ্চুরি করেছেন ও অধিনায়ক কোহলি যেভাবে তাঁকে সঙ্গত করেছে তাতে শ্রীলঙ্কান এক্সপ্রেস একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে। তাও বিদেশের মাটিতে টিম ইন্ডিয়ার এই একের পর এক সাফল্য চুপ করাতে পারছে না কিছু ওস্তাদ মার্কা বিশেষজ্ঞকে। এঁদের মুখে যেভাবে তুবড়ি ফুটছে তা মোটেই অভিপ্রেয় নয় ভারতীয় ক্রিকেটের এই সুখের সময়। অহেতুক হিংসার বশীভূত হয়েই তাঁরা এই আচরণ করছে বলে সাফ বোঝা যাচ্ছে। শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট টিম বরাবর বিশ্বে সমীহ জাগিয়ে আসছে। তাঁরা বিশ্বকাপ পর্যন্ত জিতেছে। ক্রিকেট বিশ্বের সব দলের সঙ্গে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করেছে। সব ধরণের ফর্ম্যাটে এই দলটা নিজেদের মেলে ধরেছে। একটা সময় ছিল শ্রীলঙ্কাকে তাদের ডেরায় হারানো ছিল রীতিমতো কষ্টকর কল্পনার মতো। সেই কল্পনাই আজ সত্যি হয়ে আছড়ে পড়েছে লঙ্কার মাটিতে। শুধু হারানো নয়, লঙ্কার যাবতীয় অহঙ্কারকে এভাবে টেনে নামানোর নজির ভারতীয় ক্রিকেটে খুব একটা নেই। দেশের মাটিতে অনেক অধিনায়কের নেতৃত্বে 'মারিতং জগতং' হয়েছে, সিরিজ জিতেছেও ভারত একতরফাভাবে। কিন্তু বিদেশে গিয়ে এভাবে বিদেশি দলকে হারানো, ভাবাই যায় না। ভারত যে কতটা কর্তৃত্ব নিয়ে সাম্প্রতিক টেস্ট সিরিজ জিতেছে তা পরিসংখ্যানের দিকে একটু তাকালেই বোঝা যাবে। শেষ দুটি টেস্টে ভারত মাত্র একটি ইনিংস ব্যাট করেছে। অর্থাৎ শ্রীলঙ্কাকে ফলোঅন খাইয়ে দফারফা করে দিয়েছে বিরাট বাহিনী। এতটা খারাপ খেলতে শ্রীলঙ্কাকেও বহুদিন দেখা যায় নি। তবে এটা বলে ভারতের কৃতিত্বকে কিছুতেই অস্বীকার করা যাবে না। সবচেয়ে বড় কথা পুরনোদের অবসরের পর নতুনদের উঠে আসাও সেখানে চলছে নিয়ম করে। ফলে গরিমা হারাচ্ছে না শ্রীলঙ্কান ক্রিকেট। এই তো চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারত ফাইনালে গেলেও গ্রুপের ম্যাচে তাদের কিন্তু হারিয়ে দিয়েছে লঙ্কা। সেটা তাদের একটা বড় সাফল্য তো বটেই। এহেন লঙ্কা যে দুর্বল টিম সেই অজুহাত মোটেই দেওয়া যাবে না। তারিফ করতে হবে টিম ইন্ডিয়ার দুরন্ত পারফরমেন্সের। যার জেরে আপাতত লঙ্কার দুর্গ ভেঙে ছত্রখান।

এই মুহূর্তে টিম বিরাটের হাতে যেসব অস্ত্র আছে তা 'মার মার কাট কাট' হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে প্রতিপক্ষের ওপর। যার জলজ্যান্ত নমুনা উপলব্ধি করল শ্রীলঙ্কা। কাকে ছেড়ে কার কথা বাদ দেওয়া যায় এই দুর্দান্ত টিম ইন্ডিয়ার। রবীন্দ্র জাদেজা ও রবিচন্দ্রন অশ্বিনের কথাই ধরা যাক। এই দুই তারকা স্পিনার প্রায় প্রতি টেস্টেই নিয়ম করে ৫–৭ উইকেট তুলে নিচ্ছে একার ঝুলিতে। তার ওপর ৫০–এর ওপর স্কোর নিয়ম করে আসছেন এই স্পিনার জোর। ভারতের টানা ৮টি টেস্ট সিরিজ জয় এই জুটির অবদান তাই প্রথমেই তুলে ধরতে হচ্ছে। ওপেনিং জুটির গোড়াপত্তন নিয়েও বিশেষ করে আলোচনা করতে হয়। শিখর ধাওয়ান, লোকেশ রাহুল, অজিঙ্কে রাহানে, চেতেশ্বর পূজারা–রা প্রায় নিয়ম করে বড় রান পাচ্ছেন। শুধু তাই নয়, ভারতকে একটা মজবুত ভিতের ওপর দাঁড় করাচ্ছে এই দাপুটে ওপেনিং। মিডল অর্ডারে বিরাট কোহলি নিজেই একটা স্তম্ভ। যেভাবে শতরান ও অন্যান্য রেকর্ড গড়ে তুলছেন বিরাট তাতে আগামী দিনে যাবতীয় রেকর্ড যে ভাঙতে চলেছে তা একরকম নিশ্চিত। অধিনায়ক বিরাটের পাশাপাশি ব্যাটসম্যানের কোহলির দাপট আবার প্রত্যক্ষ করল ক্রিকেট দুনিয়া। বিরাট ঝড় যে গতিতে এগোচ্ছে তাতে আগামী দিনে কোনও রেকর্ডই যে নিরাপদ নয়, তা এখন থেকেই বলে দেওয়া যায়। ভারতীয় দলের পেস অ্যাটাকও এখন যথেষ্ট শক্তিশালী। ইশান্ত, ভুবনেশ্বর, সামি, উমেশ যাদবরা দলের ভরসার যোগ্য জবাব দিচ্ছেন তাঁদের দুরন্ত পারফরমেন্সে। এর সঙ্গে লেগস্পিনার তথা চায়নাম্যান স্পিনার কুলদীপ যাদবও যখন সুযোগ পাচ্ছেন তখনই তুখোড় বোলিং করে কামাল করে দিচ্ছেন। আর একজনের কথা উল্লেখ না করলে পুরো লেখাটাই মাটি হয়ে যাবে। তিনি হলেন উইকেটকিপার ঋদ্ধিমান সাহা। যেভাবে একেকটা ক্যাচ নিচ্ছেন পাখির দক্ষতায় তা প্রমাণ করছে ঋদ্ধি এই মুহূর্তে শুধু এদেশের বলে নয়, বিশ্বের সেরা কিপারও বটে। পাশাপাশি ব্যাটিংটাও ঋদ্ধি যথেষ্ট সাবলীল ভঙ্গিতে করছেন। এর সঙ্গে রবি শাস্ত্রী যোগ দেওয়ার পর টিম ইন্ডিয়ার কনসার্ট যেন ফুল ফর্মে বেজে উঠছে। এতটা শক্তিশালী ভারতীয় দল বোধহয় ধোনি বা সৌরভও পান নি। সুতরাং এই টিমকে শিখরে তুলে ধরার বিস্তর অবকাশ রয়েছে। সেটাই কার্যত এখন মেলে ধরছেন অধিনায়ক বিরাট।

সামনের অক্টোবরে এই দুর্বল শ্রীলঙ্কা ভারত সফরে আসছে। তখন তাদের সিরিজে হারাতে পারলে তাদের জয়ধ্বজা আরও দ্রুত হয়ে উঠবে। কোহলি হয়ে যাবেন সেই অধিনায়ক যাঁর নেতৃত্বে একটানা ৯টা সিরিজ জিতেছে ভারত। ভারতের এই বিজয়রথের নিচে চাপা পড়েছে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ইংল্যান্ড, ওয়েস্টইন্ডিজ, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশের মতো দল। ক্যারিবিয়ানদের তো আবার তাঁদের দেশের মাটিতে দু–দুবার হারিয়েছে টিম কোহলি। বিরাট কোহলি টিমের দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই যেভাবে একের পর এক সিরিজে আধিপত্য দেখিয়েছে ভারত তা প্রমাণ করেছে টিম ইন্ডিয়া এখন বিশ্বের অন্যতম সেরা শক্তি। অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে টক্কর নেওয়ার প্রকৃত ক্ষমতা একমাত্র ভারতেরই আছে বলে মনে করছে ক্রিকেট বিশ্ব। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে সেদেশের মাটিতে খালি হারানো নয় নিউজিল্যান্ড, ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়াকে দেশে সিরিজে পরাজিত করা নয়, রীতিমতো ল্যাজেগোবরে করেছে ভারত। আর এ সব কিছুই বিরাটের অধিনায়কত্বে সম্ভবপর হয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে কতটা চার্জড হয়ে রয়েছে এই দল। একমাত্র ব্যর্থতা বলতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে চিরশত্রু পাকিস্তানের কাছে হারা। তাও সারা টুর্নামেন্টে ভারতের পারফরমেন্স ছিল রীতিমতো উল্লেখযোগ্য। একমাত্র ফাইনালে গিয়েই পা হড়কে গেল তাঁদের। সেই ব্যর্থতা দূরে সরিয়ে টিম ভারত কিন্তু ফের ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ থেকে জয়ের সরণিতে ফিরেছে। তার রেশ পুরোপুরি বজায় থাকল শ্রীলঙ্কাতেও। বলাবাহুল্য, লঙ্কা থেকে টিম কোহলি যে গর্জন তুলল তা কিন্তু চমকে দিয়েছে গোটা ক্রিকেট দুনিয়াকে।

ক্যারাটেতে অলিম্পিক পদকের স্বপ্নে বিভোর ছোট্ট অমিয়

নিজস্ব প্রতিনিধি : একেবারে ছোট থেকেই খুদে অমিয় বিশ্বাস (১৩) ক্যারাটে ভালোবেসে জেলা, রাজ্য এমনকি জাতীয় স্তরের পর্যায় ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ইতিমধ্যেই অমিয়র বাড়ির আলমারিতে প্রায় ৫০টি পদক রয়েছে। এর মধ্যে ২০১৫ সালে দিল্লির তালকোটরা স্টেডিয়ামে কমনওয়েলথ গেমসে দেশের হয়ে ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় পাওয়া সোনার পদকও আছে। কোন্নগর কানাইপুর কলোনিতে বসবাস করে। সে কানাইপুর হাইস্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ছে। বাবা বিশ্বজিৎ বিশ্বাস সোনা বিস্কুট কোম্পানিতে সামান্য কাজ করে কোনও রকমে সংসার চালান। মা নন্দিতা বিশ্বাস গৃহবধূ। বাবা, মা, দাদু ও ঠাকুমার সঙ্গে থাকে অমিয়। বিশ্বজিৎ বাবু বলেন, আমাদের পরিবার বংশ পরম্পরায় খেলাধূলার সঙ্গে জড়িত রয়েছেন।

অমিয় ৬ বছর বয়স থেকেই স্থানীয় এক প্রশিক্ষক মৌমিতা চক্রবর্তীর কাছে প্রথম ক্যারাটে শিক্ষালাভ করে। এরপর সল্টলেকে কোচ শ্রীহান প্রেমজিৎ সেনের কাছে প্র্যাকটিস শুরু করে। দিল্লিতে সাফল্যের পর আন্তর্জাতিক স্তরে একাধিক জায়গায় দেশের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ এসেছিল খুদে ক্যারাটে খেলোয়াড়ের কাছে। কিন্তু বিদেশে গিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার মতো আর্থিক সামর্থ নেই। সুতরাং সুযোগ পেয়েও বিদেশে গিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারেনি।

তবে আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর সুইজারল্যান্ডে ওয়ার্ল্ড মার্শাল গেমস ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু পরিবারের আর্থিক প্রতিকূলতার জন্য নির্বাচিত হওয়ার পরও সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে কি না তা সন্দেহ রয়েছে অমিয়র। তাদের বাড়িতে নুন আনতে পান্তা ফুরায় অবস্থা চলছে। বিশ্বজিৎ বাবু বলেন আমাদের দেশে ফুটবল বা ক্রিকেট খেলায় যতটা আনন্দ উচ্ছাস রয়েছে। অন্য খেলায় ক্ষেত্রে সেটা দেখা যায় না। ফলে ফুটবল বা ক্রিকেট খেলোয়াড়রা সহজেই স্পনসর পায়। অন্য খেলোয়াড়রা তা পায় না। আর্থিক সহযোগিতা ছাড়া কোনও ভাবেই ছেলের স্বপ্নপূরণ করার সামর্থ্য আমাদের নেই। এরই পাশাপাশি পড়াশোনার খরচও রয়েছে। সে ব্ল্যাকবেল্ট পেয়েছে , অর্থাৎ ২০২০ সালে অলিম্পিক আসরে সুযোগ পেলে বেশ কয়েকটি বৃত্ত পূরণের প্রতিযোগিতায় অনবদ্য পারফরম্যান্স মধ্যে দুর্ভেদ্য হয়ে উঠতে হবে।

বেঞ্চ প্রেস লিফটিং এ দুটি রূপো জয় অয়নজ্যোতির

রিম্পি ঘোষ: কাটোয়াতে অনুষ্ঠিত রাজ্য স্তরের ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতার দুটি বিভাগে রূপো জয় করলেন উত্তরপাড়ার বাসিন্দা ২৪ বছরের অয়নজ্যোতি সিংহ রায়।

২০১২ সালে ১৯ বছর বয়সে ভারোত্তোলনে হাতেখড়ি তাঁর। স্থানীয় সৌরভ হেলথ সেন্টারে তাঁর প্রশিক্ষণ শুরু হয়। ২০১২ সালেই জেলাস্তরের ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় প্রথম অংশগ্রহণ করে সোনার পদক জয় করেন অয়ন। পরের বছরও ঐ প্রতিযোগিতায় সোনার পদক জিতে সাড়া ফেলে দেন তিনি। মাত্র বছর পাঁচেকের প্রশিক্ষণেই ২০১৪ ও ২০১৫ সালে জেলাস্তরে ব্রোঞ্জ ও রুপো, ২০১৬ সালে রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় রুপো, হাওড়া ও হুগলির শ্রীরামপুরে জেলাস্তরের প্রতিযোগিতায় সোনা ও রূপো, মেদিনীপুরে রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় দুটি ব্রোঞ্জ, কাঁচরাপাড়ায় আয়োজিত রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় সোনা।

তার ওপর এই বছরের গোড়ার দিকে হাওড়াতে আয়োজিত জাতীয় স্তরে ভারোত্তোলনে রূপো, দুর্গাপুরে আয়োজিত ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় রূপো, উত্তরপাড়ায় আয়োজিত জেলাস্তরের প্রতিযোগিতায় একটি সোনা ও একটি রূপো, অতি সম্প্রতি কাটোয়াতে অনুষ্ঠিত রাজ্য স্তরের ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতার দুটি বিভাগে রূপো জয় এইরকম অসংখ্য পদক ঠাঁই পেয়েছে অয়নজ্যোতির ঝুলিতে। বেলুর লালবাবা কলেজের প্রাক্তন ছাত্র অয়নজ্যোতি ভারোত্তোলনের পাশাপাশি বেলুড় শিল্পমন্দির থেকে মোবাইল রিপেয়ারিং এর পেশাদার প্রশিক্ষণ নিয়েছেন।

অয়নের পরিবারে রয়েছেন পিতা অরুণজ্যোতি সিংহ রায়। তাঁর একটি ছোট মনিহারী দোকান আছে। মা সর্বাণী সিংহ রায় সাধারন গৃহবধূ। রয়েছেন একমাত্র বোন অয়ন্তিকা সিংহ রায়। অয়ন জানান, তাঁর এই সাফল্যের মূল কারিগর হলেন স্থানীয় সৌরভ হেলথ সেন্টারের প্রশিক্ষক সৌরভ মুখার্জী। মূলত তাঁর তত্ত্বাবধানেই অয়নের এই চমকপ্রদ উত্থান। অয়নকে আদর্শ করে অন্যান্য ছেলে – মেয়েরা এই ভারোত্তোলনে প্রশিক্ষণ নিতে আসুক এটাই অয়নের ইচ্ছা। বর্তমানে অয়নজ্যোতি উত্তরপাড়া থানায় সিভিক পুলিশ হিসেবে কর্মরত।

জমে উঠেছে কলকাতা লিগ

পাঁচুগোপাল দত্ত : আই লিগ হোক আর ফেডারেশন কাপ গড়ের মাঠে এখনও গুরুত্বপূর্ণ কলকাতা লিগ। আর এই লিগের ওপর নিজেদের মৌরসিপাট্টা একরকম লাগিয়ে বসে আছে ইস্টবেঙ্গল। গত ৭বার টানা কলকাতা লিগ জিতেছে লাল–হলুদ। এবার অষ্টমবারের মতো কলকাতা লিগ ঘরে তুলতে বদ্ধপরিকর ইস্ট শিবির। তার ব্লু প্রিন্টও ছকা হয়ে গিয়েছে অস্থায়ী কোচ শঙ্করলাল চক্রবর্তীর অধীনে। মোহন তারকা কাতসুমিকে সই করিয়ে ইস্টবেঙ্গল যেমন তাক লাগিয়ে দিয়েছে, ঠিক তেমনই পর্তুগালে খেলতে থাকা 'ব্রাজিলিয়ান বোম্বার' চার্লসকে এনে আরও বড় দাও মেরেছে ইস্টবেঙ্গল। এই সুপার তারকারা মাঠে নামার আগেই অবশ্য ইস্টবেঙ্গল তাদের প্রথম চারটি ম্যাচ জিতেছে একরকম একাধিপত্য দেখিয়ে। শেষ ম্যাচে সার্দান সমিতিকে হারিয়ে বিশাল জয় এসেছে আগের ম্যাচের হিরো সুরাব্বদিন মল্লিককে বাদ দিয়েই। বস্তুত খালিদ জামালের কোচিংয়ে আর গার্সিয়ার ফিজিক্যাল ট্রেনিংয়ে গোটা দলটাই যেন টগবগ করছে।

ইস্টবেঙ্গলের ভালো খেলার পাশাপাশি মোহনবাগানও শুরুটা করেছে বেশ ভালো ভাবে। মোহন ব্রিগেডের পক্ষে সবথেকে ভালো খবর যাবতীয় জল্পনা উড়িয়ে ফের সনি নর্ডি শামিল হচ্ছেন। কিন্তু তাঁকে তো আর স্থানীয় লিগে পাওয়া যাবে না। আই লিগ–ফেড কাপ থেকে সনি নবোদ্যমে তার মোহন পার্ট–৩ শুরু করবেন। অপর বড় দল পাঠচক্রের পাঠাগারে গতি হারালেও পরের ম্যাচগুলিতে বড় জয় তুলে এনে নিজেদের প্রমাণ করেছে মহমেডান স্পোর্টিংও। সব মিলিয়ে দারুণ জমজমাট হয়ে উঠেছে এবারের কলকাতা লিগ। তবে বিশেষজ্ঞ থেকে সাধারণ মানুষ সবাই তাকিয়ে রয়েছেন আগামী মোহন–ইস্ট ডার্বির দিকে। খুব সম্ভবত আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর, বিশ্বকর্মা পুজোর দিন শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত হবে বহু প্রতিক্ষিত এই ডার্বি। তাতে যে কামাল করবে কলকাতা লিগ মোটের ওপর তাদের হাতের মুঠোয় চলে আসবে।

মনের খেয়াল

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

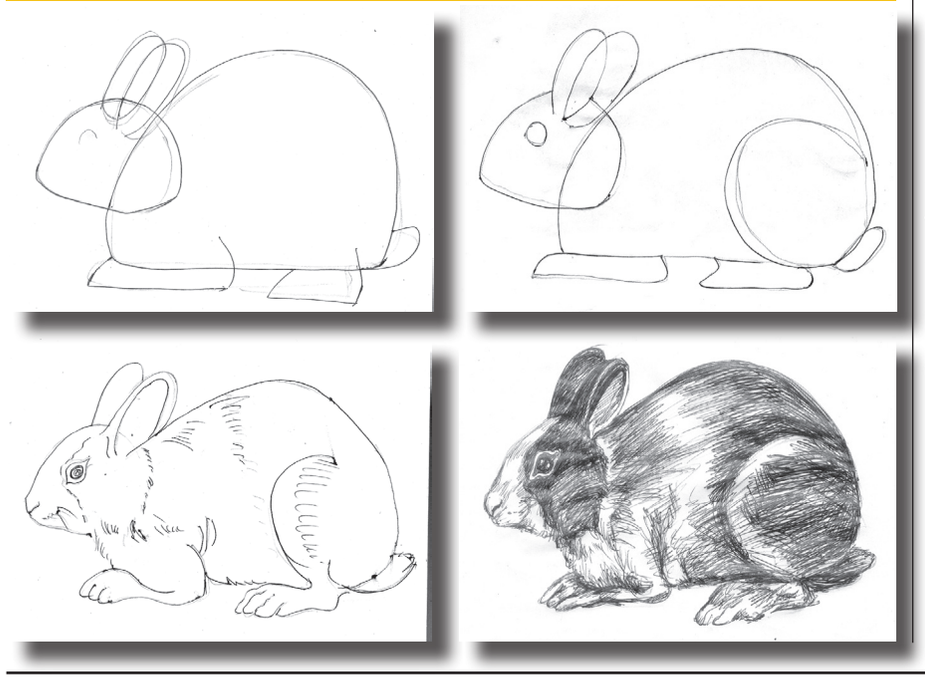

নিজে কর

৫ সেপ্টেম্বর ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের জন্মদিনে পালন করা হয় শিক্ষক দিবস হিসাবে। স্কুলে স্কুলে ছাত্ররা শিক্ষকদের জন্য আয়োজন করে নানান অনুষ্ঠান। নানান উপহার শিক্ষকদের সম্মানার্থে দেওয়া হয়। কিন্তু সেই উপহার যদি নিজে হাতের তৈরি করা যায় তাহলে বেশ ভালই লাগবে তাই দেরি না করে দুপ্যাকেট পেনসিল কিনে আনো আর আঠা দিয়ে পেনসিলগুলোকে গোলাকারে জোরো ঠিক যেমন ছবিতে আছে। তারপর মধ্যখানে পছন্দের মতন রঙের ফিতে লাগাও। ব্যস তৈরি হয়ে গেল পেনসিলের কাপ। শিক্ষককে এর সাথে অবশ্যই একটা পেন দিও যাতে ওর মধ্যে রাখতে পারেন।

সোনী দে, ষষ্ঠ শ্রেণি, নবচেতনা, চেতলা

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com